মাটির মানুষ

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য

ভারতী বুক ষ্টল
৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

[redacted] মাত্র

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর :
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৭/সি আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা—৪

স্নেহের

বিশু ও হরিকে দিলাম

বড়দা

ভূমিকা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য একখানি নাটক রচনা ক'রেছেন 'মাটির মানুষ' নামে। এ যাবৎ বাংলার নাট্যসাহিত্য পেশাদার মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রেই পরিপুষ্ট ও প্রচারিত হয়েছে—একথা ধ্রুব সত্য। পেশাদার মঞ্চ যে নাটকগুলিকে মনোনয়নের জয়তিলক পরিয়েছেন, সেইগুলিই প্রকাশকদের সম্বর্দ্ধনা লাভ ক'রে মুদ্রিতাকারে সৌখীন সম্প্রদায় সমূহের আনন্দ-উৎসবের খোরাক জুগিয়েছে। কিন্তু সত্যিকারের নাট্যসাহিত্য বলতে যা বোঝায়—তা কি এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উন্নীত হয়েছে? নাট্যসাহিত্যের উন্নতি, অবনতি, সৃষ্টি ও বিস্তার বাংলার পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে এই রকম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে বলেই নাট্যশালার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নাট্যসাহিত্যেও আজ ভাঁটার টান ধরেছে। তা' সে রুচির দিক দিয়েই হোক্, বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই হোক্—অথবা থিয়েটার কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাব কিম্বা খেয়াল-খুসীর জন্যই হোক্। ফলে একটি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ যেদিন কোন একটি নাট্যরূপান্তরিত উপন্যাস থেকে কিছু পয়সা পেলেন, অমনি সহরের অন্যান্য রঙ্গশালা চোখ বন্ধ ক'রে নাট্যরূপায়নের হরিসংকীর্ত্তনে গা ভাসিয়ে দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন নাটক রচনার পথ বন্ধ হ'য়ে গেল······

কিন্তু অন্যান্য দেশে আমরা কী দেখি? সেখানে দেশের প্রয়োজনে, দশের প্রয়োজনে নাটক গড়ে উঠছে। সে সব নাটকে দেখতে পাই শতাব্দীর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ চিত্র; সুখে দুঃখে পাপে পুণ্যে মেশানো মানুষের অন্নবস্ত্রের দাবী,—দেখতে পাই উন্মার্গগামী সভ্যতার চুলচেরা বিশ্লেষণ। পড়তে পড়তে মন গর্ব্বিত হ'য়ে ওঠে, তখন এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করি যে, আমাদের বাংলায়, আমাদের ভারতবর্ষে না হোক,

আমাদের পৃথিবীর কোথাও না কোথাও সত্যিকারের নাটক জন্ম লাভ করছে……আমরাতো পারলাম না—কিন্তু ওরা জয়যুক্ত হোক্।

সম্প্রতি কিছুদিন আগে একখানা নাটক পড়লাম। নাটকটির নাম A Street Car Named Desire, লেখক হচ্ছেন Tanasse Willium; ঘটনা কিছুই নয়,—স্ত্রীর বড়বোন—ভগ্নিপতির বাসায় বেড়াতে এল বিচিত্র চরিত্র আর প্রেমাচ্ছন্ন অতীত ইতিহাস নিয়ে। বিশ্বগ্রাসী কামনার আগুন জ্বলছে তখনো তার অতৃপ্ত দেহে আর৷ মনে। ভগ্নিপতির এক বন্ধু পড়লেন এর প্রেমে আর ভগ্নিপতি চাইলেন এই অবাঞ্ছিত অতিথিটিকে বাড়ী থেকে তাড়াতে। সে খুঁজে বার করলো মেয়েটির ফেলে আসা যৌবনের কালো অধ্যায়, বন্ধুর সঙ্গে এর সম্ভাবিত বিবাহ প্রস্তাবকে দিলো ভেঙ্গে,—অথচ নিজে সে তাকে ভোগ করতে ছাড়লো না। শেষদৃশ্যে দেখা যাচ্ছে—সবাই মিলে তাকে পাগল সাব্যস্ত ক'রে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছে।……মাটির মানুষের ধূলো-কাদালাগা জীবনের কী অপূর্ব্ব আলেখ্য আর সেইটি রচনায় কী অভাবিত বলশালীতা! আমাদের দেশ হ'লে হয়তো নাটকখানি লালবাজার থেকেই তার পরম পরিণতি লাভ করতো। কিন্তু নাটক রচনায় নাট্যকারের এই যে মুক্তি……এই যে স্বচ্ছন্দতা…এই যে জীবন-বিশ্বাসের দুঃসাহসিকতা,—এ কি পেশাদার মঞ্চের অর্ডার মাফিক আটটা ছেলে—চারটে মেয়ে—সাতটা সখী'র মাপে তৈরী হ'তে পারে?

কিন্তু আনন্দের কথা, আজকাল আমাদের দেশেও নাটক নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা সুরু হ'য়েছে, দু'চারটি অসম সাহসিক ছেলে অ-মঞ্চীয় নাটক লিখছেন এবং লিখেছেন, কিছু কিছু তার অভিনয়ও হ'য়েছে, ভাড়া করা মঞ্চে, কিছু তার জনসম্বর্দ্ধনাও লাভ করেছে। এই সাহসিকতার দক্ষিণ বাতাসে যদি যুগলক্ষিত নাটকের গুমোট্ কাটে

তো খুসী হবো। এঁদের স্বাতন্ত্র্য, এঁদের বৈশিষ্ট্য আর এঁদের বক্তব্যবস্তু দেখে যদি বাংলার নাট-অচলায়তনগুলি যুগসঞ্চিত যোগনিদ্রা ভেঙ্গে জেগে ওঠে, তবে সেটা খুবই আশার কথা। দর্শকের মন ভগবানের মতো। অদৃশ্য,—কিন্তু শক্তিমান। এতকাল তো তাঁকে মহাদেব বলে পূজো করলাম, কিন্তু বরলাভ করা গেলনা। অতএব এবার অন্য নামে ডেকে অর্চ্চনার রীতিটা একটু বদ্‌লে নিয়েই দেখা যাক না—জনগণেশের আসন টলে কি না!

ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশধর ভট্টাচার্য্য যে নাটকখানি লিখেছেন,—সেই "মাটির মানুষ" সাধারণ নাটকাবলী থেকে কী ভাষায়, কী ভঙ্গিতে, কী সংলাপে এবং চরিত্র চিত্রণে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে। গল্পের মধ্যে চোখে দেখা লোকজনই যাতায়াত ক'রেছে, কিন্তু ভাষায় তাদের আছে সংযম, আছে শালীনতা; চিরাচরিত পথেচলা অগণিত নাটক সমূহের সঙ্গে এই নাটকখানির একটি সম্মানজনক ব্যবধান আছে,—এবং সে ব্যবধান লেখকের শিল্পী মনের অনায়াস সৃষ্টি। বিচিত্র চরিত্র ও অভাবিত ঘটনার দ্বারা নাটকের মধ্যে যে সাস্‌পেন্স সৃষ্টি করা কাছে—তা' প্রকৃতই প্রশংসার যোগ্য।··পাব্‌লিক থিয়েটার এ নাটকটি নির্ব্বাচন করবেন কি না জানিনে, তবে বাংলার সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় সমূহ "মাটির মানুষকে" অভিনন্দন জানালে আনন্দিত হবো। অনেকে নাটক লেখেন উপন্যাস ধর্ম্মী, কিন্তু শশধর বাবুর নাটক নাট্যধর্ম্মী; অতএব তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও নাটক আশা করবো।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই নতুন নাট্যকারকে 'স্বাগত' জানাই।

৯এ, রামকৃষ্ণ লেন,
কলিকাতা-৩
১৮. ৬. ৫২

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

নিবেদন

নেপথ্যের ঘটনাবলী ছাড়া এই নাটকটি স্বল্প সময় ও স্বল্প পরিধীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিবৃতিমূলক বা সংলাপধর্ম্মী হইয়াছে। বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় যে নাটক রচিত হয়, সেখানে স্থান, কাল, পাত্র বা ঘটনা পরম্পরায় একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব, কিন্তু এই নাটকটি তিন চারিটী পরিবারের কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে লইয়া লিখিত এবং চরিত্রগুলি হয় প্রতিবেশী কিংবা একই বাড়ীর বাসিন্দা বা বন্ধু-স্থানীয়; তাই কোনো না কোনো সূত্রে উহারা একে অন্যের কাছে পরিচিত। ঘটনা পরম্পরায় চরিত্র বিশেষের আত্মপ্রকাশ স্থানে স্থানে অস্পষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা আছে। উদ্ধৃত অংশ ছাড়া তর্ক, মীমাংসা বা মতবাদ যেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সেখানে আমি নিজস্ব মতবাদ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছি। ব্যর্থতা—বা absurdity আমারই অক্ষমতা, অতএব সমালোচনা আমারই প্রাপ্য।

নাটকটী সম্পূর্ণ Fiction, তাই—চরিত্রগুলিও কাল্পনিক; নিজস্ব মতবাদ দ্বারা কোনও ব্যক্তি-বিশেষ, জাতি বা সমাজকে আমি আঘাত করি নাই; দোষী—অপাংক্তেয় নয়, তাই সমস্ত মানুষকে লইয়া বৃহৎ এক মানব গোষ্ঠীর কল্পনা আমার এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

এই নাটকটি সম্ভবত ইং ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে লিখিতে সুরু করি, এবং ১৯৪৬ সালে গোড়ার দিকে ইহা শেষ হয়।—নাটকটি লিখিবার সময় খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি লেখা আমার এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়াছে। বিদেশী কয়েকটী নাটক, যথা "School of Reform" (Thomas Morton), "Man of the World"

(Charles Macklen), "Road to Ruin" (Thomas Holcroft), "Money" (Edward Lytton), "John Bull" (G. Colman), „Broken Hearts" (W. S. Gilbert), "It's never too late to mend" (Charles Reade) ইত্যাদি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি যে নাটকটি সংলাপধর্ম্মী হইয়াছে, কিন্তু final correction-এর পর স্থানে স্থানে emotion-ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সাহিত্য যেখানে নাট্যরূপে বিশিষ্ট একটী art-এর পর্য্যায়ে আসিয়া পড়ে সেখানে হৃদয়াবেগ থাকা অবশ্যম্ভাবী,—একথা সাহিত্যের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। T. S. Elliot বলেছেন,—"Literature is always a presentation—either a presentation of thought or presentation of feeling.

নাটকে যাহা লেখা থাকে উহা অপেক্ষা অলিখিত অনেক কিছু লুকায়িত থাকে। Tenyson-এর ভাষায়—"Half reveal and half conceal,—the soul within-"ও বলা যাইতে পারে ; সার্থক নাটক মাত্রই যে ভাষা-সমৃদ্ধ হইতে হইবে ইহার কোন মানে নাই ; অন্তর্নিহিত ভাবসম্ভারে ও ঘাত প্রতিঘাতে যে নাটক পুষ্ট—সেখানে ভাষা দুর্ব্বল হইলেও নাটকের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। অর্দ্ধপৃষ্ঠা ব্যাপী soliloquy যাহা প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা মাত্র দুটি কথায় সম্পন্ন হইতে পারে। Sir Henry Irving বলিয়াছেন,— An accomplished cirtic has said that Shakespeare himself might have been surprised had he heard the 'Fool! Fool! Fool!' of Edmund Kean." (From an address at Harvard University).

অতএব ভাষাটাই নাটকের একমাত্র মানদণ্ড নয় ; অন্তর্নিহিত ভাব গ্রহণ করাই হ'ল আসল কথা ; ভাষা না জানা সত্ত্বেও আমরা বিদেশী ছবির মর্ম্ম বুঝিতে পারি। প্রতিটি মানুষের ভিতরে শিল্পী মন লুকান আছে—তাই মানুষ মাত্রেই Emotional and Sensitive ! অতএব নাটককে বিচার করিতে হইলে সমালোচককে দরদী শিল্পী মন লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমালোচক যদি শাসকের মন লইয়া অগ্রসর হন তাহা হইলে আমাদের মত নবাগতের ভাগ্যে তিরস্কারই একমাত্র প্রাপ্য। নিজের লেখা সম্বন্ধে যতটুকু দুর্ব্বলতা লেখক মাত্রের থাকে, আমিও তাহার ব্যতিক্রম নই। নাট্যকার বা সাহিত্যিক শুধু আলোই দেখাতে পারে ; সব সময়ে সৃষ্টির আশা করা ভুল—

"We are often told that the art is Ephemeral; that it creates nothing, but does it not often restore? The astronomer and naturalist create nothing, but they contribute much to the enlightenment of the world."
(Sir Henry Irving—from an address at Harvard University, March 30, 1885)

অতএব এই নাটকটি যদি পাঠকের ও দর্শকের মনে সামান্ত রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্য কোন লেখকের ভাব, ভাষা বা মতবাদ এই নাটকে যদি স্থান লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই উদ্ধৃত করিয়াছি, এ জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী!

এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া যাঁহারা আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ এইচ, সি, চ্যাটার্জ্জি, শিশু-সাহিত্যিক

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতপূর্ব্ব মঞ্চ অভিনেতা শ্রীগগন চট্টোপাধ্যায় (ষ্টার, নাট্যনিকেতন, মিনার্ভা ইত্যাদি) অন্যতম। দীর্ঘ সাত বৎসরের জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটির fair copy করিয়া দিয়াছেন—শ্রীতুষাররঞ্জন মুখার্জ্জী। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এই নাটকটির মুদ্রণের যাবতীয় বন্দোবস্ত, proof দেখা ইত্যাদি কষ্টসাধ্য কাজগুলির জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। 'চয়নিকা" পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীআলোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও মুদ্রণ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে সুদূর মফঃস্বলে বসিয়া একার দ্বারা এই সকল কাজ বোধহয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত না। এজন্য ইঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

প্রথম রচনা হিসাবে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এই নাটকে থাকা সম্ভব এবং এই স্বীকৃতি লইয়া আজ আমি সকলের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ কবিতেছি।

গিরিডি,
রথযাত্রা।
১৩৫৯ সাল

শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য

দ্রষ্টব্য :—দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটী আবশ্যক হইলে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা চলে, উহাতে নাটকের গতি ব্যাহত হইবে না।

মফঃস্বলের এ্যামেচার্ পার্টি যদি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটি রাখিতে চান তাহা হইলে পিছনে একটি দ্বিতল কক্ষের Cut scene দিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষে যদি রেবাকে বারকয়েক দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ দৃশ্যটি বিশেষ খাপছাড়া মনে হইবে না।

গ্রন্থকার

চরিত্র

বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি	...	প্রফেসর ও ইলার দাদু।
মিষ্টার রায়	...	রিটায়ার্ড মিলিটারী কনট্রাক্টার।
সমর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ডাক্তার ও সুজয়ের বন্ধু।
শচীন	...	কলিকাতাবাসী প্রবাসী জমিদার পুত্র ও কলেজের ছাত্র।
সুজয়	...	ইলার দাদা, কলেজের ছাত্র।
বিনয় চ্যাটার্জ্জি	...	আধুনিক ধনী যুবক।
গজানন	...	জমিদারের কর্ম্মচারী ও Store-Keeper.
শিবরাম	...	ঐ গোমস্তা।
কৈলাস, রহিম	...	গ্রাম্য মোড়ল।
ক্ষুদিরাম, গুপীনাথ	...	মেসবাসী।

হোটেলের ম্যানেজার, ভৃত্য ইত্যাদি ॥

ইলা	...	সুজয়ের ভগ্নী।
নমিতা গাঙ্গুলী	...	নার্স
রেবা	...	মিসেস্ রায়ের বোন্‌ঝি।
মিসেস্ (নীলিমা) রায়	...	রেবার মাসীমা।
কামিনী	...	ঝি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। কাল—সন্ধ্যা

[আধুনিক ফ্যাসানে সুসজ্জিত কক্ষ। কোনে একটি টেবিল হারমোনিয়ম—সামনে বসিয়া গান গাহিতেছে ইলা বয়স ২০।২২ বৎসর। দেওয়াল ঘড়িতে সাত ঘটিকার নির্দ্দেশ দিতেছে; কক্ষটী বৈদ্যুতিক আলোয় সমুজ্জল, অপর কোনে দুইটী বুক্ সেল্‌ফ; ঘরের মাঝখানে তিনটী চেয়ার গোলাকারে সজ্জিত—মধ্যে একটি 'টিপয়'—তাহার উপর একটি ফুলদানীতে ফুলের তোড়া। ঘরের দুই পাশে দুইটী সোফা—মেঝেতে কার্পেট পাতা। ইলা একমনে গাহিতেছে।]

গান

(তুমি) আসবে কবে জানি
বাতাস যবে ফুলের বুকে করবে কানাকানি।
বন পলাশে রংয়ের আগুন,
ছড়িয়ে দেবে সেদিন ফাগুন-গো
শাখায় শাখায় দোল দেবে হায়, উতলা ফাল্গুনী ॥
তখন, হয়ত' প্রভাত হবে
মৌমাছিরা ফুলের বুকে গোপন কথা কবে—
সেদিন মোদের মহোৎসবে,
আকাশ-বাতাস মুখর হবে গো
দুলিয়ে দেব তোমার গলে আমার মালা খানি ॥

(গান শেষ হইলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল বিনয়—বিলাতি কায়দা-দুরস্ত ও বিলাতি পোষাকে সজ্জিত এক যুবক—বয়স ৩০।৩৫। বেশভূষায় স্বচ্ছলতার পরিচয়)

বিনয়। Splendid! ইলা, Splendid!

ইলা। কি Splendid ? আমি, না—আমার গান ?

বিনয়। Both. অনবদ্য তোমার দরদী কণ্ঠের গান! সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তুমি ভাষাকে সুরে রূপান্তরিত করেছ। সুর যেন তোমার কণ্ঠে পোষা পাখী। তাইত' বলি—ইলা, একে তুমি নিজের ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখনা।

ইলা। বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না বিনয়দা ? এত উচ্ছ্বাস ভাল নয়।

বিনয়। একে তুমি বাড়াবাড়ি বলছ' ইলা ? একে তুমি বলছ' উচ্ছ্বাস ? বেশ তাই যদি হয়, তাহলে জেনো, এটা হচ্ছে unconcious celebration of an admirer.

ইলা। An admirer ! তুমি আমায় হাঁসালে বিনয় দা !

বিনয়। হাঁসালাম ? তুমি কি বিশ্বাস করনা, ইলা ?

ইলা। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক বিনযদা) কিন্তু প্রশংসা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন আমার কেমন জানি ভয় হয়। আচ্ছা বিনয়দা! এরকম প্রশংসা আরও কতজনকে জানিয়েছ বল'ত ?

বিনয়। কি উত্তর পেলে খুসী হও, ইলা ?

ইলা। যা সত্য, তাই আমি শুনতে চাই। দোহাই! মন রাখা মিথ্যে কথা বলো না।

বিনয়। নারীর চির কৌতুহলী সন্ধানী মন, আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইছে, ইলা।

ইলা। কারণ আমিও নারী; আর নারীর কৌতুহলী মনের কথা বলছ' বিনয়দা? নারীর মন ত' কৌতুহলী হবেই; কারণ

নারী একজনকে বরণ করে বিশ্বের স্বাদ গ্রহণ করতে চায় তাই সে কৌতুহলী ; কিন্তু পুরুষ চায় বহু এবং তাতেও সে সন্তুষ্ট নয় ; সে বহুর মাঝে অসংখ্যকে কামনা করে ; তাই পুরুষের কৌতুহল থাকে না, যা থাকে সেটাকে কৌতুক বলা যেতে পারে।

বিনয়।　তুমি আমার উপর, এমন কি সমস্ত পুরুষ জাতটার উপর অবিচার করছ।

ইলা।　না না, বিনয়দা, তুমি অমন করে কথা বল'না—তোমার কথায়, তোমার ভঙ্গীতে যেন দীনতা—যেন কাঙাল পনা ফুটে উঠছে! পুরুষের কাঙালপনা আমি একটুও সহ্য করতে পারি না। পুরুষ হবে খাপে ঢাকা তলোয়ারের মত; যখন খাপ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াবে তখন সে যেন ঝক্‌মক্ করে উঠে; চোখ আর মনকে সে যেন ধাঁধিয়ে দিতে পারে।

বিনয়।　কিন্তু পুরুষ যাকে ভালবাসে, তার কাছে সে চিরকালই নমনীয়। তুমি বিশ্বের ইতিহাস খুলে দেখ—কত প্রবল প্রতাপশালী বীরও প্রণয়িনীর কাছে অসহায় শিশুর মত, ধরা দিয়েছে।

ইলা।　ভুল, বিনয়দা ভুল। যদি কোন ইতিহাসে এমন কথা লেখা থাকে, তাহলে তাকে আমি সত্য বলে স্বীকার করব না। ভালবাসা জীবনকে কখনও পঙ্গু করে দেয় না—দেয় শক্তি! ভালবাসা চলার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় না—এনে দেয় দুর্বার গতি। ভালবাসা অসহায় করে না—এনে দেয় অভয়!

বিনয়। যদি সে ভালবাসা পাওয়া যায়, কিন্তু বঞ্চিত হলে?

ইলা। তুমি দেনা-পাওনার কথা কেন তুলছ' বিনয়দা? ভালবাসা, পেতে ত' কিছুই চায়না—সে শুধু দিতেই চায়; সে চিরকালই দেউলিয়া; সে শুধু দিয়েই খুসী। মনেও থাকেনা কি সে দিল বা কতখানি দিল—অবশিষ্ট কিছু রইল কি না! যে ভালবাসা বিনিময়ে কিছু পেতে চায়, সে ভালবাসা নয়, বিনয়দা,—সেটা মোহ। আচ্ছা! তুমি একটু বস, ভিতরে একবার দেখে আসি ঠাকুর চাকরগুলো কি ক'রছে। (প্রস্থান)

বিনয়। তোমায় আমি আজও চিনতে পারলাম না। কিন্তু শেষ আমায় দেখতেই হবে। তোমাদের জাতকে আমি চিনি—কেউ দুদিন আগে ধরা দেয়—কেউ বা দুদিন পরে। (তুমি হয়ত' আরও কিছু বেশী সময় নেবে) কিন্তু ধরা তোমায় দিতেই হবে! (Yes! আমি অপেক্ষাই ক'রব। তোমার philosopher দাদুর বড় বড় philosophyগুলো এখনও তোমার মাথার মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে; তাই জীবনটাকে তুমি philosophy মনে কর; ভুল,—ভুল ক'রছ, ইলা! জীবনটা philosophyও নয় আবার obsolete mathemetical calculationও নয়।) তোমায় আমি slow poison ক'রব। সে বিষের ক্রিয়া একদিনে তুমি বুঝতে পারবে না; কিন্তু একদিন আসবে যখন তুমি বুঝতে পারবে এ দুনিয়ায় এই "বিনয় চ্যাটার্জ্জি" ছাড়া—(স্বগত:)—Wait Benoy Chatterjee—You devil young man ধীরে,—ধীরে—

(হঠাৎ বিনয় চ্যাটার্জ্জি নিজের মনেই অট্টহাস্য করিয়া উঠিল এবং সেই মুহূর্ত্তে ইলাও সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)।

ইলা। ওকি! পাগলের মত একা বসে বসে এত হাঁসছ কেন বিনয়দা?

বিনয়। কেন সহজ মানুষ কি হাঁসে না, ইলা?

ইলা। হার মানলাম। কিন্তু হাঁসির কারণটা কি শুনতে পাই না বিনয়দা?

বিনয়। Oh sure! জান ইলা, there is enough fun in solitude. নির্জ্জনে বসে একা একা অনেক সময় বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। এ কথা তুমি মান?

ইলা। নিশ্চয় মানি। তাইত' দিনান্তের সমস্ত কোলাহল আর ব্যস্ততা থেকে মন যখন ছুটি নিতে চায়; মন তখন চায় নির্জ্জনতা। নির্জ্জনে বসে সে তখন নিজেকে বিচার ক'রে জানতে চায় আমি কি বা কেন? তখনই হয় self analysis—যাকে আমরা আত্ম অনুশীলন বলি। তখন আমরা কখনও বা হাঁসি কখনও বা কাঁদি। নির্জ্জনে বসে সেই হাঁসি কান্নায় বড় সুখ আর বড় আনন্দ, বিনয়দা! যখন কাঁদি তখন চোখের জলে অন্তরের সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে যায়। কি যে বিরাট শক্তি ঐ অব্যক্ত নির্জ্জনতার মধ্যে লুকান আছে, কে জানে!

(মিঃ রায়ের প্রবেশ—হস্তে লাঠি—ব্যাধিতে কিঞ্চিৎ মুব্জ দেহ)

মিঃ রায়। Right-very right—Excuse me for this interruption, হ্যাঁ! কি বলছিলে, ইলা মা? নির্জ্জনতার শক্তি?—yes নির্জ্জনতার একটা বিরাট শক্তি আছে—static force। তা না হ'লে বিশ্বের মহাপুরুষেরা নির্জ্জনতাকে বেছে নিত না। বিরাট সমস্যা সমাধনের স্থান যদি বিশ্বে

কোথায়ও থাকে তাহ'লে ঐ নির্জ্জনতার মধ্যেই আছে। যে কোন সমস্যা—ব্যক্তিগত, সামাজিক, বা রাষ্ট্রীয়—নির্জ্জনে বসে চিন্তা করো,—যথার্থ উত্তর পাবে। যে সমাধান কোনও মহাপুরুষ, কোন পুঁথি, কোন দল, বা কোন জাতি দিতে পারেনি, সে উত্তর ঐ নির্জ্জনে বসেই পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় মা—ঐ নির্জ্জনই বেঁচে থাকবার—এবং বাঁচিয়ে রাখবার মন্ত্র শিখিয়ে দেয়। আর তার চেয়েও বড় কথা—সে শিখিয়ে দেয় আমি কে বা কেন? Who am I and what I am? এ যদি আমরা প্রতিদিন বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে জীবন আরও সুন্দর, আরও সরল হয়ে উঠে।

বিনয়। কিন্তু সকলেই যদি নির্জ্জন বনে গিয়ে চিন্তা করতে বসে, তাহলে সমস্ত বনটাই যে সহরের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠবে।

মিঃ রায়। এখানে বনের কথা উঠছে কেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি? কথা হচ্ছিল নির্জ্জনতার—that could be in your own room—even amongst your so many frinds. বনে যাওয়াটা আরও কয়েক ধাপের উঁচু দরের জিনিষ। মন যদি চায় ঘরের মধ্যেও নির্জ্জনতা উপভোগ করা যায়। আপনি কি দেখেননি কয়েকজন বন্ধু মিলে কোনখানে হয়ত অনেক তর্ক বিতর্ক করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁদেরই ভিতর একজনের কানে কিছুই পৌঁছায় নি। সে সেখানে বসে ছিল ঠিক, কিন্তু তার মন যে কোন্ অন্ধকারে ডুব মেরেছিল কে জানে! অত বন্ধুর মাঝে থেকেও সে ছিল নিতান্ত একাকী; মন তার ঐ অন্ধকার নির্জ্জনতায় ডুব দিয়ে দিয়ে, কি যে খুঁজছিল তা ভগবানই জানেন

বিনয়। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দিতে, মানে যেখানে এত সমস্যা, সেখানে কি নির্জ্জনে বসে চিন্তা করলেই সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে? অন্যান্য দেশে কত experiment, কত invention, কত discoveries নিত্য নিয়ত ঘটে যাচ্ছে; আমরা যদি তাদের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে চাই, তাহলে কর্ম্মই হচ্ছে এ যুগের কাম্য বস্তু।

মিঃ রায়। কে অস্বীকার করছে? শুধু এ যুগের কেন—কর্ম্মই হচ্ছে সকল যুগের, সকল দেশের, ও সকল জাতির কাম্য বস্তু, কিন্তু চিন্তাকে বাদ দিয়ে নয়। যে invention, discoveries, ও experiment গুলোর কথা বললেন ওর পিছনে যে কত চিন্তা লুকান আছে তা আপনি জানেন না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর কর্ম্মের চেয়ে নির্জ্জনে বসে তাঁরা ভেবেছেন সহস্রগুণ বেশী, তাই তাঁরা সফল হ'তে পেরেছেন। আর ওদেশের কথা বলছেন? ও দেশের চেয়ে ভারতবর্ষ আরও বেশী ভাবত' একদিন; তাই যে atom ওরা আজ জানতে পেরে এমন দুর্দ্দমণীয় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে, তা' ভারতবর্ষের জানা হয়ে গিয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে! আজ Atom নিয়েই ওদের এত দম্ভ, কারণ ওর বেশী ওদের চিন্তা আর এগিয়ে যেতে পারছেনা—কিন্তু ভারতবর্ষ অনু নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি,—তাই পরমাণুকে টেনে বার করেছিল। আর সে পরমাণু কোন laboratory বা রসায়নশালা থেকে বার হয়নি, বার হয়েছিল নির্জ্জন হিমালয়ের শিখরে বসে কঠোর সাধনার ফলে। কৈ! কর্ম্মী আপনারা, কর্ম্মই যখন এত কাম্য বস্তু তখন ভারতবর্ষের

একদিন যা ছিল, আজ তাকে কাজে লাগাতে পারছেন না কেন? কেন জানেন? কারণ আমরা ভাবতে ভুলে গেছি, দিনান্তে যদি একটিবারও আজ ভারতবর্ষের লোক ভাবে, আমরা কি বা কেন, তাহলে অপর দেশের দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে হয় না। যা ছিল বা আছে এই absolute truth টাকে আমরা কাজে লাগাতে পারছিনা—ছুটছি অনিশ্চিতের পিছনে! আচ্ছা! এখন উঠি মা,—অনেকদিন পরে হঠাৎ মনে হ'ল ইলা মাকে দেখে আসি—এসে কিন্তু old fool তোমাদের উপদেশই শুধু দিয়ে গেল।

ইলা। উপদেশ ত' আপনারাই দেবেন—পথত' আপনারাই দেখাবেন।

মিঃ রায়। উপদেশ হয়ত' দিতে পারি—কারণ ওটা বয়সের ধর্ম্ম; কিন্তু পথ দেখাব কেমন করে মা? চোখ এখন ঘোলাটে, দেহে বার্দ্ধক্য—নিজেই পথ দেখতে পাই না,—তা তোমাদের কি দেখাব?

ইলা। বাইরের চোখটাই সব কিছু নয়। বাইরের চোখে আমরা ত' অনেক কিছু ভুল দেখি—কিন্তু অন্তরের চোখ কখনও ভুল করে না। সেই চোখ দিয়ে আপনারা শুধু এই বলে আশীর্ব্বাদ করবেন—"ওরে ভারতের ভাবী ও ভবিষ্যতের বংশধরেরা—তোরা এগিয়ে চল,—এগিয়ে চল", তাহ'লেই আমরা সাহস পাব!

মিঃ রায়। কে!…কে তুমি মা? একবার মুখের দিকে চাওতো, মা! একথা—ঠিক এমনি ধারা কথা আমি আর এক জনের মুখে শুনেছি,—এযেন তারই প্রতিধ্বনি। তোমার শিক্ষা, তোমার

দীক্ষাকে আমি সম্ভ্রম জানাচ্ছি, আর নমস্কার জানাচ্ছি মা তাঁকে, যিনি তোমায় মানুষ করে তুলেছেন।

ইলা। তিনি আমার দাদু, মস্ত বড় দার্শনিক ও কবি, আবার তেমনি উদার, মিঃ রায়।

মিঃ রায়। কিন্তু কই তাঁকে ত' একদিনও দেখতে পেলাম না।

ইলা। তিনি এখানে থাকেন না—থাকেন পাঞ্জাবে।

মিঃ রায়। পাঞ্জাবে? (উত্তেজিত হইয়া) তাঁর নাম কি মা?

ইলা। প্রফেসর বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি।

মিঃ রায়। (চঞ্চল হইয়া) বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি! (অস্থিরভাবে পদচারনা।)

ইলা। কি, আপনি তাঁকে চেনেন নাকি? ও কি! অমন করছেন কেন?

মিঃ রায়। না—না—মানে, হ্যাঁ ঐ নামে একজনের সাথে আমারও পরিচয় ছিল। আচ্ছা! তোমার দাদু যদি তিনিই হ'ন—কিংবা নাও হ'ন, তবু তিনি এলে তাঁকে বলে দিও—মিঃ রায় অর্থাৎ আমি তাঁকে সম্ভ্রম ও নমস্কার জানিয়ে গিয়েছি।—কিন্তু তিনি কবে আসবেন কিছু জান মা?

ইলা। না—এখনও কিছুই স্থির নেই; তবে শেষ চিঠিতে লিখেছিলেন যে এবার তিনি কলকাতায় এসে স্থায়ী ভাবে থাকবেন।

মিঃ রায়। আচ্ছা,—তাঁর ঠিকানাটা আমায় দিতে পার মা?

ইলা। উপস্থিত ঠিকানা, আমরা কেউ জানি না। যতদিন পাঞ্জাবে প্রফেসারি করতেন ততদিন একটা ঠিকানা ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর চিঠি এল "প্রফেসারিটা ছেড়ে দিলাম, দিদিভাই। দিন কতক দেশ ভ্রমণে বার হচ্ছি—ইচ্ছে আছে

কাবুল, কান্দাহার ও আফগানিস্তানটা ঘুরে দেশে ফিরবো।" চিঠি আমরা নিয়মমত দাদুর কাছ থেকে পাই—কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নেই বলে উত্তর দিতে পারি না।

মিঃ রায়। তা হঠাৎ প্রফেসারিটা ছেড়ে দিলেন কেন, কিছু জানিয়ে ছিলেন মা?

ইলা। না, তেমন কিছু খুলে লেখেন নি। শুধু লিখেছিলেন ৬০ বছর বয়সে মানুষই যখন চিনতে পারলাম না, তখন ছেলেদের মানুষ করবার দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

মিঃ রায়। কিন্তু বিশ্বেশ্বর ত' কথনও ভুল করে না, মা!

ইলা। কা'র কথা আপনি বলছেন? [redacted]।

মিঃ রায়। আমি যার কথা বলছি সে ত' ভুল করতে পারে না—No—never। (উত্তেজিত হইয়া) It is fate আচ্ছা—চলি এখন। (প্রস্থান)

বিনয়। তাইত' ব্যাপারখানা কি? Is he mad or something else?

ইলা। আমি ও বুঝতে পারলাম না [redacted]।

বিনয়। Wait Ila Devi—wait, সময় সব কিছুই বুঝিয়ে দেবে। (স্বগতঃ) কিন্তু মিঃ রায়ের এত বিচলিত হবারই বা—কারণ কি? নিশ্চয় কোন গোপন রহস্য রয়েছে এর ভিতরে।

ইলা। চুপ করে কি ভাবছ' বিনয় দা?

বিনয়। কিছু না; মনটা আমার বিরাট অন্ধকারে ডুব মেরেছিল; খুঁজে দেখছিলাম—উত্তর কিছু পাওয়া যায় কি না!

ইলা। তুমি কি মিঃ রায়ের কথাগুলো নিয়ে রহস্য সুরু করে দিলে ~~বিনয়দা~~?

বিনয়। রহস্য করব' আমি? মিঃ রায়ই আজ আমার কাছে রহস্যময় হয়ে উঠেছেন।

ইলা। মিঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ হয় হঠাৎ, আর সে আলাপের সূত্রপাত তুমিই করে দিয়েছিলে, ~~বিনয়দা~~। মাত্র কয়েক মাস হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ; কিন্তু ঐটুকুতেই বুঝেছি তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও…জ্ঞানী।

বিনয়। কে তা' অস্বীকার করছে? (অন্যমনস্ক ভাবে)

ইলা। আচ্ছা ~~বিনয়দা~~ ওদের সঙ্গে, তোমার কতদিনের পরিচয়?

বিনয়। এই……অল্পদিনেরই হবে।

ইলা। কি ভাবছ' বলত' ~~বিনয়দা~~?

বিনয়। ভাবছি? আমি? কেন বলত'?

ইলা। তা আমি কেমন করে বলব? বারে……

বিনয়। না—না—আমি সে কথা বলছিনা; জিজ্ঞাসা করছিলাম আমি যে ভাবছি এ কথাই বা তোমার মনে হ'ল কেন?

ইলা। যাক্! ও কথা যাক্! আচ্ছা বিনয়দা, শোভার কি হয়েছে বলত'?

বিনয়। (চমকাইয়া ও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া) What do you mean?

ইলা। ওকি! তুমি হঠাৎ অমন চমকে উঠ্ছো কেন ~~বিনয়দা~~? এত উত্তেজিতই বা হচ্ছ কেন? তুমিও রহস্যময় হয়ে উঠলে দেখছি!

বিনয়। (সংযত হইয়া) না-না, উত্তেজিত হব কেন ইলা, হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন করে বসলে তুমি—

(হঠাৎ বাহিরে কার গলা শোনা গেল)

ইলা। বোধ হয় দাদা এসেছে, আমি আসছি বিনয়দা,— (প্রস্থান)

বিনয়। শোভা! শোভা! That girl is making my life miserable; (পায়চারী করিতে করিতে) কে জানত, যে এরকম হবে! মনে করেছিলাম শোভার সঙ্গে আমার আন্তরিকতা আছে জানলে, ইলার হয়ত একটু ঈর্ষা হবে; সেই জন্যই ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম; কিন্তু ফল দেখছি উল্টো দাঁড়াচ্ছে; শেষ পর্য্যন্ত দুকুলই না হারিয়ে বসি! দু নৌকায় পা দিতে নেই একটা কথা আছে; কিন্তু সেটা কি এতদিন বাদে প্রমাণ হয়ে যাবে? Absurd! কি nonsense আমি; now Benoy Chatterjee! This time you are to play a fine game; Be warrior—old boy—নিজের উপর বিশ্বাস হারিও না।

(প্রবেশ করিল সুজয় ও সমর)

সুজয়। Hopeless, rubbish! এই যে বিনয়দা, তুমিও রয়েছ দেখছি; দেখ ~~বিনয়দা~~ সমর is not only hopeless but worthless too.

বিনয়। (সহাস্যে) কি হ'ল সুজয় ভাই? সমর বাবু আবার কি করলেন?

সুজয়। যে অকেজো সে আবার করবে কি বল? আরে! তুই হলি ডাক্তার—ডাক্তারী কর; তা নয়, দেশসেবা,

রাজনীতি এসব কি? যত সব worthless ideas, —hopeless!

বিনয়। (সহাস্যে) আরে! হ'ল কি আগে বল—তবেত' বুঝতে পারব।

সুজয়। হবে আবার কি? দিলাম একটা কেস্—বললাম এখনই দেখে আসবি চল; কিন্তু সে কথা ওঁর কানেই গেল না; টেনে নিয়ে গেল কোন এক আপিসে; সেখানে নাকি Midnapore Flood Reliefএর জন্য একটা Relief Hospital খোলবার তোড়জোড় চলেছে।

বিনয়। হুঁ! হুঁ! তারপর?

সুজয়। তারপর,—তারপর আর কি? সেখানে গিয়ে দেখি আরও একজন worthless বসে আছেন; তিনি নাকি জমিদার। Darjeeling-এ থাকেন—বহু টাকার মালিক; জমিদারী নাকি আছে মেদিনীপুরে। সেখানেই একটা Camp Hospital খুলতে চান; বিনিয়ে বিনিয়ে বল্লেন ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টা—তাই fund অল্প, বেতনও সামান্য; যদি কোনও উদার যুবক এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন, তাহলে আর কিছু না হোক দেশ সেবার কাজ হবে; অবিশ্যি তিনি চেষ্টা করবেন যাতে সরকারী সাহায্যও পাওয়া যায়; উঃ! সে কি বিনিয়ে বিনিয়ে কথা! শুনলাম তিনিও "নাকি রায় সাহেব"—এর পর তিনি "Sir" কিংবা "রায় বাহাদুর"—ব্যস্! তারপর যদি সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় তাহলে আরও মজা! যত সব hopeless পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাবার ইচ্ছে!

বিনয়। (স্বগতঃ) মন্দ কি! সমর বাবুও কিছুদিন যদি বাইরে থাকেন, তাহলে আমারই লাভ ; কারণ সমর বাবুর আদর্শ-বাদটা দিন দিন এ বাড়ীতে বেশ প্রাধান্য লাভ করছে ; প্রয়োজন হ'লে monthly কিছু donation আমিও দেব। যাক! খেলা দেখছি সুরু হব হব ; cheer up old boy…

সুজয়। ওকি! তুমি পায়চারী করছ যে বিনয়দা? কিছু বল ; আচ্ছা—সমর যাবেই বা কেন? সমস্ত দেশটা শ্মশানে পরিণত হয়েছে—মহামারী আরও কত ব্যাধি, তার উপর না আছে মাইনে, —না আছে আর কিছু।

বিনয়। এ তোমার অন্যায় সুজয় ; সুবিধাবাদী হলে ত' দেশ সেবা করা যায় না ; নিঃস্বার্থ ভাবেই দেশ সেবা করতে হয় ; আমিও যদি ডাক্তার হ'তাম, আমিও যেতাম ; কিন্তু নই বলে, আমিও চুপ করে বসে থাকবোনা। সমর বাবু,— আপনার মহৎ উদ্দেশ্যকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মাসে মাসে যথাসাধ্য আমিও কিছু অর্থ সাহায্য করবো।

সমর। আপনার সাথে আমার অতি সামান্য পরিচয় ; আপনারা অর্থবান—আপনারা যদি অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে দেশের অনেক কাজ হতে পারে ; যার যতটুকু ক্ষমতা তাই দিয়ে যদি সাহায্য করে তাহলে অবস্থা বোধ হয় আয়ত্বের বাইরে যাবে না। আপনার মনের এই উদারতাকে আমিও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনা দেখাদেখি আরও ধনী যাঁরা আছেন, তাঁরাও পিছনে পড়ে থাকবে না ; এমনি ধারা দশজনের সাহায্যে লক্ষ জনের উপকার হবে।

বিনয়। নিশ্চয়! নিশ্চয়! কিন্তু সুজয়ের অনুরোধটা আপনার রাখা উচিত ছিল।

সমর। আমি দুঃখিত; কি করব বলুন? সুজয় বল্লে এখুনি যেতে হবে—তার রুগীটিকে দেখতে, অথচ ঠিক সেই সময়ই জমীদারের সঙ্গে আমার appointment হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ যাইনি বলে যে আর যাওয়া হবে না এর ত' কোন মানে নেই, বিনয়বাবু! ফেরবার পথে বল্লাম "চল, তোমার রুগীকে দেখে আসি"—কিন্তু সুজয়ের আর রাগই ভাঙ্গচে না। আচ্ছা! আপনিই বলুন, এমনি ধারা বদমেজাজী লোক নিয়ে পারা যায়?

বিনয়। সুজয়! তোমার রুগীটি কে ভাই? I don't think he is seriously ill?

সুজয়। কে আবার······? শোভা!

বিনয়। শোভা? মিঃ রায়ের·········

সুজয়। হ্যাঁ!

বিনয়। Are you interested in her?

সুজয়। What do you mean by it?

বিনয়। Nothing ill, সুজয় (হঠাৎ উল্লসিত হইয়া)—Nothing ill, my young friend! কথাটা আমি সহজ ও সরল হিসাবেই ব'লেছি।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। চলুন, ছাদের উপর গিয়ে বসি। চমৎকার জ্যোৎস্না বাইরে—ঘরে বসে থেকে কি হবে?

বিনয়। তোমরা চল, আমি যাচ্ছি—আমি officeএ একটা phone করেই যাচ্ছি—just 10 minutes.

(বিনয় ছাড়া সকলের প্রস্থান)

(বিনয় কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে একাকী পায়চারি করিতে লাগিল হঠাৎ উল্লসিত হইয়া) An idea! শোভা and সুজয়! যদি পারি—তাহ'লে whole burden will come on Sujoy! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়—আর আমার বোঝা……? কিন্তু সময় বড় অল্প; তার উপর দাদুর philosophyর তলায় সুজয়ও মানুষ হয়েছে। কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয়না। Any way it is only a clue for the solution; দেখা যাক! একান্তই যদি কিছুই না হয়—অর্থ আছে,—Pan American Airwaysএ চড়ে "Good bye, Bengal" বলে, কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেব সাত সমুদ্র তের নদীর দেশে। হাঃ হাঃ হাঃ! Cheer up Benoy Chatterjee!—You lucky dog—cheer up—ভয়ের কিছুই নেই। (হঠাৎ হাত ঘড়ি দেখিয়া) Already 10 minutes past, যাওয়া যাক, চাঁদের আলোটা এখন আর মন্দ লাগবে না। বিনয় চ্যাটার্জ্জি! তোমার ওপর মাঝে মাঝে আমারই ঈর্ষা হয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম। কাল—সন্ধ্যা।

[মিসেস্ নীলিমা রায় সোফায় বসিয়া একটি বিলাতী Magazine-এর 'পাতা উল্টাইতেছিলেন। বয়স, ২৪ হইতে ৩০ এর মধ্যে যে কোন একটা সংখ্যা হইতে পারে। প্রসাধনের আতিশয্যে নিজেকে তরুণী বলিয়া জাহির করিবার বাসনা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে লুকান থাকে। ড্রয়িং রুমে কয়েকটী সুসজ্জিত সোফা ও টেবিল। দেওয়ালে দুই-তিনখানি Landscape টাঙান, দরজা ও জানালায় blue curtain। সম্মুখে একটি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মিঃ রায়—বয়স ৫০।৬০ হইবে। উপস্থিত তিনি retired life উপভোগ করিতেছেন। Military Department এ অনেকদিন কাজ করার দরুণ Mr. Roy আচার ও ব্যবহারে অনেকটা সাহেবী ধরণের—মেজাজটা ত বটেই। নীলিমা রায়ের বাড়ীতে আরও দুটী মেয়ে থাকে ; পরিচয় নাকি—তারা মিসেস্ রায়ের ভাইঝি।]

মিঃ রায়। বাতের ব্যথাটা আবার দুদিন থেকে বেড়েছে ; শীত সবে মাত্র পড়তে সুরু করেছে—সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটাও বাড়তে আরম্ভ করেছে। Rheumatism এর bacilli গুলো কি শীতের গন্ধ পায়, নীলু ?

নীলিমা। শুধু শীতের দোষ দিচ্ছ কেন ? Alcoholটা তোমায় কতদিন থেকে ছাড়তে বলছি, কিন্তু তা তুমি কানেই শুনবে না।

মিঃ রায়। একে বাতে প্রায় পঙ্গু, এরপর যদি alcohol ছেড়ে দিই—তাহলে বোধ হয় বেশী দিন বাঁচতে হবেনা। তুমিত' জান না, কত বেশী drink করতাম—এখন ত' তার একাংশও করিনা।

নীলিমা। কিন্তু ডাঃ ঘোষ বলছিলেন যে alcoholটা ছেড়ে দিলেই ভাল হয় ; কারণ alcohol খেলে মাংস খাওয়া দরকার—কিন্তু ও দুটো জিনিষই rheumatismএর পক্ষে বিষ !

মিঃ রায়। (উচ্চ হাস্য) হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ভুল বলেছেন ডাঃ ঘোষ ! তা যদি হ'ত তাহলে সাহেবগুলো worldএর three fourth শাসন না করে, মদ মাংস খাওয়ার দরুণ বাতে পঙ্গু হয়ে, নিরীহ বেতো ঘোড়ার মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারের ছোট্ট একটি দ্বীপে ঘুট ঘুট করে বেড়াত (আর কলাইএর ডাল আর শাক চচ্চড়ী খেয়ে বাঙ্গালী দুনিয়া শাসন করত। Wine, woman and meat-ই হ'ল বেঁচে থাকবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ) যে জাত এ খায়না তারা ত' মরে আছে, নীলু !

নীলিমা। কেন, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ; এঁরা ত' কেউই মদ মাংস খেতেন না—এঁদের মত কেউ কি বেঁচে ছিল—না বাঁচতে পারে ?

মিঃ রায়। (উত্তেজিতভাবে) Please shut up, নীলিমা দেবী, (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ কিংবা মহাত্মা গান্ধীর নাম—ওমুখে আর ক'রনা। ছদ্মবেশটা অপরের কাছে দেখিও—but not to me. I know what you are.

নীলিমা। (উত্তেজিতভাবে) কি জান তুমি, আমার বিষয় ? বল, কি জান ?

মিঃ রায়। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) অন্ততঃ এইটুকু জানি যে তোমার আমার মত লোকের মুখে ঐ সব মহাপুরুষদের নাম পর্য্যন্ত আনা উচিত নয়—(তাঁদের সঙ্গে তুলনা করা ত' দূরের কথা ; তাঁদের তুমি আজ পর্য্যন্ত চিন্তেও পারনি। তা যদি পারতে, তাহলে সামান্য মানুষের সঙ্গে তাঁদের তুলনা

করতে না।) সময় আর সুযোগ বুঝে তোমরা ৫
পাখীর মত তাঁদের নামগুলো আউড়ে যাও ; কিন্তু একবারও ভেবে দেখনা—যে তাঁরা মানুষ ছিলেন না,—(they were superman—superman, my darling ! ওদের শুধু অনুভব করতে হয়—আলোচনা করতে নেই ; কারণ যাঁরা অনুভূতিরও বাইরে, তাঁদের নিয়ে আলোচনা করা বাতুলতা। তুমি, আমি বা দোষ গুণে ভরা শতকরা নিরানব্বই জন মাটির মানুষকে জানতে হলে, আলোচনা করে জানা যায় ;—কিন্তু ওঁদের মত মহাপুরুষকে জানতে হলে,—চাই অন্তরের অনুভূতি ! তাইত' আমি উদ্দেশ্যেই প্রণাম জানাই—নাম পর্য্যন্ত করতে সাহস হয়না) তোমরা আমার চেয়ে এত বেশী moral wreck, প্রণাম ত' করই না, সুবিধা মত তাঁদের নাম উচ্চারণ করে তাঁদের অপমানই কর শুধু।

(বাহিরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল)

মিঃ রায়। Who is there ? Come in······

(সাহেবী পরিচ্ছদে প্রবেশ করিল বিনয় চ্যাটার্জ্জি ; ঘরে ঢুকিয়া মাথার টুপি তুলিয়া বিলাতি কায়দায় উভয়কে অভিবাদন করিয়া একটি সোফায় উপবেশন করিল ।)

বিনয়। Good evening, Mr. Roy ; Good evening, Mrs. Roy (মিঃ রায় ও মিসেস্ রায় উভয়েই প্রত্যুত্তর দিলেন।)

মিঃ রায়। তারপর, মিঃ চ্যাটার্জ্জি, You are late to-day. আমি আর নীলিমা আপনারই পথ চেয়ে এতক্ষণ ব'সে আছি। (স্বগতঃ) "কত কাল যে বসে আছি পথ চেয়ে আর কাল গুণে,—দেখা পেলাম ফাল্গুনে।")

বিনয়। So kind of you. তারপর আপনার পায়ের ব্যথাটা

কেমন বলুন। Liniment মালিশ করে কোন উপকার পাচ্ছেন ?

নীলিমা। না, বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছে না, মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আমার ত' ভয়ানক ভয় হচ্ছে! (কৃত্রিম সুরে)—এই বয়সেই যদি পঙ্গু হয়ে পড়েন। তাহলে……

মিঃ রায়। ভুল বললে, নীলিমা! বয়সটা যা হয়েছে সেটা পঙ্গু হবার পক্ষে অনুপযুক্ত নয়,—তবে মনটা এখনও পঙ্গু হতে চাইছে না—এই যা বিপদ। তবে হ্যাঁ, শরীরটা আমার বেশ মজবুতই ছিল—কিন্তু বাত ব্যাধি এসে কিছু কাবু করে ফেলেছে।

বিনয়। না, না! আপনার বয়স আর এমন কি বেশী!

মিঃ রায়। (উচ্চ হাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ! আপনি আমায় হাঁসালেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি! একটা বয়স থাকে যখন নিজের বয়সটা অন্যের মুখে কম শুনলে আনন্দই হয়—কিন্তু উপস্থিত আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি—সেখানে দাঁড়িয়ে ওকথা শুনলে আনন্দও হয় না—রাগও হয়না!

বিনয়। না, না! You still look very healthy—অবিশ্যি ব্যথার জন্যে চলা ফেরায় সামান্য যা একটু rigidity এসেছে।

মিঃ রায়। বাইরেটা দেখেই আপনি বিচার করলেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জি! কিন্তু এ বয়সে ঘুন ধরা শুরু হয় ভেতর থেকে। অতএব বাইরেটা দেখে সব কিছু বিচার করবেন না।

নীলিমা। ওটা তোমার মনের ভুল! (কৃত্রিম স্বরে) তুমি ভেবে ভেবে নিজের শরীরটাকে আরও খারাপ করছ! বাত কি কারুর হয় না? হয়েছে,—সেরে যাবে।

বিনয়। ঠিকই বলেছেন, মিসেস্ রায়। ঔষধপত্র খান, একটু সাবধানে থাকুন, নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন।

মিঃ রায়। বাত হয়ত' ভাল হলেও হতে পারে, অবিশ্যি নিশ্চয়তাও কিছু নেই! তবে বার্দ্ধক্য যে সারবে না, একথা আমি যেমন জানি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আর তুমি ও ঠিক তেমনই জান, নীলিমা। (এর জন্য দুঃখ করার কিছুই নেই! আর ভেবে ভেবে নিজের শরীর খারাপ করছি কথাটা যে তুমি বললে নীলিমা, সেটা তোমারই মনের ভুল। কারণ এতখানি দুর্ব্বলতা আমার এখনও আসেনি। তাই আমি কি চাই জান? মরণ যখন মানুষের সুনিশ্চিত পরিণাম তখন সেটা যে ভাবেই আসুক না কেন, তাকে স্বীকার করে নেবার মত সাহসও সকলের থাকা উচিত।) তাই আমি চাই, দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে, রোগের যন্ত্রণায়, অসহায়ের মত অপরের কৃপার পাত্র না হযে, এক নিমেষেই যদি শেষ হয়ে যেতে পারি।

নীলিমা। আজ তুমি অকল্যাণের কথা ছাড়া কি কিছু বলবেনা?

মিঃ রায়। মৃত্যু ত' অকল্যাণ নয়, নীলিমা! বিশেষতঃ আমাদের মত মানুষের কাছে। (আমরা পৃথিবীতে এসে কল্যাণ কিছুই করিনি, উল্টে করেছি শত সহস্র অকল্যাণ। তাই আমরা যত শীঘ্র শেষ হয়ে যাই, ততই ভাল। অনেক অকল্যাণ কমে যাবে। তাইত' আমার মনে হয় মৃত্যুই বিশ্বের একমাত্র শাশ্বত; যা প্রতি নিয়তই অকল্যাণের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।)

বিনয়। আমি আপনার কথা মানতে পারলাম না, মিঃ রায়,—

মিঃ রায়। ওটা আপনার বয়সের ধর্ম্ম। ও বয়সে সব কিছু সোজাভাবে মেনে না নিয়ে, অস্বীকার করাটাই যে ধর্ম্ম, মিঃ চ্যাটার্জ্জি।

বিনয়। না, মিঃ রায়! মৃত্যু যদি আমাদের মত অকল্যাণদের নিয়েই বিশ্বের অকল্যাণের বোঝা কমিয়ে দিত, তাহলে জানতাম যে তার একটা definite উচ্চ আদর্শ আছে; কিন্তু তা ত' সে করেনা। দেশের কত বড় বড় সাধু, সন্ন্যাসীও অকালে মৃত্যুর কবলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এমনও হতে পারে, কিছুদিন যদি তাঁরা বাঁচতেন, তাহলে দেশের ও দশের কত উপকার হ'ত!

মিঃ রায়। কিছুই হ'তনা, মিঃ চ্যাটার্জ্জি! আজ তাঁরা মরে গেছেন বলেই বলছেন—"আরও কিছুদিন যদি বাঁচতেন।" কিন্তু যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন আমরা কেউই তাঁদের পানে চাইনি—তাঁরা যা বলেছেন তার কিছুই করিনি। আর এখন যেহেতু তাঁরা নেই, সেইজন্য আমরা অনুশোচনা করছি।

বিনয়। মানছি, আমরা কিছুই করিনি, দেশের জন্য বা দশের জন্য তাঁরা যা করে গেছেন তার কিছুও আমরা অনুসরণ করতে পারিনি। কিন্তু আজ যে আমরা অনুশোচনা করছি এতে কি আমাদের কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না, মিঃ রায়?

মিঃ রায়। অনুশোচনাটা যেখানে নিছক বিলাস নয়—সেইখানেই প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব, মিঃ চ্যাটার্জ্জি! অনুশোচনা যদি সত্যই আমাদের কোনদিন জাগে তখন আবার দেখবেন,—বুদ্ধদেব জন্মেছেন, শ্রীচৈতন্য জন্মেছেন, রামকৃষ্ণ জন্মেছেন। কিন্তু অনুশোচনাটা এখন আমাদের বিলাস আর অভিনয় ছাড়া

আর কিছুই নয়; তাই আমাদেরই পাপে যে কয়জন মহাপুরুষ এখনও বর্ত্তমান আছেন—তাঁরাও হয়ত' বেশীদিন আর থাকবেন না। আচ্ছা! এখন উঠি, মিঃ চ্যাটার্জ্জি! ও ঘরে গিয়ে পাটায় খানিকটা liniment মালিশ করাই। আপনারা বসুন! Good night.

(ধীরে ধীরে লাঠি লইয়া মিঃ রায় অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।)

বিনয়। কি, আপনি যে একেবারে চুপ হয়ে গেলেন, মিসেস্ রায়—ব্যাপার কি?

নীলিমা। আপনারা যে রকম ~~আধ্যাত্মিক~~ আলোচনা সুরু করলেন, তাতে চুপচাপ্ বসে থাকা ছাড়া আর কি করতে পারি, বলুন?

বিনয়। আপনার মত আধুনিকা মেয়ে বসে থেকে যে এতক্ষণ এই সব আলোচনা শুনেছেন, এইটাই যথেষ্ট ধৈর্য্যের কথা। অন্য কেউ হলে হয় উঠে চলে যেত—কিংবা গেরুয়া পরে রাস্তায় বার হয়ে পড়ত।

নীলিমা। অতএব এতে কি প্রমাণ হচ্ছে, মিঃ চ্যাটার্জ্জি?

বিনয়। প্রমাণ হচ্ছে যে আপনার নার্ভগুলো sufficiently strong enough to accomodate itself into any condition. যাক্, শোভা কোথায়? আজ ত' তাকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না!

নীলিমা। শোভার nerveগুলো তার মাসীমার nerveগুলোর মত sufficiently strong নয় বলেই, সে এ ঘরে বোধ হয় ঢুকতে সাহস করেনি। কিন্তু শোভার সম্বন্ধে আপনি কি করতে চান, সেই কথাই আজ আমি জানতে চাই।

বিনয়। মানে—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? যা হোক্ করা যাবে কিছু।

নীলিমা। যা হোক্ কিছু করা যাবে! Don't wash your hands clean out of it. নিজে ভালমানুষ সাজবেন না, মিঃ চ্যাটার্জ্জি! এ বিপদে আপনি যদি এমন করেন, তাহলে আমি সাহস পাই কোথা থেকে? আপনিই দোষী, মিঃ চ্যাটার্জ্জি—অস্বীকার করেন?

বিনয়। প্রমাণ ত' কিছু নেই মিসেস্ রায়—আছে কি?

নীলিমা। এই আপনার শেষ উত্তর?

বিনয়। কি, ভয় দেখাচ্ছেন, মিসেস্ রায়? ভয় দেখিয়ে কোন কাজ হবে না; কারণ যে পরিচয় নিয়ে আপনি এ বাড়ীতে বাস ক'রছেন; সেটা যে কতখানি মিথ্যে তা লোকে না জানুক, আমি জানি। সেই পরিচয়টুকু যদি আমি লোকের কাছে প্রকাশ করে দিই, তাহলে লোকে আপনার কথা কিছুই বিশ্বাস করবে না। অতএব ভয় দেখিয়ে আমায় ফাঁদে ফেলতে চাইবেন না,—পারবেন না।

নীলিমা। ওঃ! আপনি এত অমানুষ তা আমি জানতাম না।

বিনয়। মিছে কাঁদবেন না, মিসেস্ রায়! সাহায্য আপনাকে আমি করব—with man and money; আর যা কিছু বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন, তাও আমি করে দেব; তারপর যেটুকু risk সেটুকু আপনাকেও share করতে হবে। দোষটা আমার একার নয়!

নীলিমা। ওঃ! ধন্যবাদ! আমায় ক্ষমা করবেন; আমার মনের অবস্থাটা ভাল নেই বলে, একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়েছি।

বিনয়। এই সময়েই ত' ধৈর্য্যের বেশী প্রয়োজন। কিন্তু (স্বগতঃ) মনটা যে সময় সময় এমন বেয়াড়া রকম নরম কেন হয় কে জানে! ~~কোথায় গেল Pan American Airways?~~ Benoy Chatterjee—you devil—হাঃ—হাঃ—হাঃ!

(ঠিক পরমুহূর্ত্তে প্রবেশ করিল রেবা—বয়স ১৭।১৮, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং।)

রেবা। Good evening, Benoyদা—কখন এলে? হাঁসির চোটে যে পৃথিবী কাঁপছে। মনে হচ্ছে হাঁসির বারুদখানায় হঠাৎ যেন আগুন ধরে গেছে।

বিনয়। এসেছি অনেকক্ষণ—কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

রেবা। সিনেমায়। Oh! What a beautiful film, বিনয়দা!

বিনয়। কি ছবি দেখলে শুনি; প্রশংসায় ত' পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ।

রেবা। "The man I love"—Oh! What a beautiful picture, ~~বিনয়দা~~, You have missed it.

বিনয়। The same old story; একজন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালবেসে, অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়ে, তবে তাকে লাভ করল, এই ত?

রেবা। মোটেই তা নয়, বিনয়দা! যাকে সে পেল তাকে সে পেল হঠাৎ পথ চলতে চলতে; পেয়েই তার মনে হ'ল, সেই তার উপযুক্ত ভালবাসার লোক। তারপর বিয়েও হয়ে গেল—ঘরও করল কয়েক বছর;—কিন্তু তারপর সেই মেয়েটাই আবিষ্কার করে ফেলল,—সে যাকে ভালবেসেছে বলে এই কয়েকটা বছর ধরে মনে করেছে, সেটা ঠিক

ভালবাসা নয়—ভাল লাগা মাত্র। তাই সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে নানান্ কারণ দেখিয়ে divorce-এর নালিশ করল ;—তারপর আবার অন্য একজনকে বিয়ে করে, ঘর সংসার করতে লাগল।

নীলিমা। তা সিনেমায় গিয়েছিলি ত' এমন চেহারা হয়েছে কেন তোর? চুলগুলো উস্কো খুস্কো, চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে।

রেবা। আর বোলো না, মাসীমা—যা হাওয়া বাইরে—তার উপর শচীনদার কি সখ হ'ল, খোলা মটরে আসবে।

নীলিমা। এই শীতে খোলা মটরে এলি কিরে? অসুখ করবে যে!

রেবা। কোথায় শীত, মাসীমা? আমার ত' ঘাম বেরুচ্ছে—যাই আমি কাপড় জামাগুলো বদলে আসি।

(প্রস্থান)

বিনয়। সত্যি কথাই বলে গেল রেবা। আমাদের কাছে এখন যদি শীত এসে থাকে, তাহলে ওদের কাছে বসন্ত আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শচীনদাটী আবার কে?

নীলিমা। বাড়ীওয়ালার ছেলে—নূতন এসেছে—হোষ্টেলে থাকত'—রেবার কলেজের বন্ধু। আমি আসছি এখুনি—মিঃ রায়ের খাবার দিয়ে আসতে বলি। (প্রস্থান)

বিনয়। এখানেও দেখছি নূতন শচীনদা এসে উপস্থিত! আশ্চর্য্য!

(নীলিমার প্রবেশ)

নীলিমা। কি ভাবছেন এত?

বিনয়। না, কিছু নয়। ভাবছিলাম রেবা যে filmটা দেখে এল, তারই কথা।

নীলিমা। তা এতে আর ভাবনার কি আছে ? চলুন না কাল আমি আর আপনি ছয়টার "শোতে" দেখে আসি।

(রেবার প্রবেশ)

রেবা। You are hopelessly disappointed, মাসীমা! কারণ আজই last show ছিল।—কাল আর সে ছবি হবেনা।

বিনয়। (প্রায় স্বগতঃ) Really disappointed! But this is only a start—(জনান্তে) Good night.

(র‍্যাক্ হইতে টুপিটি লইয়া বিনয় ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল)

ধীরে ধীরে পট পরিবর্ত্তন হইল।

তৃতীয় দৃশ্য

ইলাদের সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম্। কাল—সকাল।

[সুজয় অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছিল ও মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে "hopeless, hopeless" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল—এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল, বিনয়।]

সুজয়। Hopeless, hopelessly hopeless!

বিনয়। আজকে আবার মাথা খারাপ হ'ল কেন ?

সুজয়। মানে ? পাঁজীতে কি আজ মাথা খারাপ করা বারণ লেখা আছে ? মাঝে মাঝে বেশ কথা বল, বিনয় দা!

বিনয়। না, না। তা বলছি না। বলছিলাম হঠাৎ সকাল বেলাতেই এমন কি হ'ল যে মাথা খারাপ করতেই হবে ?

সুজয়। মানে ? মাথা খারাপ সকালে করবনা, সন্ধ্যেয় করবনা,

দুপুরে করবনা, তবে করব কখন বলতে পার? যতসব,—একটু ভেবেও কথা বল না, বিনয়দা? সকালে রাগ করলে বলবে করতে নেই, সন্ধ্যে বা দুপুরেও ঠিক ঐ একই বুলি ছাড়বে। মানুষ কি সন্ধিক্ষণ বা মাহেন্দ্রক্ষণ দেখে মাথা খারাপ করবে?

বিনয়। যাক্। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম কারণটা কি?—

সুজয়। কারণটা? শুনে কি কর্ব্বে, বিনয়দা? কিছু করতে পারবে?

বিনয়। আচ্ছা! বলেই দেখনা—চেষ্টা করে দেখব।

সুজয়। থাক্, বিনয়দা, থাক। "চেষ্টা করে দেখব", বেশ মজার কথা শোনালে যা হোক; আমি যেন চেষ্টাই করিনি—হুঁ—যতসব,—

বিনয়। তাহলে আর কি বলব বল। অন্ততঃ বন্ধু হিসাবেও যদি বলতে······

সুজয়। থাক—থাক, বিনয়দা, আর জ্বালিওনা। বন্ধু! এ দুনিয়ায় কেউ কারুরই বন্ধু নয়।

বিনয়। সমর বাবুও নয়?

সুজয়। তার নাম তুমি আর ক'র না, বিনয়দা। He is a hopleless creature, a complete vagabond... and···what not? He is not worthy of a friend.

বিনয়। ওঃ!—এতক্ষণে বুঝলাম রাগটা তোমার সমর বাবুর ওপরেই নয় কি? ফুঃ!

সুজয়। কি, অমন ফুঃ করে দিয়ে সমরকে তুমি অবজ্ঞা করছ যে বিনয়দা? সমর একটা নির্দ্দিষ্ট principal নিয়ে চলে। সেটা অপরের ভাল লাগল, কি খারাপ লাগল ভেবে সে কখন

আদর্শচ্যুত হয়না। তার ওপর আমারও মাঝে মাঝে রাগ হয়; কিন্তু তাই বলে আমি তাকে অবজ্ঞা করিনা এবং অন্য কেউ যদি করে তাহলে সেটাও আমি বরদাস্ত করব না।

বিনয়। আচ্ছা সুজয়! তুমি কী ভাব যে সমরবাবু ছাড়া পৃথিবীতে আদর্শবাদী পুরুষ আর কেউ নেই ?

সুজয়। তা কেন মনে করব ? কিন্তু সমর যে কারুর অবজ্ঞার পাত্র নয় একথাও আমার সব কথার আগে মনে থাকে।

বিনয়। যাক্। ক্ষমা কর ভাই সুজয়, আমি অবজ্ঞা ত করিনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, সামান্য কারণে যদি মাথা খারাপ করতে হয়—তাহলে পৃথিবীতে বাস করাই চলে না। জীবনে কত বাধা, কত বিপত্তি আসে ; ছোট খাটো এই সব ব্যাপারে যদি এত মাথা খারাপ কর, তাহলে সেগুলোর সামনে দাঁড়াবে কি করে ?

সুজয়। ক'দিন থেকে তোমার কি হয়েছে বলত, বিনয়দা ? আজ কাল তোমার মুখে খুব উঁচু দরের কথা শুনি—you have been changed overnight.

বিনয়। কেন, আগে কি আমি নিচু দরের কথা বলতাম, সুজয় ?

সুজয়। না-না, তা নয়, আগে সোজা কথাটা সোজা ভাবেই বলতে—এখন বল বাঁকা করে।

বিনয়। তাহলে বোধ হয় তোমাদের কাছেই শিখেছি।

সুজয়। আচ্ছা, মেনে নিলাম বিনয়দা, আমাদের কাছেই শিখেছ ; কিন্তু তোতা পাখীর মত শেখা বুলিই বা কেন আওড়াবে ? বেশত ছিল তোমার নিজস্ব ভাবা ; রূপান্তর কেন ?

বিনয়। রূপান্তর! তুমি কি দেখতে পাওনা সুজয়, যে পৃথিবীতে এই খেলাই চলেছে প্রতি পলে পলে।

সুজয়। তাই ত' চেনা যায় না, বিনয়দা—পদে পদে চিনতে ভুল হয়।

বিনয়। কেন সুজয়? গ্রীষ্মের পর বর্ষা, তারপর শরৎ, পরে আসে হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এগুলোও ত' রূপান্তর। কই চিনতে কি ভুল হয়, সুজয়?

সুজয়। তুমি ভুল বললে, বিনয়দা! গ্রীষ্মের শেষে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বা বসন্ত রূপান্তরিত হয়ে আসেনা—আসে নিজস্ব রূপ নিয়ে; তাই তাদের চিনতে একটুও ভুল হয় না। বর্ষার ঘন মেঘের বুকে যখন বিদ্যুৎ চমকে উঠে—নামে যখন অজস্র বারিধারা, তখনও তাকে চিনতে ভুল হয় না, বিনয়দা। কারণ ওটা হ'ল তার নিজস্ব রূপ। শীতের হাওয়া লেগে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে, বসন্তে আবার যখন গজিয়ে ওঠে নূতন পাতা, শোনা যায় কোকিলের গান, তখন ত' ভুল হয়না বিনয়দা, চিনতে! শরতের দুকুল ভরা, শান্ত নদীর ধারে যখন কাশফুলের সমারোহ—দিকে দিকে যখন মায়ের আগমনী গান, তখন কি ভুল হয় শরৎ আসেনি বলে? হতে পারে না; রূপ সত্য। ভুল হয় তখনই যখন গ্রীষ্মশেষে আকাশে এক ফোঁটা মেঘও দেখা দিলনা, ঝরেও পড়লোনা পিপাসিত ধরণীর বুকে অজস্র বারি ধারা, শোনা গেলনা আকাশের বুক চিরে মহাকালের প্রলয় ডম্বরু—তখনই চিনতে ভুল হয় এ কি বর্ষাকাল! রূপ থেকে রূপান্তরিত হলে এমনই হয়, বিনয়দা; ভুল হয় প্রতি পদে।

বিনয়। কিন্তু মানুষ? সব মানুষই কি এক? রূপই যদি সত্য হয় তাহলে মানুষ চিনতে ভুল হয় কেন, সুজয়? সব মানুষেরই ত একই রূপ।

সুজয়। তুমি ভুল বল্লে, বিনয়দা! আকৃতিটা রূপ নয়। রূপ সূক্ষ্ম, আকৃতিটা হোল স্থূল! সূক্ষ্ম বলেই মানুষ চিনতে পদে পদে ভুল হয় বিনয়দা! তাছাড়া man is a mixture of so many conflicts under various circumstances, environment and heridity. কিন্তু এক জায়গার সব মানুষই এক—অন্তরে,—যাকে আমরা আত্মা বলি। মানুষের বাইরেটা রূপান্তরিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয়, এমনকি মৃত্যুর পর তার চিহ্নও থাকেনা; কিন্তু আত্মা,—অবিনশ্বর—Static. সেই জন্যই কবি বলেছেন "সবার উপরে মানুষ সত্য"—সে ঐ আত্মা আর মনুষ্যত্বকে উপলক্ষ্য করেই বলেছেন। মানুষের বাইরেটা আবরণ মাত্র—ever changing—আজ শিশুর নমনীয়তা, দুদিন বাদে সে পায় কৈশোরের কমনীয়তা, পরে সে হয় বলশালী প্রদীপ্ত যুবক; তারপর আছে বার্দ্ধক্য ও জরা—তারপর আর কিছুই থাকেনা। কিন্তু আত্মা চিরকালই অম্লান-পারিজাতের মত। সে চির জাগ্রত—অমর! একটী শিশুকে সামনে রেখে তুমি আর একজনের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার কর—দেখবে সে কেঁদে উঠেছে; তুমি বলবে ভয়ে—আমি বলব—না! শিশু আগুনে হাত দিতে ভয় পায়না। সে কেন ভয় পাবে? কাঁদে কেন জান, বিনয়দা? তার আত্মা কষ্ট পায় বলে।

বিনয়। প্রমাণ দিতে পার ?

সুজয়। প্রমাণ কি সব জিনিষের দেওয়া যায়, বিনয়দা ? মানুষের অন্তর বলে একটা জিনিষ আছে—সেটা কোথায় আছে জান—? যারা প্রমাণ ছাড়া কিছুই বিশ্বাস করেনা, তাদের জিজ্ঞাসা করো ত' মানুষের অন্তর কোথায় থাকে ! সঠিক উত্তর তুমি পাবেনা ; কিন্তু অস্বীকারও কর্বে না যে অন্তর বলে কিছু নেই। অন্তর জিনিষটা তোমাদের heartও নয়—brainও নয়।

(এমন সময় সমর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)

সমর। কিহে ! heart আর brain নিয়ে কি তর্ক সুরু করেছ, সুজয় ? তুমি হলে কবি—কবিরাজীতে মাথা ঢোকাচ্ছ কেন ?

সুজয়। কেন, heart আর brainটা কি তোমাদেরই একচেটিয়া নাকি সমর ?

বিনয়। না, না—তা নয় ; কিন্তু কবিকে কবিরাজী করতে দেখলে একটু চমকে উঠতে হয়—আপনি কি বলেন, বিনয়বাবু ?

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। কাউকে কিছু বলতে হবেনা - আমি বলে দিচ্ছি। দাদা যখন শান্ত, তখন কবি—কিন্তু রাগলেই হয় নিজে কবিরাজ কিংবা কপিরাজ—"ভ্রমে যেন কুসুম কাননে।"

(সকলেই হাসিয়া উঠিল)

সুজয়। হুঁ ! যত সব—hopeless ! বলি, এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায় বলত' ? এতক্ষণ এ ঘরে বসে আছি, এক কাপ চাও পাঠাতে পারলে না ? কিছুই পারনা, তোমরা

আজকালকার মেয়েরা; শুধু বাহার করে কাপড় জামা পরে—মুখে লাল নীল রং মেখে, সং সেজে বেড়াতেই জান! কাজের চেয়ে কথা বল বেশী। দূর! দূর! জান সময়, ঘেন্না ধরে গেছে এদের কাণ্ড কারখানা দেখে! Rubbish!

ইলা। তাহলে উপস্থিত আমায় কি করতে হবে দাদা?

সুজয়। কি করতে হবে? সবচেয়ে সোজা কাজ—ভালকরে তিনকাপ চা করে আনতে হ'বে—তারপর অন্য কথা। হুঁঃ! যতসব—

(ইলার প্রস্থান)

বিনয়। সুজয় যে কবি, এ কথা ত আমি জানতাম না।

সুজয়। থাক্! তোমার আর জানতে হবে না, বিনয়দা! তোমার কাছে কবিও যা কবিরাজও তাই; কবিতার ধার ঘেঁসেও তুমি চলনা।

বিনয়। আমার সম্বন্ধে এ কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, সুজয়। যারা নিজের মনের মধ্যে মিল খুঁজে পেলনা, তারা ছন্দ মেলাবে কেমন করে? কবি হবে শান্ত, সমাহিত। বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাত তাদের অন্তর যখন চঞ্চল করে তোলে তখন "ভাষা এসে রূপ পায় লেখনীর মুখে।" বিক্ষুব্ধ অন্তর মথিত করে কবিহৃদয় যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন লেখনীর মুখে যে বজ্র ধ্বনিত হয়ে ওঠে; তার প্রতিক্রিয়া Atom বোমার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অথচ বাইরের খোলসটা দেখলে বোঝা যাবে না ঐ শান্ত, ভদ্র খোলসটার ভেতর এত তেজ লুকান ছিল। তাইত' বলছি সুজয়, তুমি যা চঞ্চল, তাতে কবি হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব

সুজয়। কি আশ্চর্য্য! আমি কি বলেছি, বিনয়দা—[illegible] কবি'?

সমর। কিন্তু সুজয় কবিতা লেখে, শুনিয়ে দাও তো সুজয়, [illegible] কবিতাটা তোমার—(সুর করিয়া)

"মুখখানি তুমি করেছ মুখোস্
রুজ আর লিপ্‌ষ্টিকে,
আঁকিয়াছ ভুরু যেন বাঁকা ধনু
মরি মরি আধুনিকে! *
ব'সে যাওয়া চোখ ঢেকেছ বসিয়া
সুর্মা তুলির টানে,
মনে হয় যেন বিশ্বের রূপ,
নেই আর কোনখানে,
যত প্যাঁচ ছিল শেষ করি সব
পেঁচিয়ে পরেছ সাড়ী,
পথে পথে আজ তায় দেখি হায়
ছাগলে নাড়িছে দাড়ী।"

* বাকীটা আর মনে নেই বিনয়বাবু—

বিনয়। ফুঃ! ও আবার একটা কবিতা হল! সুজয়ের [in]feriority complex!

সমর। না, না, অমন কথা বলবেন না, বিনয়বাবু! সুজয়ের infe[illegible]rity complex বলে কিছু নেই। ও শিশুর মত [illegible] তাই ওর চঞ্চলতা এত ভাল লাগে। সেখানে ম[illegible] কিছু নেই। Inferiority complexএর কথা ত উ[illegible] পাবে না। তাছাড়া inferiority complex,

perversion, passion, ঐ ধরণের কথাগুলোর সঠিক কোনও অর্থই নেই !

বিনয়। বলেন কি সমরবাবু! কোন অর্থই নেই ? যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা যে কত বিদ্বান তা আপনার অজানা নেই।

সমর। তাঁরা বিদ্বান্ হতে পারেন—কিন্তু জ্ঞানী নন। জ্ঞানই হল সত্য, আর বিদ্যা হল সেই সত্যকে জানবার পাথেয়। আমার কি মনে হয় জানেন, বিনয় বাবু! মনে হয় inferiority complex, sex perversion, বা ঐ ধরণের কথাগুলো হচ্ছে dilema or offshoots in the head of experimental workers in search for truth. সত্যকে জানবার জন্য সত্যান্বেষী মনে এগুলো dilema, puzzle বা offshoots হিসাবেই এসে দাঁড়িয়েছে। সত্য হচ্ছে static—অচল, অনড় ; সত্যকে সুবিধামত একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা যায় না ; কিন্তু আপনার ঐ sex perversion, passion, inferiority complex যেখানে ইচ্ছে লাগিয়ে দিতে পারা যায়। ওগুলো যদি সত্য হত তাহলে সুবিধামত সেগুলোকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রযোগ করা যেত না। কথাগুলো ঠিক স্রোতের শেওলার মত ভেসে বেড়াচ্ছে—এখনও দানা বাঁধেনি ;—তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসিয়ে দিন, খাপ খেয়ে যাবে—সত্য কিন্তু সুবিধাবাদী বা সচল পদার্থ নয়, সে যেখানে আছে সেইখানেই চিরকাল থাকবে। তাছাড়া ও দেশের কয়েকটা মত বড় স্থূল ধর্ম্মী,—তাই মানতে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় না।

ওরা মাতৃস্নেহটাকেও sexএ এনে ফেলেছে ; শুধু তাই নয় মাতৃস্নেহকে ওরা passionএর আর একদিক বলে জেনেছে। এ কথা মানা ত' দূরের কথা,—ভাবতেও ঘৃণা হয়। Compassion কথাটাও মনে পড়ল না ওদের ? যে মাতৃস্নেহকে আমরা দেবতার চেয়ে পবিত্র বলে মনে করি এখনও যে দেশ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলে পূজা করে তাদের কাছে এগুলো শুধু অর্থহীন নয়,—ঘৃণ্য !···

(কখন ইলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া চুপ করিয়া সমরের কথা শুনিতেছিল, কেহই টের পায় নাই)

ইলা। চমৎকার ! অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আপনার অনুভূতি। চমৎকার আপনাব অনুশীলন ! আপনার বিদ্যা আর জ্ঞানকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সমর। না, না, আমার বিদ্যা আর জ্ঞানকে অত বড় করে দেখবেন না। কতটুকুই বা শিখেছি ; কতটুকুই বা জানি, ইলা দেবী ? অসংখ্য অভাব অনটনেব মধ্যে মানুষ হযেছি, সচ্ছলতা বা সহায কিছুই ছিল না ; কোন রকমে বহু কষ্টে আমি পড়াশুনা করে গেছি ; হঠাৎ বাবা গেলেন মাবা, মা মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন আগেই। (অবস্থা চবমে দাঁড়াল, ইলা দেবী। দেশে যা সম্পত্তি ছিল তা বেচে দিয়ে যা পেলাম তাতে বছব দুইযের কলেজের মাহিনা বা বই-পত্তব কেনা যায়—কিন্তু খাওয়া—থাকা—পরা ?) উঃ ! সেকি সংগ্রাম ! খাওয়া জুটতো না। গরীব জেনে অনেকের কাছে শুধু অপাংক্তেয় হয়ে গেলাম না, অবজ্ঞার বস্তুও হয়ে দাঁড়ালাম ; তাই নিজেকে দূরে দূরে সরিয়ে

রাখতাম ; ভাল করে মিশতে পারিনি ; শুধু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি ; তাতে যদি কিছু শিক্ষা হয়ে থাকে, সেইটুকুই হয়েছে—বেশী কিছু নয় !

বিনয়। বড় sad story আপনার জীবনী !

সমর। না, না,—অনুকম্পা দেখাবেন না, বিনয় বাবু। (আমি অনুকম্পা বা সহানুভূতি পাবার আশায় কিছু বলিনি ; অনুকম্পার চেয়ে অনাহারকে আমি শ্রেয় বলে বেছে নিয়েছি, তাই আজ পর্য্যন্ত আমি কারুর কাছেই হাত পাতিনি।) দারিদ্র্য আমার কাছে কষ্টের কারণ হয়ত' হয়েছে, কিন্তু তাকে আমি অপমান বলে গ্রহণ করিনি, তাই আমার দারিদ্র্য আমার কাছে আজও গৌরবের জিনিষ! (এমন সময় তিন কাপ চা, লইয়া ভৃত্য ও ইলা ঘরে ঢুকিল ও সকলের কাছে আগাইয়া দিল।)

সমর। আমি ত' চা খাই না, ইলা দেবী !

বিনয়। সে কি ? আপনি চা খান না ?

সময়। এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন, বিনয় বাবু ? I can't afford any luxury whatsoever !—কোন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত সঙ্গতি আমার নেই ; কেউ না জানুক, সুজয়কে জিজ্ঞাসা করুন ?

ইলা। সমর বাবু চা খান না জেনেও, তিন কাপ চা কেন আনতে বল্লে দাদা ?

সুজয়। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে বোন ; মাথাটা তখন মোটেই ঠাণ্ডা ছিল না।

ইলা। সামান্য ভুলও যে ব্যথা হয়ে বাজতে পারে, সেটা তোমরা কেন ভুলে যাও দাদা ?

সমর। এতে রাগ করবার কি আছে ? এই নিন—এ কাপটা শেষ করে ফেলুন !

ইলা। আপনি তাহলে কিছু খেয়ে যান, সমরবাবু।

সমর। ধন্যবাদ,—ইলা দেবী ! অনাহারে অভ্যস্ত আমি ; খাওয়াটা প্রয়োজনীয় হলেও, আশু প্রয়োজন কিছু নেই। নির্ব্বান্ধব এ দুনিয়ায় মাঝে মাঝে শুধু মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে ইচ্ছে হয় ! মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই ; তাই ব্যথাতুর মনের সমস্ত দুর্ব্বলতা আমি সুজয়ের কাছে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছি। বিনয়বাবু ও আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল—এই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; আর কিছুই আমি চাই না, চাইতে আমার ভয় হয়। নিজের অবস্থাটা যখন ভেবে দেখি তখন চাইবার কথা মনে থাকেনা, শুধু চেয়ে থাকি। আচ্ছা ! আমি চলি এখন। কালই আমি মেদিনীপুরে চলে যাচ্ছি, সুজয় ! ফিরে এসে দেখা হবে। কেমন ! আচ্ছা ! সকলকে আমার নমস্কার !

(সমরের সঙ্গে সুজয়ের প্রস্থান)

বিনয়। It is a cheap stunt, ভুল ক'রনা ইলা,—Modern Bengalএর এও একটা মন গলাবার ফন্দি !

ইলা। চুপ কর, বিনয়দা ; ওরা মন গলায় না ! ওরা মনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে চলে যায়,—ফিরেও দেখেনা, —কি আঘাত কা'কে দিয়ে গেল !

বিনয়। কি love নাকি? Wish you success—Good-bye!

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মেদিনীপুর Flood Relief কেন্দ্রের একখানি ঘর। কাল—রাত্রি।

[ডাঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটী মোটা ডাক্তারী বই লইয়া পড়িতেছে, সামনে ছোট টেবিলের উপর একটি মাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে; ঘরখানি খড়ের, একপাশে একখানি তক্তাপোষের উপর বিছানা পাতা, কোণে একটি দড়ীর আলনায় কয়েকটী কাপড় ও জামা টাঙান, একটি বেঞ্চের ওপর দুইটা স্যুটকেশ ও অন্য কোণে একটি টুলের উপর একটি ডাক্তারী ব্যাগ্ রাখা আছে দেখা যাইতেছে। দেওয়ালের গায়ে Stethoscopeটা ঝুলিতেছে :—ডাঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরণে ঢিলা একটি পায়জামা ও গায়ে half shirt, পায়ে slipper. ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল একটি তরুণী; তাহার বেশভুষা দেখিলেই সহজেই বোঝা যায় তিনি একজন নার্স—নাম নমিতা। ডাঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় এত নিবিষ্ট মনে বই পড়িতেছিল যে নমিতার আগমন বুঝিতে পারে নাই। ঘরে ঢুকিয়া Dr. Banerjeeকে এত তন্ময় দেখিয়া, নমিতা সেইখানে থাকিবে না চলিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; হঠাৎ ডাঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ তুলিয়া নমিতাকে দেখিতে পাইয়া বলিল]

সমর। এই যে নমিতা! কতক্ষণ এসেছ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস—ঐ সামনে চেয়ারটায় বস।

(নমিতা টেবিলের অপর পার্শ্বে রক্ষিত একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল)

সমর। তারপর, খবর কি বল? আশা করি ১৩ নং এর patientটী এখন একটু ভালই আছে।

নমিতা। হ্যাঁ,—Injection দেবার পর রুগীটি একটু সুস্থ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে, বমিটাও মনে হয় বন্ধ হয়েছে এইবার; কারণ এক ঘণ্টার মধ্যে আর সে বমি করেনি।

সমর। ওয়ার্ডের আর আর রুগীদের খবর কি বল?

নমিতা। ২১নং-এর রুগীটী—যে আজই সন্ধ্যা বেলায় এসেছে, তার temperature কিন্তু খুব বেশী এখন—104·4; বুকে পিঠে খুব ব্যথা বলছে—কাশও রয়েছে; মনে হয় pneumonia set করছে!

সমর। হুঁ! মাথায় জলপটি দাও নমিতা, আইস্‌ব্যাগের আশা যখন দুরাশা, তখন ঐ দিয়েই কাজ চালাতে হবে কোন রকমে। শ্রাবণ-ভাদ্রের দুর্দ্দান্ত বর্ষায়, মানুষে বন্যার জলে ঘরবাড়ী হারিয়ে, কুকুর শেয়ালের মত সারা বর্ষাটাকে নিজেদের শরীরের উপর দিয়েই সহ্য করেছে;—দুবেলা খাওয়া পেল না; দিনের পর দিন শুকিয়ে শুকিয়ে যে ক'জন বেঁচে রইল, তাদের শেষ পর্য্যন্ত গায়ের কাপড় ত' দূরের কথা,—পরণের কাপড়টুকুও সামলে রাখা দায় হয়ে উঠল! এর উপর আবার শীত আসছে,—ম্যালেরিয়ায় রুগ্ন দেহ—তার উপর অনাহার,—এখন যদি pneumonia না হয় ত হবে কখন? এই আমাদের দেশ নমিতা! আজ আমাদের এই সোনার বাঙ্গালা দেশ আর দেশবাসী যে দুর্দ্দশায় পড়েছে, তা বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার নয়—একে বুঝতে হলে চাই সত্য অনুভূতি!

নমিতা। কিন্তু মানুষ যে আজ সেটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ডাক্তার বাবু! পেটে অন্ন নেই, পরণে কাপড় নেই, তার উপর

রোগে ভুগে ভুগে অকালে কত প্রাণ যে নিস্তেজ হয়ে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। তার উপর শিক্ষা নেই—ওরা বড় জিনিষ ভাববে বা অনুভব করবে কেমন করে বলুন? পেটে যাদের দুবেলা অন্ন জোটেনা, সে জাত আর কতটুকু ভাবতে পারে?—আর যদিও বা ভাবতে পারে কিছু, কিন্তু তাকে কাজে লাগাতে হ'লে, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য—নইলে অত্যাচারীর সামনে সে দাঁড়াবে কেমন করে? আজ দাঁড়াতে পারছে না বলেই ভিক্ষের পাত্র হাতে নিয়ে, করুণ মুখে, পরের মুখাপেক্ষী হয়ে সারবন্দী হয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে সরকারী নোঙ্গরখানায়!

সমর। বুঝতে পারি সবই, নমিতা! রাগ আর দুঃখ হয় প্রথম আমার নিজের দেশের ধনী লোকদের উপর। আজ যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সময় এসে থাকে; তাহলে সে যুদ্ধ, প্রথম আমাদেরই দেশবাসী, স্বার্থপর, লোভী ধনীদের বিরুদ্ধেই করা উচিত। বছরের পর বছর তারা আমাদের মত গরীবদের রক্ত শোষণ করে আসছে। কিন্তু, আজ এই দুর্দ্দিনে দেশকে তারা কতটুকু সাহায্য করেছে—কতটুকু? তাঁদের আয়ের তুলনায় তাঁদের দান, এতই সামান্য যে তাকে নগন্য বললেও অত্যুক্তি হয়না। তাই আমার মনে হয় যে একটা পরম ও চরম নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া দরকার—এই ধনী আর গরীবদের সঙ্গে; এর জন্য যদি অজস্র রক্তপাত হয়—হোক্, তবু নিষ্পত্তি হয়ে যাক্—বাঁচবে কারা? এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যেদিন হবে, সেদিন এই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে,

বা অন্য কোন জাতের ভিতর আর কোন মনোমালিন্যই থাকবে না, দেখবে সবাই এক হয়ে গেছে।

নমিতা। সেদিন কি আসবে ডাক্তার বাবু? আর্য্য বংশের বংশধর আমরা, আজও আমাদের একমাত্র গর্ব্ব, সতীত্ব। কিন্তু তাও বুঝি রসাতলে যেতে বসেছে; দু মুঠো অন্নের জন্য মা মেয়েকে অন্যের কাছে বিক্রী করে আসছে, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়ছে, স্বামী স্ত্রীকে ছাড়ছে, এমনি করে কত সোনার সংসারই না আজ ছারখার হয়ে গেল! ধর্ম্ম, সমাজ, লজ্জা, মান, স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, একে একে সবই আজ যেতে বসেছে—শুধু দু মুঠো অন্ন আর একটু আশ্রয়ের জন্য! অথচ এদের আশা খুব উচ্চ ছিলনা—শুধু দুবেলা দুটো ভাত আর একটুখানি আশ্রয়—আজ তারা সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে রইল,—কেন? বলতে পারেন,—কেন?

সমর। বলেছি ত' নমিতা, এর জন্য দায়ী আমাদের দেশের ধনীর চক্রান্ত! তাদের চক্রান্তে পড়ে, দেশবাসী আজ সর্ব্বস্বান্ত! বছরের পর বছর, তারা মূর্খ চাষী আর গরীবদের ভুলিয়ে, নাম-মাত্র মূল্যের বিনিময়ে আমাদের এই সোনার দেশের সমস্ত জিনিষ চালান দিয়েছে, সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশে। যে দেশে সোনার ফসল হয় বলে ইতিহাসে লেখা আছে,—সেই দেশেরই লোক আজ অনাহারে আর আশ্রয়ের অভাবে রাস্তায় পড়ে, শিয়াল-কুকুরের খাদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ শুধু আমাদের দেশেরই লোকের জন্য। নিজের দেশবাসী আমাদের যত অনিষ্ট করেছে, তত অনিষ্ট বোধ হয়—

বিদেশীরা করেনি, তাই আমার মনে হয় নমিতা, এদের সঙ্গে যদি আমাদের কোনদিন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, তাহলে বিদেশীর সঙ্গে নিষ্পত্তি হ'তে মোটেই দেরী হবে না।

নমিতা। হয়ত' তাই হবে; কিন্তু এ কথাও আমার মনে হয় যে এত দৈন্য আর এত আঘাত সহ্য করেও যদি এ জাত বেঁচে থাকে, তাহলে তারা পৃথিবীতে খাঁটী সোনা হয়েই বেঁচে থাকবে। দুঃখের কুয়াশা ভেদ করে আবার একদিন নূতন আলো ছড়িয়ে পড়বে, সারা ভারতবর্ষে,—সারা বাংলায়! হয়ত' আমরা দেখতে পাবনা—কিন্তু পাবে আমাদের বংশধরেরা—সে সৌভাগ্য দেখবার আগেই যদি আমাদের ডাক আসে, তাহলে আমাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী, যাবার আগে, তাহাদের কাছে ব্যক্ত করে দিয়ে, সাবধান করে দিয়ে যাব;—কিন্তু বাঁচবে কি এ জাত ডাক্তার বাবু? এত মৃত্যু! এত আঘাত সহ্য করেও কি বাঁচা সম্ভব?

সমর। অন্ততঃ সেই প্রার্থনাই আমরা করব ভগবানের কাছে; প্রতিদিনই বলব—"ওগো রুদ্র, ওগো ভয়ঙ্কর! তোমার তাণ্ডবলীলা যতই কেন তীব্র হোক্ না, তবু এইটুকু মিনতি—যেন নিঃশেষ করে সমস্ত চিহ্নই মুছে দিওনা"। তারপর আমাদের সে মিনতি যদি বজ্রের শব্দ ভেদ করে মহাকালের কাণে গিয়ে পৌছায় তাহলে নিশ্চয় জেন, নমিতা, যে এত মৃত্যু বরণ করেও, তারা অমর হয়েই বেঁচে থাকবে।

নমিতা। তাই যেন হয়! আচ্ছা,—আমি এখন চলি।

সমর। কেন নমিতা? কোন কাজ আছে তোমার?

নমিতা। না, duty ত' আমার শেষ হয়ে গেছে, মিনতিদির আজ

রাত্রে duty, আমি duty শেষ করে আপনাকে ওয়ার্ডের report দিতে এসেছিলাম।

সমর। তোমার এখানে খুব কষ্ট হচ্ছে, না—নমিতা? Staff খুব কম—তাই তোমাদের duty hours-ও long, কিন্তু কি করব বল—উপায় ত' কিছুই নেই। Head officeএ অবিশ্যি লিখেছি, দেখি কি জবাব পাই।

নমিতা। এখানে এসে যে কষ্ট আমি নিত্য দেখছি, তাতে নিজের কথা ভাববার বড় বেশী সময় পাই না। আর কষ্টই বা কি? আপনি যতদূর সম্ভব আমাদের জন্য সমস্ত বন্দোবস্তই ক'রেছেন।

সমর। তোমার কথা শুনে খুব খুসী হলাম, নমিতা!—এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে শুধু তোমার মুখের হাঁসিটী এখনও ম্লান হয়ে যায়নি; এইটুকুই আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা নমিতা! জান নমিতা, দুঃখে পড়ে যারা হাঁসে, তারা তাকে "জয় করব" এই আশা রেখেই হাঁসে; আমরা আমাদের এই হাঁসিটুকু আর দেহের সামান্য শক্তি দিয়ে আজ যদি এই নিরন্ন আর রুগ্ন দেশবাসীর মুখে হাঁসিটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারি—তাহলেই তারা মনে বল পাবে—আশা পাবে; হয়ত দেখবে তারাও একে একে তোমারই মত এত দুঃখেও হাঁসতে শিখেছে! এত দুঃখে যেদিন তাদের মুখে সে হাঁসি ফুটে উঠবে, দেখবে দুঃখ সেদিন পরাজয় স্বীকার করে, অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

নমিতা। আপনি আমায় সেই আশীর্ব্বাদই করুন যেন আমি আমার সামান্য শক্তি দিয়ে ওদের মুখে হাঁসি আনতে পারি!

সমর। নমিতা! হ্যাঁ আশীর্ব্বাদ আমি তোমায় করছি, সতী সাবিত্রীর দেশের মেয়ে তুমি! যে দেশের মেয়ে মরা স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে, সেই দেশের মেয়ে হয়ে, ওদের তুমি নিশ্চয় বাঁচিয়ে তুলবে!

[সমর নমিতার সামনে দাঁড়াইয়া একটি হাত তার কাঁধে রাখিয়া কথা বলিতেছিল এমন সময় গজানন সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল, সমরের কথা তখনও শেষ হয় নাই—নমিতাও অপলক দৃষ্টিতে সমরের মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। গজানন তাহাদের দুই জনকে এতদবস্থায় দেখিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। নমিতা ও সমর কেহই গজাননের উপস্থিতি জানিতে পারে নাই, হঠাৎ গজানন দুই একবার কাশিয়া (বিকৃত ভাবে) তাহার উপস্থিতি জানাইয়া দিল। সে Relief Hospital Camp এর Store-Keeper, বয়স ৪০ পার হইয়া গিয়াছে, পরণে আধ ময়লা কাপড়, গায়ে ততোধিক ময়লা একটি জামা; মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, চোখ দুটি দেখিলেই মনে হয় শিকারী বিড়াল, হাতে তাহার মোটা একখানা খাতা]

সমর। (কাশির শব্দ শুনিয়া সমর ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল ভিজে বেড়ালের মত নিরীহ সাজিয়া, গজানন দ্বারে দণ্ডায়মান) বলি, গলায় তোমার কি হ'ল, গজানন!

গজানন। (দুই একবার কাশিয়া) আজ্ঞে! একটু ঠাণ্ডা লেগে গেছে, ও বিশেষ কিছু নয়।

সমর। আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়েছিল, কারণ যে রকম বিশ্রী ভাবে কাশছিলে—তাতে……

গজানন। ওঃ কিছু নয় স্যার্!—তবে দুনিয়াটা আজকাল ঐ বলে কি না, খুব বিশ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার, তাই সব জিনিষই হঠাৎ বিশ্রী বলে মনে হয়; মা! তারা……

সমর। তাই নাকি, গজানন? বেশ! বেশ! তুমিও দেখছি দুনিয়াটাকে চিনতে সুরু করেছ, তা বেশ! এমনি করেই

সমস্ত মানুষ যদি দুনিয়াটাকে সত্যিই চিনতে চেষ্টা করে—অবিশ্যি সাদা আর সরল চোখে, বুঝলে গজানন,—সাদা আর সরল চোখে, তাহলে দেখতে পাবে দুনিয়ার চেহারাটাই একবারে বদলে গেছে।

গজানন। এঁজ্ঞে! তা ত' বটেই স্যার্,—তা ত' বটেই।

সমর। আচ্ছা! ও কথা যাক্! এখন তোমায় প্রয়োজনটা কি, তা আমায় বল?

গজানন। (খাতা দেখাইয়া)—আজ্ঞে store-এর হিসাবটা আজ দেখবেন বলেছিলেন তাই······

সমর। আচ্ছা, ওটা কাল দেখলেই চলবে গজানন! আজ একটু ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।

গজানন। যে আজ্ঞে! মা, তারা ব্রহ্মময়ী! আচ্ছা—তাহলে আমি চলি স্যার? কিন্তু ১০।১৫ দিনের হিসেব জমা হয়ে গিয়েছে,—তাই······

সমর। (দৃঢ়স্বরে)—আমি তা জানি, গজানন। আমায় তা মনে করিয়ে দিতে হবেনা; আর সেজন্য যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাহলে আমিই দেব—তুমি নও। এখন যাও—ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোও গে। নইলে গলায় যদি আবার ঠাণ্ডা লাগে, তাহলে hospitalএ আবার তোমার জন্যেই Bedএর ব্যবস্থা করতে হবে।

(সমর গিয়া নিজের চেয়ারে বসিল—গজানন যাইবার আগে একবার দুইজনের প্রতি ক্রূর দৃষ্টি হানিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল)

সমর। আচ্ছা! তুমি এখন যেতে পার, নমিতা! সারাদিন duty করেছ—তার উপর এতক্ষণ তোমায় detain

করে রাখলাম ; খুব কষ্ট হল, নয় ? কিছু মনে ক'র না। হ্যাঁ ! আর একটা কথা নমিতা ! শুনেছি সময় পেলেই তুমি আমার বিছানা-পত্তর, ঘরদোর সব গোছ-গাছ করে রাখ ! কেন মিথ্যে এত কষ্ট কর নমিতা ? চাকর ত' রয়েছে ; তাছাড়া এ কাজ ত' তোমার নয় ; রুগীর সেবা করা তোমার কর্ত্তব্য—কিন্তু আমি ত' আর রুগী নই ; রুগী হলে না হয় তোমারই সেবা নেব—আগে থাকতে সেগুলো সব খরচ করে দিও না, বুঝলে ?

নমিতা। আপনার সুস্থ থাকার উপর এই কেন্দ্রের সমস্ত রুগীর জীবন-মরণ নির্ভর ক'রছে—সেই কথাটুকু ভেবেই আপনার ঘরের কাজ অবসর মত করে যাই ; রোজ পারিনা। এর মধ্যে আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই।

সমর। আচ্ছা, দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য যে তোমার নেই এ কথাটা না হয় বিশ্বাস করলাম। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটা যে প্রকারান্তে আমারই সেবা করছ, সেটা ত' আর তুমি অস্বীকার করতে পারনা, নমিতা ?

নমিতা। অস্বীকার ত' আমি করছিনা। তবে যা করি সেটা বহু লোকের, দীন দরিদ্রের উপকার হবে বলেই করি। একজনকে সেবা করার ফলে, বহুজনের যদি উপকার হয়—তা'তে কি দোষ আছে ডাক্তার বাবু ?

সমর। না, না—দোষের নয় ; আমি তা' বলছিনা ; আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি যেমন ভাবেই দাওনা কেন—হোক সে মন্দিরে কিংবা প্রান্তরে—সে যেমন ঠিক দেবতার চরণেই পৌছায়—তেমনি অন্যের

মুখ চেয়ে যে কাজটা তুমি আমার জন্য কর, সেটা আমার কাজেই প্রথম লাগে।

নমিতা। দেবতা কিন্তু 'পুষ্পাঞ্জলি দিওনা'—একথা কখনও বলে না—এমনি কি সহস্র কষ্ট হচ্ছে জেনেও ?

সমর। (দৃঢ়স্বরে) নমিতা !

(উভয়েই উভয়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)।

নমিতা। কি বলুন ?

সমর। (আত্মস্থ হইয়া) না, না !.........তুমি এখনও বড় বেশী ছেলেমানুষ নমিতা ! আচ্ছা ! তুমি এখন বিশ্রাম করগে।—রাত প্রায় সাড়ে ন'টা হল। হ্যাঁ ! আর একটা কথা শুনে যাও—তুমি বললে দেবতা বারণ করেন না, হাজার কষ্ট হচ্ছে জেনেও,—নয় ? কিন্তু এটা ভুলে যেওনা নমিতা,—যে দেবতারা যা মানা করে না—মানুষে তা করে,—আর এই করে বলেই মানুষ—মানুষ, আর দেবতা—দেবতা। যাও, শুতে যাও !

(নমিতার প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে গজাননের পুনঃ প্রবেশ)

সমর। এ কি গজানন যে ? কি ব্যাপার ? শুতে যাওনি ?

গজানন। আজ্ঞে ! স্যার্ ! ঘরে গিয়ে মনে হ'ল গলার ব্যথাটা যেন একটু একটু করে বাড়ছে, তাই ছুটে এলাম বিছানা ছেড়ে,—পাছে আবার বেশী বাড়াবাড়ি হয়।

সমর। (কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গোক্তি সহকারে) ও আমি আগেই জানতাম গজানন,—আগেই জানতাম যে আবার তোমায় ফিরে আসতেই হবে ; ঘুমোতে তুমি পারবেনা !

গজানন। (বিবর্ণ ও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া) কেন স্যার? কেন স্যার······?

সমর। দিনকাল এমন বিশ্রী দাঁড়িয়েছে গজানন, যে পৃথিবীতে সব জিনিষই এখন বিশ্রী বলেই মনে হয়—তাই! আচ্ছা দেখি তোমার গলাটা (টর্চ্চ জ্বালিয়া গলা পরীক্ষা করিয়া) না, গলাতে তোমর বিশেষ কিছুই নেই, অবিশ্যি যতটুকু দেখা যায়; তবে, lower downএ যদি কিছু হয়ে থাকে তা বলতে পারি না; কারণ এখানে গলার ভিতর পর্য্যন্ত দেখবার যন্ত্রপাতি কিছুই নেই। তবে ভয়ের যে কিছুই নেই, সে বিষয়ে তোমায় অভয় দিচ্ছি গজানন!

গজানন। আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন স্যার, তখন আর আমার কোনও ভাবনা নেই—আচ্ছা! আমি এখন তবে আসি।

(গজাননের প্রস্থান)

সমর। (স্বগত) হুঃ! এখন একটু একটু যেন তোমায় বুঝতে পাচ্ছি গজানন! নমিতার কথা আমি বিশ্বাস করিনি—কিন্তু দেখছি,—she is not wrong! যাক্! গজানন as a Spy! মন্দ কি? একঘেয়ে জীবনে এ একটা নূতনত্ব হবে।

পটপরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নীলিমা রায়ের বাটী। কাল—অপরাহ্ণ।

[শ্রীমতি নীলিমা রায় একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, সম্মুখে বসিয়া আছেন মিঃ রায়। সামনের টেবিলের উপর দুইটী কাপ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় তাহারা অপরাহ্ণ-কালীন চা-পান হয় শেষ করিয়াছেন কিংবা সুরু করিবেন। মিঃ রায়ের পরণে ঢিলা পায়জামা, মুখে একটি জ্বলন্ত সিগার, গায়ে ড্রেসিং গাউন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, ছোট ছোট চুল উল্‌টাইয়া আঁচড়ান, চেহারাটা সুন্দরই, বয়সের দরুণ দুইটী রেখা কপালে অস্পষ্ট ভাবে লক্ষিত হয়; হাতে একখানি খবরের কাগজ।]

মিঃ রায়। হুঃ! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নীলিমা, রেবার সম্বন্ধে তুমি যেন একটু বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছ! কিন্তু আমার ত' মনে হয় যে nothing has happened yet to be worried about; ভয়ের কিছু আভাস পেয়েছ?

নীলিমা। কিন্তু,—ঘটতে কতক্ষণ?

মিঃ রায়। তাই বলে, আগে থেকেই ভাবতে হবে?

নীলিমা। তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝছ না! রেবা দিন দিন যে রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এখন থেকে শাসন না করলে তাকে আর শোধরান যাবে না। আজকাল প্রতিদিনই তার কোন না কোন বন্ধুর বাড়ী engagement লেগেই আছে; তারপর সিনেমা, Eden Garden, pleasure trip ত' আছেই। বয়স ত' বেশী নয়,—তাই ভয় হয়,—যদি কিছু অঘটন ঘটে, তাহলে জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

মিঃ রায়। কিন্তু শাসন করে ঘরে বসিয়ে রাখার মত বয়স আর তার নেই। তাছাড়া সে রকম শিক্ষা বা আবহাওয়ায় সে মানুষও হয় নি। তাই শাসন করে ওকে যদি নিবৃত্ত করা হয়

তাহলে সে নিজেই হয়ত' আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে, এমন কি উল্টে আমাদেরই জিজ্ঞাসা করতে পারে—আমরা যে এত নরনারীর সঙ্গে নিজের বাড়ীতে বা বাইরে মেলামেশা করছি সেটা যদি দোষনীয় না হয়—তাহলে তারটাই বা দোষের হবে কেন ?

নীলিমা। (বক্রোক্তি সহকারে) তাহ'লে তুমি ভয় পাচ্ছ, বল ?

মিঃ রায়। সত্যই ভয় পাচ্ছি, নীলিমা! নিজেই অপরাধী কিনা, তাই ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক !

নীলিমা। কাকে ইঙ্গিত করে এ কথা বললে ?

মিঃ রায়। ঘরে যখন তৃতীয় প্রাণী নেই, তখন তোমার মত বুদ্ধিমতীর এইটুকু অন্ততঃ বোঝা উচিত ছিল যে ইঙ্গিত যদি কিছু করেই থাকি তাহলে সেটা তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

নীলিমা। আজকাল দেখছি ঐ ধরণের ইঙ্গিত আর বক্রোক্তি আমাকে প্রতিদিনই শুনতে হচ্ছে।

মিঃ রায়। আজ এটা তোমার কাছে নূতন লাগাটাই স্বাভাবিক ! কিন্তু পুর্ব্বেও আমি যে ভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই কথা বলছি। তফাৎ শুধু—আগে তোমার অবসর ছিল কম,—তাই সব কথা তোমার কানে যেত না।

নীলিমা। তোমার এসব কথার অর্থ কি ? স্পষ্ট করে বল, কি বলতে চাও ?

মিঃ রায়। অর্থ বোঝাতে গিয়ে যদি অনর্থ এসে উপস্থিত হয় সেই ভয়েই আর তোমায় অর্থ কিছু বোঝাতে চাই না;

আর স্পষ্ট করে যে জিনিষটা শুনতে চাও সেটা বলা সম্ভব নয়।

নীলিমা। কেন?

মিঃ রায়। কারণ আমরা দুজনেই দুজনের কাছে এখনও অস্পষ্ট হয়েই আছি,—তাই সম্ভব নয়।

নীলিমা! হুঁ! সম্ভব শুধু কথার ছলে আমায় অপমানিত করা,—নয়?

মিঃ রায়। তুমি ভুল করছ, নীলিমা! এতক্ষণ তোমার সঙ্গে আমার যত কথা হ'ল সেগুলো সরল আলোচনা হিসাবেই করেছি; আলোচনা আর অপমান এক জিনিষ নয়। আমাকে যদি তুমি ও কথা বলতে তাহলে সেগুলো আমি অপমান বলে নিতাম না।

নীলিমা। সকলের গায়ের চামড়া তোমার মত পুরু নয়।

মিঃ রায়। তা জানি নীলিমা দেবী,—তা জানি! তোমার গায়ের চামড়া যে খুব নরম আর সুন্দর তা আমি কেন অনেকেই জানে। অবিশ্যি যাদের দেখার চোখ আছে তাদের কাছে! কিন্তু তোমার চোখের চামড়াটা দেহের তুলনায় বড় বেশী পুরু।

নীলিমা। তোমার এই সব রূঢ় কথা শুনতে আমি কি বাধ্য মনে কর?

মিঃ রায়। অসম্ভব কথা আমি মনে স্থানও দিই না।

নীলিমা। মন বলে কি তোমার কিছু আছে?

মিঃ রায়। স্বীকার করলাম নেই—আমার একটা নেই,—তোমার কিন্তু দেহ আর মন দুটোই নেই।

নীলিমা। এ তথ্যটা কবে থেকে আবিষ্কার করলে?

মিঃ রায়। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই!

নীলিমা। তাহলে বল অনুশোচনা হচ্ছে! প্রায়শ্চিত্ত কিছু ঠিক করলে?

মিঃ রায়। যাদের মন বলে কিছুই নেই তাদের অনুশোচনাও আসতে পারে না; আর প্রায়শ্চিত্ত করবার মত বদখেয়াল যদি একান্তই আসে, তাহলে এই রকম করে তোমার সামনে বসে বসে করব না; এটা ঠিক জেন!

নীলিমা। ভয় দেখাচ্ছ?

মিঃ রায়। মুখের কথায় মিথ্যে ভয় আমি কাউকেই দেখাই না নীলিমা রায়! যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, revolverএর licenseটা এখনও আমার আছে, সেটা যেন ভুলে যেও না!

নীলিমা। উঃ! তুমি কি মানুষ? (ভয়ে বিবর্ণ হইয়া)।

মিঃ রায়। (সহাস্যে পিঠ চাপড়াইয়া)—ভয় পেয়ে গেলে? ছিঃ! যেখানে ওটা আছে সেই Iron safeএর চাবিটা তোমার কাছেই না হয় রেখে দাও! এই নাও!

নীলিমা। (প্রকৃতিস্থ হইয়া)—ভয় দেখিয়ে আবার আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছ? প্রয়োজন হলে revolver একটা আমিও যোগাড় করতে পারব, এ কথা তুমিও যেন ভুলে যেও না; চাবীটা তোমার কাছেই থাক,—হঠাৎ প্রয়োজন হলে অসহায় হয়ে পড়বে।

মিঃ রায়। তা, আমি জানি! কিন্তু এত খানির প্রয়োজন বোধ হয় হবে না, পুরুষের সামনে revolver নিয়ে দাঁড়াতে যে নার্ভের প্রয়োজন সেটা তোমাদের জাতের অনেকেরই নেই!

হয় হাত কেঁপে সেটা মাটীতে পড়ে যাবে—কিংবা nervous হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আর এত সব হাঙ্গামার দরকারই বা কি? Any poison will do. খাবারের সঙ্গে, জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিও, তাহলেই কাজ হয়ে যাবে; মেয়ে মানুষ হচ্ছে সাপের জাত, অন্ধকারে, অতর্কিতে ছোবল মারাই তাদের ধর্ম্ম। যাকে যা মানায় বুঝলে, নীলিমা? যাকে যা মানায়!

নীলিমা। বুঝলাম! কিন্তু মেয়ে মানুষ পুরুষের সামনে দাঁড়াতে পারে কিনা—সে পরিচয় দেবার দিন, যদি সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনদিনও আসে, তখন দেখতেই পাবে!

মিঃ রায়। খুব খুসী হব অন্ততঃ তুমি যদি পার! সেইদিন অন্ততঃ বুঝতে পারব যে সকলের কাছে হীনতা স্বীকার করেও নীলিমা রায় এখনও নিঃশেষ হয়ে মুছে যায়নি! কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়াবার মত সৎসাহস কি আছে?

নীলিমা। সময় এলে তার পরিচয় দেব, এ কথাত' আগেই তোমায় বলেছি; তবে তোমার সঙ্গে আজ কথা বলে এইটুকু লাভ হল, তোমার মনের গোপন অভিসন্ধিটুকু জানতে পারলাম; ভবিষ্যতে সাবধান হ'তে পারব।

মিঃ রায়। তাহলে এর জন্য তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই উচিত! আর এমনি করে প্রতিদিন যদি আমার কথা শুনে আরও সাবধানী হ'তে পারো নীলিমা, তাহলে আমাদের জীবন যাত্রাও অনেকটা সহজ আর সরল হয়ে উঠে!

(সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বেয়ারা আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে প্রবেশ করিল রেবা,—বেশভূষা দেখিয়া মনে হয় বাহির হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে]

নীলিমা। রেবা! শোন!

রেবা। কেন, দরকার আছে?

নীলিমা। দরকার আছে বলেই ত' ডাকছি,—

[স্বরে তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল, রেবা সামনে আসিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীলিমা রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল]

রেবা। বল, কি তোমার দরকার! কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বল,—I am too tired! বড় ক্লান্ত আমি।

নীলিমা। (ব্যঙ্গভরে) Too tired,—নয়? সারাদিনটা বাইরে বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলে,—এতক্ষণ ত' tired হওনি! আর বাড়ীতে পা দেবামাত্রই tired feel ক'রছ?

রেবা। Cant help মাসীমা! তাছাড়া মানুষের ক্লান্তিটা কখন বা কেন আসে, তারও কিছুই ঠিক নেই; কেউ মটর চড়ে বেড়িয়ে এসেও ক্লান্তি অনুভব করে, আবার কেউ ১০ মাইল পথ চলে এসেও ক্লান্ত হয় না! আমারও হয়েছে ঠিক তেমনি! যতক্ষণ বাইরে থাকি, বেশ থাকি—কিন্তু এ বাড়ীতে ঢুকলেই যেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে; আমি যেন এ বাড়ীর কিছুই বুঝতে পারিনা!

নীলিমা। কি বুঝতে পারনা,—শুনি?

রেবা। (হতাশ সুরে) কিছুই বুঝতে পারিনা, মাসীমা! মাঝে মাঝে দুই একটা কথা এদিক ওদিক থেকে ছিট্‌কে কানে আসে—কিন্তু সে কথা তোমাদের এতদিন বলতে লজ্জা হয়েছিল বলে, বলতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখলাম, শোভাদিকে তুমি আর বিনয়দা, কোথায় যেন পাঠিয়ে দিলে!

অবিশ্যি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলে,—'এ্যানিমিয়ার' জন্যই হাঁসপাতালে পাঠাচ্ছ, সেই খানেই নাকি তার ভাল চিকিৎসা হবে! ১৫।২০ দিন পরে শোভাদি কাল বাড়ীতে ফিরে এসেছে; কিন্তু চেহারা দেখে আমি ত' অবাক! 'এ্যানিমিয়া' সারা ত' দূরের কথা,—আরও বেড়েছে বলেই মনে হ'ল;—হয়ত বাঁচবে না সে বেশীদিন! দেখছি দিনরাত একলা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে—আর কাঁদছে।

নীলিমা। তুমি সব কিছুই ভুল বুঝেছ, রেবা!

রেবা। ভগবান যেন তাই করেন! কিন্তু যা আমি বুঝেছি সেটা সত্য,—না ভুল, তোমার কাছেই সে উত্তরটা কাল সকালে আমি শুনব, তারপর নিজের সম্বন্ধে যা হোক একটা বন্দোবস্ত ক'রব।

[রেবা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল)

নীলিমা। রেবা, শোন,—যাচ্ছিস্ কোথায়?

রেবা। আজ রাত্রিটা অন্তত: এই বাড়ীতেই থাকব মাসীমা!—তারপর কাল যে কোথায় থাকব, সেটা নির্ভর করছে আমার রহস্যময় নিয়তির ওপরে! (ম্লান হাসিয়া) আজ সকালে খুব স্ফুর্তি করব বলে বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে গিয়েছিলাম কিন্তু গিয়ে যে সব কথা কানে এল, তাতে সেখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি; সারাদিনটা গঙ্গার ঘাটে বসে কেঁদেছি! দয়া করে সত্য কথাটা কি,—সেইটাই তুমি আমায় কাল সকালে বলে দিও; কারণ ওরই ওপর শুধু আমার ভবিষ্যত নয়, আর একজনেরও সম্মান, প্রতিপত্তি আর ভবিষ্যত নির্ভর ক'রছে!

আমার যা হবার হবে—কিন্তু আমায় জন্য শচীনদাকে যেন সমাজের চোখে ছোট হয়ে থাকতে না হয়, সেইটুকুই এখন আমার কাম্য !

[রেবার দ্রুতবেগে প্রস্থান]

(নীলিমা রায় অসহায়ের মত মিঃ রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ভাব দেখিয়া মনে হয় কিছু যেন বলিতে চায়—কিন্তু বলিতে পারিতেছেনা ।)

মিঃ রায়। (উঠিয়া কঠোর স্বরে) নীলিমা ! তুমি এত নীচে নেমে গেছ ? ছিঃ ! আশ্চর্য্য হচ্ছি যে আমাকেও তুমি এতখানি ফাঁকি দিতে পেরেছ ? তোমাকে আশ্রয় দেওয়াটা কি আমার এতই অপরাধ হয়েছিল নীলিমা ? একবারও মনে পড়লনা তোমার এই হতভাগ্য আশ্রয়দাতাকে ? চমৎকার প্রতিদান দিয়েছ, নীলিমা রায় ,—চমৎকার !

নীলিমা। আমি, মানে—আমি……

মিঃ রায়। Shut up, you scoundrel venomenous woman ! নির্লজ্জ নারী,—এখনও তুমি কথা কইছ ? দাঁড়াও, তোমার ঐ কণ্ঠকে আমি চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিচ্ছি,—

[দ্রুতবেগে মিঃ রায় ঘরের বাহির হইয়া গিয়া, পর মুহূর্ত্তেই একটী Revolver লইয়া ফিরিয়া আসিলেন]

Now—be ready ! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও ! one—two—

(ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রেবা আসিয়া দুইজনের মধ্যে দাঁড়াইল)

মিঃ রায়। সরে যা, রেবা—সরে যা ! (অনুনয় সুরে) মা আমার,—

রেবা। না,—

মিঃ রায়। না ? (হাত হইতে পিস্তল পড়িয়া গেল) Oh ! You are either an angel or a devil.

[বলিতে বলিতে দ্রুত বেগে প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ইলাদের বাড়ির বৈঠকখানা। কাল—অপরাহ্ণ।

(ইলার দাদু, মিঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি, প্রফেসার, বয়স ষাটের উপর হইয়াছে ; জীবনের বেশীর ভাগই তিনি পাঞ্জাবের কোনও কলেজে প্রফেসারি করেছেন, সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ; মাথার শুভ্র কেশ দেখিলেই শুধু বয়সের অনুমান করা যায় নচেৎ তিনি এখনও সোজা হইয়া লাঠির সাহায্য ব্যতিরেকেই চলাফেরা করিতে পারেন, চোখের দৃষ্টি এখনও প্রখর। লম্বায় প্রায় ছয়ফুট, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ রং, মুখে মাইকেলি ধরণের দাড়ী। পরণে ঢিলা পায়জামা। সুজয় ও ইলা দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিল, ইলার দাদু একখানি ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটা মোটা চুরুট টানিতেছিল। উপস্থিত তিনি প্রফেসারী হইতে retire করিয়া কলিকাতাতেই থাকিবেন বলিয়া আসিয়াছেন)

ইলা। আপনি পাঞ্জাব থেকে চলে আসায় আমাদের মস্ত একটা ভরসা হ'ল, দাদু!

বিশ্বেশ্বর। সে কি,—দিদি ভাই? আজকাল বাঙ্গলা দেশের তরুণীরা কি তরুণদের ছেড়ে, আমাদের মত শুভ্রকেশ বৃদ্ধদের ওপরই ভরসা করতে সুরু করেছে?

ইলা। সত্য কথাই বলেছেন দাদু! বাঙ্গলা দেশের একদল তরুণ আছে, যারা ভরসা দেয়ওনা—আবার নেয়ওনা! তারা যেন একটা সৃষ্টিছাড়া জীব! তাই তাদের ওপর ভরসা করতে যাওয়া মানে,—অকারণে পাথরের বুকে মাথা ঠুকে নিজেকে রক্তাক্ত করা! তারা নিয়ম মানে না,—যে কোনও বাধা ঠেলে এগিয়েহে

চলতে চায় শুধু ; পিছন ফিরে একবার চেয়েও দেখেনা,—কি সে ফেলে এল! এদের আমি নাম দিয়েছি দাদু, "সৃষ্টিছাড়া খামখেয়ালীর দল"। আর একটা দল, ভরসা দেয় প্রতি কথায় ; আন্তরিকতার অন্ত নেই তাদের ;—এরাও এগিয়ে যাবার ভান করে ; কিন্তু সময় বুঝে এত পিছনে সরে দাঁড়ায়—যে তাদের আর দেখাও মেলে না! ওরা ভরসা দিয়ে শুধু সর্ব্বনাশই করে—তাদের তাই নাম দিয়েছি "সর্ব্বনাশার দল"!

বিশ্বেশ্বর। তা রাগ তোমার কোন দলের উপর দিদিভাই ?

ইলা। রাগ আমার দুটো দলের ওপরই! তবে একটা দলের সঙ্গে রাগ করা চলে—কিন্তু অভিযোগ করা চলে না! সমস্ত দেহটা রক্তাক্ত হয়ে গেলেও একটা সান্ত্বনা থাকে যে একটা keen competition এ, হার জিত স্থির হয়ে গেছে। আর অন্য দলের বিপক্ষে অভিযোগ যতই থাকনা কেন, বিচার কিন্তু একটুও পাওয়া সম্ভব নয়! একদিন যারা মাথা হেঁট করে এসে দাঁড়ায়, পরের দিন তারা আমাদেরই মাথা হেঁট করে দিয়ে চলে যায়, তাই সান্ত্বনা ত' দূরের কথা, এদের জন্য মুখ ফুটে কাঁদতেও লজ্জা হয়।

(বিশ্বেশ্বর বাবু একমনে চুরুট টানিতে লাগিলেন—দেখিয়া মনে হয় তিনি তন্ময় হইয়া কি ভাবিতেছেন।)

ইলা। কি—কথা কইছেন না যে দাদু ?

বিশ্বেশ্বর। কথা ? ওঃ! রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মনে পড়ে গেল!

(আবৃত্তি) :—"এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি,
স্নদূরের লাগি
হে পাখা বিবাগী,
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হেথা নয় আর কোনখানে।"

কোন খানে ? কোন খানে দিদিভাই,—যে স্নদূরের আশায় বিহঙ্গিনীর (ইলাকে দেখাইয়া) অশান্ত পাখা দুটি আজ বিবাগী হতে চায়,—কি ! চুপ করে রইলি কেন ?

(ইলা তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল)

বিশ্বেশ্বর। (আবৃত্তির স্নরে, ইলাকে লক্ষ্য করিয়া)—
"কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও ?
যুগ যুগান্ত ঢালে তার কথা
তোমার সাগর তলে,
'কত জীবনের কত ধারা এসে
মিশায় তোমার জলে।
সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কল কল ভাষ নীরব তাহার,
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন
তুমি তারে কোথা লও
কথা কও, কথা কও ॥"

স্নজয়। Oh ! You are really wonderful দাদু ! Really wonderful !

বিশ্বেশ্বর। তাহলে আমায় আর এখানে না রেখে zoo কিংবা মিউজিয়ামে রেখে আসবে চল! তারপর,—তোমাদের খবর কি, সুজয় বাবু? দিদি ভাইত' বাঙ্গলার তরুণদের ফিরিস্তি দাখিল করল,—তোমার কি কিছু বলবার নেই?

সুজয়। নিশ্চয় আছে,—ওদের পরিচয়, শুধু একটি মাত্র কথায় বলা যায়,—ওরা Hopeless!

বিশ্বেশ্বর। তাইত' হে তোমার কথাটা বোঝা আরও মুস্কিলের ব্যাপার দেখছি! আমাদের মত বৃদ্ধদের প্রতি আজকালকার তরুণীরা পক্ষপাতিত্ব ক'রে, তোমাদের মত তরুণদের hopeless করছে বলেই কি,—তোমরা ওদের hopeless উপাধি দিয়েছ?

ইলা। দাছ! You have given a right kick—Oh! wonderful! You have been rightly served this time (সুজয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া)।

সুজয়। থাক্। আর বেশী বাহাদুরী করতে হবেনা,—শুধু কথা বলতেই শিখেছিলি তোরা!

বিশ্বেশ্বর। না, না, সুজয়! অনর্থক রাগ করছ কেন? এমন সন্ধ্যা বেলাটা তোমরা ভাই বোনে যদি ঝগড়া করে নষ্ট করে দাও,—তাহলে কিন্তু আমাকেই অপরাধী করা হবে; কারণ আমি কি বলতে কি বলে ফেলেছি।

সুজয়। না, না, দাছ! আমরা করব আপনাকে অপরাধী? কি বলছেন আপনি? You are so great,—so noble!

বিশ্বেশ্বর। না, না, সুজয়! এত বড় compliment আমায় দিওনা! তাছাড়া আমরা যে যুগের, সে যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি—এযুগের যেন কিছুই খাপ খায় না! আমি যেন কিছুই বুঝতে

পারি না তোমাদের! পাঞ্জাবে আমার পঁচিশটা বছর কেটেছে, বাঙ্গালা দেশে চার পাঁচ বছর অন্তর একবার এসেছি কিন্তু এবার এসে দেখছি,—এ যেন সে দেশই নয়; সবই যেন বদলে গেছে; তাই আমি তোমাকে জানতে চাই,—তোমাদের দেশকে বুঝতে চাই!

ইলা। আচ্ছা দাদু! আমরা যে যুগে বাস করছি,—সেটা কি আপনার ভাল লাগে না? আপনার কি মনে হয় আপনাদের যুগটাই ছিল ভাল?

বিশ্বেশ্বর। বড় কঠিন প্রশ্ন করলে দিদিভাই! সেকালের চিন্তাধারা, সেকালের চাল চলন বা আচার পদ্ধতী সম্বন্ধে সত্যই আমার একটা মোহ আছে স্বীকার কচ্ছি; কিন্তু তবুও সে কাল ভাল,—না এ কাল ভাল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারছি না! তোমরা যেন বহুরূপীর দল! তাই হঠাৎ তোমাদের মাঝে পড়ে কিছুই যেন চিনতে পারছি না! এত কাছে পেয়েও মনে হয়, তোমরা যেন অনেক দূরের! মনে হয়,—তোমরা যেন ভিনদেশের!

সুজয়। কেন? এ দেশের সঙ্গে আমাদের কি কিছুই মিল নেই দাদু?

বিশ্বেশ্বর। হয়ত আছে; কিন্তু সে শুধু আকৃতিতে;—প্রকৃতিগত মিল যেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। সমুদ্রের জলের সঙ্গে কুয়ার জলেরও মিল আছে; কিন্তু সে শুধু সাদৃশ্যে! স্বাদে বল, প্রতিক্রিয়ার বল, ওদুটো একেবারে পৃথক জাত! তাই ত মনে হয়, চেহারায় তোমরা ঠিক এদেশের মত, কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, তোমরা যেন একেবারে ভিন্ন দেশের!

ইলা। এ কি বলছেন দাদু?

বিশ্বেশ্বর। সত্যিই বলছি দিদিভাই! মানুষের বাহ্যিক রূপটা বড় কথা নয়; সবচেয়ে বড় হোল,—অন্তর! সেই অন্তরের দৈন্য যেন আজকাল বড় বেশী চোখে পড়ে; তোমরা একদল সমাজ মান না, শৃঙ্খলা মাননা, এমন কি দাম্পত্য পবিত্রতাটুকুও অস্বীকার কর! তোমরা যেন পুরান যা কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাও। তোমাদের নতুন শিক্ষা তোমাদের চোখে যে আলো জ্বেলেছে, সে আলোতে তোমরা হয়ত ঠিক পথই দেখছো; আমাদের চোখ দুটো কিন্তু সে আলোয় অন্ধ হতে ব'সেছে!

ইলা। আমরা সকলেই কি একই দলের দাদু?

বিশ্বেশ্বর। না, না—তা কেন? তবে বান যখন আসে তখন শক্ত মাটিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাই ভয় হয়,—ভাবনা হয় দিদিভাই! আবার এ কথাও মনে হয় যে জীবনে যখন প্রয়োজনটা বড় হয়ে ওঠে, তখন পরিণামের কথা মনে থাকে না। তাই তোমাদের এ পরিবর্তন,—যুগ ধর্ম্মী! তোমাদের ভেতর আর একদল আছে, যারা আঘাত পর্য্যন্ত করে না,—সবচেয়ে অদ্ভুত তারা! সমস্ত অত্যাচার তারা উঁচু মাথায় হাঁসিমুখে সহ্য করে! আর সব চেয়ে নির্ম্মম তাদের এই ব্যবহার,—যে শত সহস্র আঘাত পেয়েও সে আঘাতকে তারা উপেক্ষা করে চলে যায়; তাই তোমাদের বুঝতে পারা একটু শক্ত হয়ে পড়েছে!

সুজয়। এরাই হোল ভারতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ মুক্তিকামীদল, দাদু! অহিংসাই এদের মূল মন্ত্র!

বিশ্বেশ্বর। তোমার কথা আমি স্বীকার করি, সুজয়! কিন্তু সবটুকু নয়;

এক ভগবান ছাড়া স্বয়ং পূর্ণ একক কোন জিনিষই পৃথিবীতে নেই। একমাত্র শ্রেষ্ঠ মুক্তিকামীদল বলে যদি তুমি একটি দলকে সম্মান দেখাতে চাও, তাহলে তোমাদের মতের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। চিটাগাং আর্ম্মারী থেকে সুরু করে আলিপুর বোমার মামলা ধরে সোজা জালিয়ানওয়ালা বাগ পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখ,—দেখবে মুক্তিসাধনায় এদের দান নগণ্য নয়; তারপর শেষ আঘাত এল '৪২ সালে!

ইলা। আপনি কি বিপ্লবী, দাদু?

বিশ্বেশ্বর। মুক্তিকামী প্রতিটী সৈনিকই বিপ্লবী দিদিভাই; পূজার মন্ত্র যখন এক,—তখন আয়োজনটা যে ভাবেই করি না কেন—তাতে কি এসে যায়?

সুজয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—বিপ্লবের পথ কি মুক্তিপথের অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে না দাদু?

বিশ্বেশ্বর। এই খানেই তোমাদের মতের সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই, সুজয়! পরপর এতগুলো বিপ্লব ঘটেছে বলেই, স্বাধীনতা আজ আমাদের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে। স্বাধীনতার মন্ত্র "বন্দেমাতরম"—আমরাই প্রথম তোমাদের শিখিয়েছিলাম; সে মন্ত্রের পূজারী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র,—অত্যাচারীর অত্যাচারকে মাথা নীচু ক'রে সহ্য কর্ত্তে কোন খানেই বলেন নি। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্য্যন্ত অহিংস সংগ্রামও কোন দিন হয় নি।

ইলা। তবে কি অহিংসা মন্ত্রে স্বাধীনতা পাবার আশা,—পাগলের প্রলাপ?

বিশ্বেশ্বর। না, তা আমি বলি না; একদিকে আঘাত করবার প্রতিশ্রুতি, অন্য দিকে অস্বীকার করার অঙ্গীকার,—এই দুই দল সৈনিকের মাঝে পড়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ আজ যেতে বসেছে! একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে অহিংসা ও বিপ্লব পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে বলেই, জাতীয় আন্দোলন আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। এর জন্য একক কৃতিত্বের দাবী কেউ করতে পারে না; যদি করে তাহ'লে উদারতার পরিচয় বলে স্বীকার করবো না। সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাব বর্জ্জন করতে হবে। '৪২-এ মহাত্মাজীর "Do or Die"-এর অর্থ কি অহিংসার মন্ত্র, দিদিভাই?

ইলা। না, তা নয়; কিন্তু আপনিও কি ঐ "Do or Die" মতের পূজারী?

বিশ্বেশ্বর। আমার কথা থাক, দিদিভাই! তাছাড়া একজনের মতের সঙ্গে অন্যের মত যে মিলবেই এ আশা করাই ভুল; কিন্তু একটা কথা—মত যেখানে সৎ, সেখানে পথটা নির্দ্দেশ মাত্র—নির্দ্দিষ্ট নয়! সবচেয়ে বড় কথা হোল, সঙ্কীর্ণ দলীয় ভাবের উর্দ্ধে থেকে, সঙ্কীর্ণতা বর্জন করে,—নিঃস্বার্থভাবে যদি শৃঙ্খলা মেনে চলা যায়, তাহলে পথ আর মত নিয়ে বিবাদ বাধবে না।

সুজয়। চমৎকার,—দাদু! এ দৃষ্টি ত শুধু অতীতের নয়! এ যেন বর্ত্তমান আর ভবিষ্যত কালের একটা রূপ দেখিয়ে দিয়েছ; দাদু! You are great, আপনার এই দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা পথ চলতে সুরু করি তাহলে অতীতকে বর্ত্তমান আর ভবিষ্যত কালের সঙ্গে এমন করে বাঁধতে পারবো যে

কেউ কাউকে অস্বীকার করতে পারবে না। সে বাঁধনের মাঝ থেকে যে রীতি, পদ্ধতি বার হবে, সে হবে আবহমান কালের,—সব দেশের,—সব জাতের!

বিশ্বেশ্বর। সব দেশের! সব জাতের! দেখ সুজয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল দেশ—তোমাদের লক্ষ্য হয়েছে বিশ্ব! আমাদের লক্ষ্য ছিল এক—কিন্তু তোমাদের লক্ষ্য হয়েছে বহু! বিশ্বভ্রাতৃত্বের আকাঙ্খা তোমাদের জয়যুক্ত হোক, সুজয়! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো "ঘরকে আপন করতে না পারলে পরকে আপন করা যায় না"।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর। এই যে বিনয়,—এস ; খবর কি ?

বিনয়। নূতন কিছুই নয় ; আপনার কাছে এসেছি।

বিশ্বেশ্বর। আমার কাছে ? কেন বলত ?

বিনয়। কারণ you are so very interesting দাদু !

বিশ্বেশ্বর। তুমি আবার আমাকে একটা নূতন পদবী দিলে বিনয়,— I am not only wonderful and great but interesting too! তোমরা দেখছি সত্য সত্যই আমাকে বড় বেশী ভাবিয়ে তুলেছ !

বিনয়। সে কি দাদু ? আমরা আপনাকে কত ভালবাসি.........

বিশ্বেশ্বর। আরে সেই জন্যই আরও বেশী সন্দেহ হয়। তোমাদের সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই, তবু তোমরা এত ভালবাসবে কেন, এইটাই আমি বুঝতে পারছি না! মাত্রাহীন ভালবাসা সন্দেহজনক বিনয় !

(ভৃত্য রামু সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—হাতে তার একটা চিঠি ; চিঠিখানি সে সুজয়ের হাতে দিয়া চলিয়া গেল)

অলকের চিঠি এল নাকি সুজয় ?

সুজয়। না,—আজ ত' Mail Day নয়—বোধ হয় অন্য কারুর হবে ; দেখি খুলে। (চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল) আরে,—সমর চিঠি লিখেছে, ইলা !

ইলা। কি লিখেছেন ?

(চিঠি পড়া শেষ হইয়া গেলে, দেখা গেল যে সুজয়ের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে ইতস্ততঃ ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল)

ইলা। (ত্রস্তভাবে) কই, কি লিখেছেন বলছ না কেন ?

সুজয়। বিশেষ কিছুই নয়—পরে শুনিস্ ! আর আমাদের সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই লেখেনি,—লিখেছে নিজের সম্বন্ধেই গোটাকয়েক কথা।

ইলা। কিন্তু সেটা কি এতই গোপনীয় যে গোপনে ছাড়া শুনতে পাবনা ?

বিশ্বেশ্বর। এ তোমার অন্যায় অভিযোগ, দিদিভাই। Young man like Sujoy and Samar might have some private affairs and you should not interfere.

ইলা। I beg an apology for this. ক্ষমা চাইছি আমি !

বিশ্বেশ্বর। ক্ষমা চাওয়ার ছলে, তোমার রাগ আর অভিমানটাই বেশী করে প্রকাশ পেল দিদিভাই !

বিনয়। হ্যাঁ, রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক ! অবিশ্যি জানিনা তার সম্বন্ধে কোন কথা তুমি শুনতে পেয়েছ কিনা ! আমি এইমাত্র Rai Bahadur Roy Chowdhuryর বাড়ী

থেকে যে সব কথা শুনে এলাম তাতে আমারই রাগ হচ্ছে।

ইলা। কি শুনে এলে বলত' বিনয়দা? আমি কিছুই শুনিনি! তবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে matter is serious.

বিনয়। সত্যই serious! সমর বাবু গিয়েছিলেন ডাক্তারি করতে কিন্তু সেখানে গিয়ে একটা নার্সের সঙ্গে এমন সব কাণ্ড করে বসেছেন সে কতৃপক্ষরা আর সমরবাবুকে সেখানে রাখতেই চান না। আরও নাকি অনেক কিছু গণ্ডগোল আছে ভিতরে।

ইলা। নার্স? What a choice!

বিশ্বেশ্বর Doctor and a nurse! Combinationটা আমার মন্দ ঠেকচে না দিদিভাই!

ইলা। আপনি তাঁকে দেখেননি দাদু, তাই আপনার মন্দ ঠেকচে না; আমিও যদি না দেখতাম আমারও এত মন্দ ঠেকতো না; কিন্তু আমি তাঁকে অন্যরূপে দেখেছিলাম—at least I had a different opinion of him.

বিশ্বেশ্বর। সমর ত' এই মাটিরই মানুষ দিদিভাই!

ইলা। মানুষ হ'লে চিনতে পারতাম দাদু! শয়তান বলেই চিনতে ভুল হয়েছে।

সুজয়। ইলা! সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি! সব মুখে সব কথা শোভা পায় না!

ইলা। চুপ কর দাদা! বন্ধুর হয়ে মিথ্যে ওকালতি আর ক'রনা; চিঠিতে নিজে যে নির্দোষ,—সেইটাই তোমার বন্ধু বিনিয়ে বিনিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন,—কি বল?

সুজয়। না! নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করার জন্য এ চিঠি সে লেখেনি; এই নে,—পড়ে দেখ!

(চিঠিখানা বিরক্ত হইয়া ইলার সামনে ফেলিযা দিল)

ইলা। যথেষ্ট হয়েছে—এ চিঠি পড়বার আর প্রয়োজন কিছু দেখছিনা। (প্রস্থানোদ্যত) বিষকুম্ভম্ পয়োমুখম্।

সুজয়। (পথরোধ করিয়া)—না,—চিঠি না পড়ে তুই যেতে পারবিনা।

ইলা। জুলুম ক'রনা দাদা! ছাড়—আমাকে যেতে দাও। আর চিঠি পড়লেই যে তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যাবে—এমন আশাই বা তুমি করছ কেন?

সুজয়। আশা করি,—কারণ যারা দোষ করে তারা এমন ভাষায় চিঠি লেখেনা!

ইলা কেন, চিঠির ভাষাটা কি রবীন্দ্রনাথকেও হার মানিয়ে দিয়েছে?

সুজয়। Now I stop talking with you! তুমি এখন যেতে পার!

(পথ ছাড়িয়া দিল—ইলা ঘর ছাড়িযা চলিয়া গেল; বিশ্বেশ্বর বাবু খানিকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে তিনি চিঠিখানি কুড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে পড়িতে লাগিলেন)

"আসবার দিন তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি,—নিমন্ত্রণও উপেক্ষা করেছিলাম, সেই জন্য আবার হয়ত' তোমাদের কাছেই আমায় ফিরে যেতে হবে। সম্প্রতি এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ আমার অনেক বিষয়েই সন্দিহান হয়ে উঠেছেন; আর সন্দেহটা তাঁদের আমার চরিত্র সম্বন্ধেই

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী! অভিযোগ তাঁদের অনেক; শুধু চরিত্রটাই যে আমার খারাপ তাই নয়, আমি এখানকার জমিদারের সমস্ত প্রজাদেরই মাথা নাকি খারাপ করে দিচ্ছি। এরপর আবার চুরির অভিযোগও আছে। এ সব অভিযোগের বিরুদ্ধে আমার পক্ষ থেকে অনুযোগ করবার কিছুই নেই—কারণ অনুযোগ করে কোনও ফল হবে না, কাজেই সেটা আর ক'রবনা। এতগুলো অভিযোগের হাত থেকে যদি বেকসুর খালাস পাই, তাহলে তোমাদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হবে। চুরি, প্রজা-বিদ্রোহ, তার ওপর চরিত্রহীন আমি! Charges are serious! জেল হওয়াটাই স্বাভাবিক; অস্বাভাবিক যদি কিছু ঘটে তাহলে দৈব অনুগ্রহ বলেই জানব। আশা করি ভালই আছ। ইতি—সমর"

(চিঠি পড়া শেষ হইলে বিশ্বেশ্বর বাবু কক্ষের মাঝে ধীরে ধীরে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন—মুখে চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট)।

সুজয়। চিঠিটা পড়লেন দাদু? আপনার কি মনে হয়?

বিশ্বেশ্বর। Charge is serious no doubt! গুরুতর অভিযোগ সুজয়!

সুজয়। আপনিও একথা বলছেন দাদু?

বিশ্বেশ্বর। Don't be sentimental, my child! জগতে শুধু ফুলই নেই—ভুল ও আছে; মধু আর হুল দুটোই পাশাপাশি থাকে; মধু দিয়ে মাধবীকে ফোটাতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা! সমুদ্র মন্থন করেও ত গরল উঠেছিল! আরও জেনো শুধু একটি principle নিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে সব সময়ে

চলতে যাওয়া মানে—obstinacy ; পরিবর্ত্তনশীল এ দুনিয়াতে চলতে হলে সময় সময় পথ আর মতকে বদলাতেই হবে ; নইলে অবস্থাভেদে নিজেকে adjust করা যাবে না। তোমার বন্ধু সমর, হয় adjust করতে পারেনি কিংবা সত্যই দোষী,—তাই সে আজ পরাজিত,—লাঞ্ছিত !

(কথার শেষে বিশ্বেশ্বর বাবু কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন ধীরে ধীরে পর্দ্দা নামিয়া আসিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মেস্ বাটী। কাল—সন্ধ্যা।

[রেবাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ একটি মেস বাটী; তাহারই একটি কক্ষে বসিয়া গোপীনাথ কি যেন লিখিতেছিল ; এইটি গোপীনাথের কক্ষ—এখান হইতে রেবার কক্ষটী বেশ দেখা যায়, গোপীনাথের চেহারাটি অত্যন্ত রোগা, চেহারাটি যে তুলনায় রোগা—তাহার মাথার চুলগুলি ঠিক সেই পরিমাণেই বেশী,—তাহার লম্বা লিক্‌লিকে চেহারার তুলনায় তাহার মাথার চুলগুলিকে শুধু অসামঞ্জস্য বলিয়াই মনে হয় না অত্যন্ত বেমানান বলিয়াই চোখে পরে। গোপীনাথ এক একবার পেন্সিল দিয়া কাগজে কি যেন লিখিতেছিল পরমুহূর্ত্তেই পেন্সিলটি দাঁতে কিংবা ঠোঁঠে কামড়াইয়া ধরিয়া অর্দ্ধ নিমিলিত চোখে মাঝে মাঝে সম্মুখস্থ রেবার কক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ক্ষুদিরাম, বয়স ৩০।৪০ হইবে—গোপীনাথের বন্ধু। কিন্তু গোপীনাথ যে তুলনায় রোগা, ক্ষুদিরাম সেই তুলনায় স্থূলকায়] ।

ক্ষুদিরাম। বলি ওহে গোপীনাথ ! বলি, সকাল বেলায় খাতা পেন্সিল নিয়ে কি লিখছ ? দেশে যাবার আগে বাজারের ফর্দ্দ করছ নাকি ? তা বেশ,—তা বেশ ! সময় তোমার তাহলে বেশ ভালই যাচ্ছে দেখছি ; আমরা ত' ভাই বাজারের ফর্দ্দ করা ভুলেই গিয়েছি ! চারদিকেই কণ্ট্রোল !

আলু একটাকা সের, বেগুন আট আনা, মাছ তিন টাকা ; তার উপর পকেটের যা অবস্থা তাতে আর মনে রাখবার জন্য ফর্দ্দ করে বাজারে যাওয়াটা এখন স্বপ্ন বলেই মনে হয়।

গোপীনাথ। বস, ক্ষুদিরাম বস। আচ্ছা! তুমি কি মনে কর ক্ষুদিরাম, খেয়ে বেঁচে থাকাটাই মানুষের সব ?

ক্ষুদিরাম। তুই বলছিস কি, গোপীনাথ ? মানুষ যে খেয়ে বেঁচে থাকে এতদিন তো সেই কথাই জানতাম! না খেয়ে যে মানুষ বাঁচতে পারে এমন কথা ত' আমি শুনিনি!

গোপীনাথ। আরে, আমি তোমায় স্থূল খাবার কথা বলছিনা! মানুষের মন বলে কি কিছু নেই ? সে ত' ডাল, ভাত, আলু বা মাছ খেয়ে ত' বাঁচতে পারে না!

ক্ষুদিরাম। তুমি কি আজ নেশা করেছ গোপীনাথ ? দেখি, আমার দিকে একবার ভাল করে চাও ত' ?

গোপীনাথ। সত্যই আজ আমি নেশা করেছি ক্ষুদিরাম! আর সেই নেশায় আমি যেন সর্ব্বদাই বুঁদ হয়ে আছি।

ক্ষুদিরাম। চাকরিটা আছে ত ?

গোপীনাথ। চাকরি এখনও আছে ভাই, কিন্তু কিছুতেই আমার আর মন বসেনা। ইচ্ছে করে, নেশায় অহোরাত্র বুঁদ হয়ে বসে থাকি। চুলোয় যাক্ চাকরি!

ক্ষুদিরাম। তুই বলিস কি, গোপীনাথ ? এই কণ্ট্রোলের বাজারে বলছিস, চাকরি চুলোয় যাক্! রাত জেগে জেগে কম্‌পোজিটারী করে তোর মাথা গরম হয়েছে ; কবিরাজী তেল লাগা!

গোপীনাথ। সত্যই বলেছিস ক্ষুদিরাম,—মাথাটা আমার গরম হয়েছে; কিন্তু সেটা রাত জেগে কম্‌পোজিটারী করে নয়, দিনরাত মানসী প্রিয়ার ধ্যান করে!

ক্ষুদিরাম। সে কিরে? প্রেমে পড়েছিস নাকি?

গোপীনাথ। এত দেরিতে বুঝতে পারলি?

ক্ষুদিরাম। হুঁ! কিন্তু কার সঙ্গে প্রেমে পড়লি? মেসের ঝিয়ের সঙ্গে নাকি?

গোপীনাথ। ছিঃ, ছিঃ! ঐ দেখ,—ঐদিকে চেয়ে দেখ!

(এই বলিয়া ক্ষুদিরামকে গোপীনাথ জানালার বাহিরে দেখিবার জন্য ইঙ্গিত করিল)

ক্ষুদিরাম। কই, কিছুত' দেখতে পাচ্ছি না! সামনে শুধু একটা তেতালা বাড়ী দেখতে পাচ্ছি।

গোপীনাথ। চলে গেল, ক্ষুদিরাম,—চলে গেল! বিদ্যুতের মত এক একবার আসে আর পাগল করে দিয়ে যায়! ঐ বাড়ীর মেয়ের সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়েছি!

ক্ষুদিরাম। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া)—তুই বলিস কি গোপীনাথ! তেতালা বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে মেস্ বাড়ীর ছেলের প্রেম! খুন হ'বি গোপীনাথ,—খুন হ'বি!—অপঘাত মৃত্যু তোর অনিবার্য্য! হয় ট্রাম্ বাসের তলায় কোনদিন পড়বি—কিংবা মিলিটারী লরী একদিন ছাতু করে দিয়ে তোর উপর দিয়ে চলে যাবে। নয়ত, শুনব' লেকের জলে কোন দিন তোর এই প্যাকাটির মত শরীরটা ফুলে, ফেঁপে, ঢোল হয়ে ভেসে উঠেছে!

গোপীনাথ। (আবৃত্তি করিয়া) "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান!"

ক্ষুদিরাম। দেখ গোপীনাথ, আই-এ পাশ করা বাঙ্গালীর ছেলেরা যখন কমপোজিটারী করে, তখনও তাদের বোঝা খুব সহজ—কিন্তু তারা যখন কবিতা আওড়াতে আরম্ভ করে তখন বুঝতে হবে; তাদের পাগল হতে আর বেশী দেরী নেই।

গোপীনাথ। কবিতা আওড়াতে দেখেই তুই অবাক হচ্ছিস ক্ষুদিরাম! এই দেখ, কত কবিতা আমি নিজে লিখেছি!

(এই বলিয়া খাতাখানি দূর হইতে ক্ষুদিরামকে দেখাইল)

ক্ষুদিরাম। ওঃ! তাই বল! বাজারের ফর্দ্দ বলে যেটা আমার ভুল হয়েছিল সেটা দেখছি তোমার কবিতার খাতা! আচ্ছা! পড়, শুনি কি লিখেছিস।

গোপীনাথ। (খুসী হইয়া সুর করিয়া)

"ওগো মোর প্রিয়তম,
জানালার পাশে বারেক আসিয়া
পুনঃ চলে যাও কেন?

ক্ষুদিরাম। তার পর……

গোপীনাথ। "তোমারে দেখিতে চাহি যে নিত্য সকাল সাঁঝে
মন নাহি মোর খাইতে শুইতে—কিংবা কাজে।"

ক্ষুদিরাম। চমৎকার!—তারপর……

গোপীনাথ। "বুঝিতে কি তুমি পারনা নিদয়া কত আমি ভালবাসি;
জানালা ছাড়িয়া তাই চলে যাও বারেক আসি;
আমি শুধু হায় গুমরি গুমরি আপনমনে;
কবিতা লিখিয়া সাজাই অর্ঘ্য অতীব সঙ্গোপনে।

ক্ষুদিরাম। আরও আছে নাকি গোপীনাথ?

গোপীনাথ। আছে বইকি! এত অল্পেই কি শেষ হ'তে পারে?

(সুর করিয়া)　　সকাল সন্ধ্যা কত গেল চলে
কত ফুল গেল ঝরে ;
বুঝিতে পারি না ওগো মোর প্রিয়া
চিনিতে পার কি মোরে !
কঠিন বাঁধনে বেঁধেছ আমারে
পরায়েছ প্রেম ফাঁসি
মনে হয় যেন যুগ যুগ ধরি
তোমারেই ভালবাসি।

ক্ষুদিরাম। তা গোপীনাথ, এমন কবিতা তুই নিজেদের কাগজে ছাপতে দিস না কেন?

গোপীনাথ। সে কথা আর বলিস না ক্ষুদিরাম! একদিন ভয়ে ভয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললাম কবিতার কথা, পড়েও শোনালাম, শুনে তিনি 'রেখে যাও' বলে গোমড়া মুখে, waste-paper basket-টা দেখিয়ে দিলেন।

ক্ষুদিরাম। বলিস কিরে গোপীনাথ? এত সুন্দর কবিতা—না, তিনি দেখছি কবিতার কিছুই জানেন না!

গোপীনাথ। আমারও তাই মনে হয়।

ক্ষুদিরাম। অন্য দুই এক জায়গায় চেষ্টা করে দেখলেও ত' পারিস।

গোপীনাথ। সে কি আর বাকী রেখেছিরে ভাই! কিন্তু সকলের মুখেই ওই এক কথা। সবাই waste paper basket-টা দেখিয়ে দেয়।

ক্ষুদিরাম। ব্যাপারটা কি জানিস গোপীনাথ; কবিতা বোঝবার লোকের চেয়ে লেখক হয়ে পড়েছে অনেক বেশী; আর সবচেয়ে মজার

কথা এই যে ছাপাখানার মালিক যারা তারা লেখক কেউ নয়,—তাই কবিতার যথার্থ আদর তারা করতে পারে না।

গোপীনাথ। (উল্লসিত হইয়া)—ঠিক বলেছিস্ তুই! আচ্ছা, আর একটা শোন!

ক্ষুদিরাম। আজ আর থাক্ ভাই! অন্য দিন শুনব'!

গোপীনাথ। না, তা হবে না। এটা শুনতেই হবে; এটা আমার কাছে masterpiece বলেই মনে হয়।

ক্ষুদিরাম। নেহাৎ যখন ছাড়বিনা তখন বল্।

গোপীনাথ। (সুর করিয়া)—

এই পথে তুমি কর যাওয়া আসা
সকাল সাঁঝে;
হাতে থাকে ভ্যানিটী ব্যাগ, কিংবা ছাতা
চলার ছন্দে যেন পিয়ানো বাজে।
হিল তোলা জুতা, লাথি মেরে চল পথের বুকে
তার সাথে কাঁপে আমার মন,
আকাশেতে ওড়ে বোমারু হঠাৎ ঘ্যানর ঘ্যাং!
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শাড়ী পরা আর টাইট্ ব্লাউজে
তোমার দেখায় লম্বা,—
মনে হয় "ইভা" হতে পার, কিংবা "উর্ব্বশী";
কিংবা স্বয়ং "রম্ভা"!
গাল দুটী লাল আপেলের মত, হয়ত' রুজে
ঠোঁট দুটী—হয়ত' রাঙ্গায়েছে লিপ্‌ষ্টিক্,
দেওয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ করি কি যেন বলিছে,
বুঝিনা ঠিক!

(কবিতা শেষ করিয়া)

কেমন শুনলে?

ক্ষুদিরাম। মারাত্মক,—গোপীনাথ! কিন্তু যেটা পড়লে সেটা কি কবিতা?

গোপীনাথ। বুঝতে পারলে না, ক্ষুদিরাম? এই গদ্য কবিতাই হ'ল বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ অবদান!

ক্ষুদিরাম। তাহলে কবিতা লেখা বল খুব সহজ হয়েছে,—মিলের জন্য মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার নেই;—ছোট বড় লাইন একটার নীচে একটা লিখে গেলেই, সেটাকে কবিতা বলে চালান যাবে,—কি বল?

গোপীনাথ। কিছুই বোঝনি ক্ষুদিরাম! নাই বা রইল মিল,—ছন্দ থাকা চাই! ছন্দ মানেই ত কবিতা!

(এমন সময় "গোপীনাথ বাবু" বলিয়া কে যেন বাহির হইতে চিৎকার করিয়া ডাকিল)

ক্ষুদিরাম। একেবারে ছন্দ পতন হল গোপীনাথ! দেখত', কে এমন বেয়াড়া সুরে ডাকছে!

(এমন সময় মেসের ম্যানেজার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)

ম্যানেজার। দেখুন গোপীনাথ বাবু, আপনি গেল মাসে কিছুই দেন নি, এ মাসও শেষ হ'তে চল্ল'—টাকাটা দয়া করে দিয়ে দিলেই ভাল হয়।

গোপীনাথ। আমি কি আর দেব না বলছি ম্যানেজার বাবু! এ মাসটা কাবার হ'ক,—সমস্তই দিয়ে দেব।

ম্যানেজার। গেল মাসেও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, কিন্তু দেন নি। এ মাসে যদি ঠিক তেমনি করেন—তাহ'লে আমায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

(প্রস্থান)

গোপীনাথ। দেখলি, ক্ষুদিরাম! ব্যবহারটা,—দেখলি? ব্যাটা জাতে গয়লা কিনা—তাই ব্যবহারটাও ঐ রকম। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে খামোকা অপমান করে গেল!

ক্ষুদিরাম। তুই কবিতা ছাড় গোপীনাথ,—নইলে কপালে তোর আরও অনেক অপমান বাকি আছে।

গোপীনাথ। তুই বলছিস্ কি ক্ষুদিরাম? দুনিয়ায় সব কিছু ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু কবিতা ছাড়তে পারব না!

ক্ষুদিরাম। আচ্ছা! আমি তাহলে এখন উঠি ভাই! তবে যে কথাটা বললাম সে কথাটা একটু ভেবে দেখিস!

(ক্ষুদিরাম আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল—অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল মেসের ঝি,—নাম কামিনী)

গোপীনাথ। এসেছিস্ কামিনী,—এসেছিস্! তোর জন্যেই আমি পথ চেয়ে বসে আছি—পেরেছিস ত'?

কামিনী। পারবনা? এ তুমি বলছ কি বাবু?

গোপীনাথ। হ্যাঁরে, কি বললে? রাগ করেনি ত'?

কামিনী। না বাবু, একটুও রাগ করেনি, খুব হেঁসে হেঁসে আমার সঙ্গে কথা বললে।

গোপীনাথ। জীবন আমার ধন্য হ'ল কামিনী; আজ আমি দুনিয়ায় আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! (উঠিয়া আবেগ ভরে কামিনীকে জড়াইয়া ধরিল)।

কামিনী। (অপ্রস্তুত হইয়া জিব বাহির করিয়া) হেঁই মা! এ যে আমি বাবু,—আমি,—কামিনী!

গোপীনাথ। ওহো! বড় ভুল হয়ে গেছে কামিনী! আজ দুনিয়ার সবই—সেই—মনে হচ্ছে! আচ্ছা! কি বললে রে?

কামিনী। কি আর বলবে—ছোট্ট এই চিঠিখানা হাতে দিয়ে বললে,—'তোর বাবুকে এটা দিস,—এ চিঠি পড়বার পরও যদি ইচ্ছে হয় তাহলে সোজা আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস'।

গোপীনাথ। সত্যি কামিনী! দে, চিঠিখানা দে! (চিঠিখানি না খুলিয়াই বক্ষে চাপিয়া ধরিল)—উঃ! আজ আমার শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল কামিনি! এ আনন্দ আমি আজ আর চেপে রাখতে পারছিনা!

(চিঠিখানা খুলিয়া অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিল)

"সুর লয়ে খেলা গর্দ্দভরাজ! নহে তব অধিকার,
উপহার তব আমার পায়ের পুরাতন স্লীপার!"

"রেবা"।

গোপীনাথ। (জনান্তে)—উঃ! এতবড় অপমান কামিনী?

কামিনী। কি হ'ল বাবু?

গোপীনাথ। এত নিষ্ঠুর সে কামিনী? এ যে আমি ভাবতেই পারিনি! আমাকে—সে এতবড় অপমান করলে?

কামিনী। আমি ত' কিছুই জানিনা বাবু! কি লিখেছেন?

গোপীনাথ। সে আর বলতে পারব না কামিনী, বলতে পারবনা! উঃ! বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে!

কামিনী। আপনাকে দেখে আমারও বড্ড দুঃখু হচ্ছে বাবু!

গোপীনাথ। সত্যি,—হচ্ছে কামিনী? এই দুঃখের মধ্যে তুই তবু একটু আমায় সান্ত্বনা দিলি! আজ থেকে তুই আমার ধ্যান, জ্ঞান; তোকে আমি যথা সর্ব্বস্ব দেব—বুঝলি কামিনী,—যথা সর্ব্বস্ব দেব!

কামিনী। সত্যি দেবে বাবু? ভুলে যাবে নাত'?

গোপীনাথ। ভুলব' তোকে? না—রে তোকেই সব দেব, আজ থেকে যত কবিতা লিখব, সবই তোর নামেই উৎসর্গ করব।

কামিনী। আমি কবিতা—টবিতা চাই না বাবু, আমায় কত করে টাকা দেবে বল?

গোপীনাথ। টাকা? দূর হয়ে যা কামিনী,—সামনে থেকে দূর হয়ে যা, নইলে হয় তুই খুন হবি কিংবা আমি নিজেই খুন হব! টাকা,—টাকা,—টাকা,—উঃ! ম্যানেজার চায় টাকা, কামিনী চায় টাকা,—হয়ত' উনিও চান টাকা! মেয়ে জাতটার উপর আমার ঘেন্না ধরে গেল! কি,—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা,—দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা শীঘ্র! Get out!—নিকালো হিঁয়াসে!

(কামিনীর প্রস্থান)

উঃ! মেয়ে জাতটা কি? এদের জন্য কবিতা লেখা! দূর ছাই,—কবিতা লেখা আজ থেকে বন্ধ করব!

(খাতা খানি লইয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল)

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। কাল—সকাল।

[রেবা একখানি চেয়ারে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। ঘরটি মিঃ রায়ের, সামনে একখানি ছোট টেবিল,—রেবা ধীরে ধীরে তাহার উপর মাথা রাখিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হয়—সে যেন আকাশ পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতেছে। একটি রাত্রের মধ্যে তাহার চেহারার মধ্যে অসম্ভব পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, চোখ বসিয়া গিয়াছে,—চুল রুক্ষ; এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল শচীন—বয়স ২০।২৫, সুশ্রী যুবা।]

রেবা। কে?

শচীন। আমি,—রেবা! চম্‌কে উঠলে যে?

রেবা। তুমি? তুমি কেন এসেছ? সকাল হ'তে না হতেই কেন তুমি এসেছ?

(স্বরে তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল)

শচীন। এ কি বলছ তুমি রেবা?

রেবা। ঠিকই বলছি। বল—কেন এসেছ? কৈফিয়ৎ নিতে?

শচীন। না, কৈফিয়ৎ নিতে আসিনি। কিসের কৈফিয়ৎ রেবা?

রেবা। তবে, কেন তুমি এসেছ তা বলছ না কেন?

শচীন। আমি কি আজ নূতন তোমার কাছে এসেছি? অন্য কিছু মনে রাখতে না চাও,—রেখনা; কিন্তু আমরা একই বাড়ীতে থাকি—তাছাড়া আমি তোমার College-এর বন্ধু।

রেবা। College এ আমার আরও ত' অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু তারা ত' কই আসে না! তবে তুমিই বা কেন আসবে? উত্তর দাও! তোমার বাড়ীতে ভাড়া থাকি বলে কি—সময় নেই,—অসময় নেই; জ্বালাতন করতেই হবে?

শচীন। আমি যে তোমায় ভালবাসি রেবা!

রেবা। কেন,—কেন তুমি আমায় ভালবাসবে ?

শচীন। এ "কে"নর উত্তর হয় না, রেবা !

রেবা। উত্তর না হয়, তুমি আর আমার ঘরে এস না। আমি তোমায় ভালবাসি না,—একটুও না ! আমি তোমায় ঘৃণা করি, —ঘৃণা করি,—ঘৃণা করি !

শচীন। আমায় তুমি ঘৃণা কর রেবা ? এ কি বলছ তুমি ?

রেবা। উঃ ! কতবার বলব ? তোমায় আমি ঘৃণাই করি ! যাও এখান থেকে তুমি চলে যাও,—যাও ! Get out !

শচীন। আচ্ছা,—চলেই যাচ্ছি রেবা। Good bye !

(শচীনের প্রস্থান)

(রেবা চেয়ারে মাথা রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল—মিঃ রায়)

মিঃ রায়। এ কি করলি রেবা ?

রেবা। (মুখ তুলিয়া)—কি করলাম,—মেসোমশাই ?

মিঃ রায়। শচীনকে তুই অমন করে তাড়িয়ে দিলি ; একজন ভদ্রসন্তানকে এমন করে কি তাড়িয়ে দিতে হয় ?

রেবা। তার উপকার হবে বলেই তাড়িয়ে দিলাম ; এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায়ই ছিল না ; একজন ভদ্র সন্তানের নামে পাছে কোন কলঙ্ক লাগে,—তাই আজ তাকে অমন করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের পরিচয় কি ? আমি কে ? আপনি কে ? মাসীমাই বা কে ? বলুন !

মিঃ রায়। তবে শোন রেবা ! তোর বাবা ছিলেন পাঞ্জাবের একটা কলেজের Laboratory Assistant ; মাইনে খুবই সামান্য পেতেন—তবু কোন রকমে দিন চলে যাচ্ছিল।

একদিন তোর মা তোকে জন্ম দিয়েই তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ মারা যান। শোভার বয়স তখন বোধ হয় দুই আড়াই বৎসর;—কিন্তু দুর্ভাগ্য সেইখানেই শেষ হলনা। তোর বাবা তোর মায়ের শোক বোধ হয় সামলে উঠতে পারলেন না; এক মাস পরেই তিনিও মারা গেলেন।—তোর বাবার তরফের আত্মীয় পরিজন কেউই ছিলেন না,—তোর মায়ের তরফের ছিল,—একটিমাত্র বিধবা বোন—যাকে তোরা এখন মাসীমা বলিস। তোর মাসীমা অর্থাৎ নীলিমা শুনেছিলাম—বিধবা হবার পর থেকে তোর বাবার কাছেই থাকত; তারপর তোর মা আর বাবা যখন হঠাৎ এমনি ভাবে মারা গেলেন তখন তোদের দুবোনেরই ভার নীলিমাকেই নিতে হল;—কিন্তু নীলিমার তখন বয়স খুব অল্প,—তার উপর বিধবা! নীলিমারও নিজের বলতে কেউ ছিলনা; তাই তোদের দুটী ছোট বোনকে নিয়ে কোথায় যাবে,—কি করবে, এ নিয়ে দাঁড়াল এক ভীষণ সমস্যা; কিন্তু ভগবান বোধ হয় সমস্যা সমাধান করে দিলেন! সেই কলেজের প্রফেসর মিঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি তোদের আর তোর মাসীমাকে দিলেন আশ্রয়। এই ঘটনার দু'বছর পরে আমি গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে একটা Military Contract নিয়ে; তারপর বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে ঘটনাচক্রে এত বন্ধুত্ব হ'ল যে তাঁর বাড়ীতে আমি যেতাম; সেইখানেই আমার নীলিমার সঙ্গে প্রথম দেখা,—আর যে সব ঘটনা আজ বললাম, তা বিশ্বেশ্বর বাবুর কাছেই আমার শোনা!

রেবা। কিন্তু দয়া করে যিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি আমাদের তাড়িয়ে দিলেন কেন ?

মিঃ রায়। না, তিনি তোমাদের তাড়িয়ে দেন নি !

রেবা। তবে আপনি কি মাসীমাকে ভুলিয়ে এনে এখানে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করছেন ?

মিঃ রায়। না আমিও তাকে এখানে নিয়ে আসিনি। হঠাৎ দেখি, এক-দিন সে তোদের দুটী বোনকে নিয়ে আমার কাছে হাজির।

রেবা। কেন ? দয়া করে,—মিথ্যে কথা বলবেন না !

মিঃ রায়। সত্যই আমি বলব,—অবিশ্যি যতটুকু জানি। পাঞ্জাবে আমি Military Contract নিয়ে গিয়েছিলাম,—একথা আগেই বলেছি। বিশ্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে তখন আমার ভয়ানক বন্ধুত্ব,—কারণ সেখানে আমি আর তিনি ছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালীই ছিল না। যাই হোক্, সেই সূত্রেই নীলিমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—পরে সেটা খুবই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় দাঁড়িয়েছিল। তারপর আমার Contract শেষ হয়ে গেল,—আমি তোর মাসীমা আর বিশ্বেশ্বর বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। সে আজ ১৪।১৫ বছর আগের কথা।

রেবা। কিন্তু,—মাসীমা হঠাৎ আপনার কাছে চলে এলেন কেন ? বিশ্বেশ্বর বাবু কি ভাল লোক ছিলেন না ?

মিঃ রায়। কেন যে চলে এল,—তা জানি না ! তবে বিশ্বেশ্বরের মত চরিত্রবান্, গুণী ও পণ্ডিত লোক দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায় ! তিনি শুধু আমার বন্ধুই ছিলেন না,—তাকে আমি শ্রদ্ধাও করতাম।

রেবা। মাসীমা যে এখানে চলে এসেছেন,—সে কথা আপনি বিশ্বেশ্বর বাবুকে জানিয়েছিলেন ?

মিঃ রায়। হ্যাঁ,—চিঠি লিখেছিলাম কিন্তু উত্তর পাইনি। আর সে চিঠি পৌছিবার আগেই আমি তাঁর কাছ থেকেই প্রথম একখানা চিঠি পাই।

রেবা। কি লিখেছিলেন তিনি ?

মিঃ রায়। তিনি আমাকে তিরস্কার করেই চিঠি লিখেছিলেন। কারণ তার ধারণা যে নীলিমার এখানে চলে আসার জন্য আমিই নাকি দায়ী।

রেবা। আপনাকে দায়ী করার কারণ ?

মিঃ রায় কারণ, আমি পাঞ্জাব ছেড়ে চলে আসার সাতদিন পরেই, নীলিমা তোদের দুই বোনকে নিয়ে এখানে এসে হাজির।

রেবা। আপনি মাসীমাকে আশ্রয় দিলেন কেন ?

মিঃ রায়। না দিয়ে উপায় ছিল না রেবা। অন্ততঃ তোদের দুটী বোনের মুখ চেয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। পর পর কয়েকখানা চিঠি দিয়েও বিশ্বেশ্বরের কোনও উত্তর পেলাম না, হঠাৎ একদিন লোকমুখে শুনলাম,—নীলিমা চলে আসার পরের দিনই তিনি resignation দিয়ে কোথায় চলে গেছেন। তাই,— আশ্রয় না দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই আর রইল না। অকারণে অপরাধী হয়েই রইলাম! সম্ভব, অসম্ভব অনেকরকমে তাঁর খোঁজ করেছি,—কিন্তু কোন খবরই পাইনি।

রেবা। কিন্তু আপনি আর মাসীমা যে "মিঃ আর মিসেস্ রায়" সেজে লোকের চোখে ধুলো দিচ্ছেন,—এটা কি ?

মিঃ রায়। উপায় নেই বলেই,—আজ আমি "মিঃ রায়"! ওইটাই হচ্ছে আমার আসল পদবী।

রেবা। আপনার ঐ পদবী হতে পারে,—কিন্তু মাসীমার? আপনার বাড়ীতে আছেন বলেই কি মাসীমার পদবীটাও—ওই হবে? জানিনা,—ঐ সুযোগ নিয়ে আপনি মাসীমার—

মিঃ রায়। রেবা! ছিঃ! ওরে তোর মেসোমশায়ের যে ঐ পদবীই ছিলরে—পাগলি!

রেবা। আমায় ক্ষমা করুন,—(পা ধরিয়া) এতদিন না জেনে আপনার প্রতি কত অবিচারই না করেছি!

মিঃ রায়। ওঠ, পাগলি মা আমার! ছিঃ! কাঁদতে নেই! আর মা হয়ে ছেলেকে যদি কিছু বলেই থাকিস তাতে আর এমন দোষ কি? এই দেখ,—আমি একটুও রাগ করিনি।

(মিঃ রায় রেবার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল)

রেবা। (উঠিয়া—ও খানিকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া) আমার কিন্তু মাসীমার চাল-চলন একটুও ভাল লাগেনা।

মিঃ রায়। আমি একথা অস্বীকার করিনা; হয়ত নীলিমার একটা মোহ ছিল আমার ওপর! তাই সে বিশ্বেশ্বরের আশ্রয় ছেড়ে পাঞ্জাব থেকে সোজা আমার কাছেই চলে এসেছিল! কিন্তু এখানে এসে যখন সে পৌঁছাল তখন ক'লকাতা সহরটা যেন তার চোখে নেশা ধরিয়ে দিল! কিন্তু তোদের দুটী বোনের মুখ চেয়ে আর নীলিমাকে বিশ্বেশ্বরের মত বন্ধুর আশ্রিত জেনে সে নেশায় আমি ঝাঁপিয়ে পড়িনি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দিনের পর দিন,—শুধু মদই খেয়েছি; ভয় হয়েছিল,—একটা নেশা না থাকলে যদি অন্য নেশায় পড়ে

যাই! পূর্ব্বে আমি মদ ত' দূরের কথা—সিগারেট পর্য্যন্ত খেতাম না, মা! তোদের বাঁচাবার জন্যেই আমি নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংস করেছি, রেবা! আজীবন কুমার, ব্রহ্মচারী আমি,—কোনও কলঙ্ক ছিল না! সেই আমি,—আজ মাতাল আর চরিত্রহীন হয়ে দাঁড়িয়েছি! জীবনে কর্ম্মই ছিল একমাত্র সাধনা, ভোগের কথা মনেও আসেনি! দীর্ঘ পঁচিশ বছর কর্ম্মময় জীবনে কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দিইনি, কিন্তু আজ,—আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে; একে ভাগ্য ছাড়া—আর কি বলব!

[এমন সময় একজন বেয়ারা আসিয়া একখানি খাম মিঃ রায়ের হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; খাম খুলিয়া দেখিলেন খামের মধ্যে চিঠি। তিনি অবাক হইয়া চিঠি পড়িতে লাগিলেন)

"আমি এখনই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার জন্যই হোষ্টেল ছেড়ে এ বাড়ীতে এসেছিলাম। তোমরা ভাড়াটে বলে advantage আমি কিছু নিইনি, মনে করেছিলাম তুমি আমায় ভালবাস। বুঝতে পারিনি বলেই ভুল হ'য়েছিল,—পারত ক্ষমা কর'। ভুল মানুষেরই হয়"। ইতি "শচীন"

(রেবা ছুটিয়া দরজার কাছে গিয়া ডাকিল)

রেবা। শচীনদা,—শচীনদা!

(মিঃ রায় কক্ষান্তরে গমন করিলেন; ঠিক পরমুহূর্ত্তেই প্রবেশ করিল—বিনয়)

বিনয়। Hallo! কার জন্যে এত চেঁচাচ্ছ রেবা? শচীনের জন্য?

রেবা। Yes শচীন,—The man I love!

বিনয়। (উচ্চহাস্যে) হাঃ,—হাঃ,—হাঃ,—হাঃ! The man I love,—"You are hopelessly disappointed রেবা!

আজকেই তার Last show ছিল রেবা—সে বুঝে নিয়েছে যে এতদিন যে মেয়েটি তাকে ভালবাসত'—আজ সেই মেয়েটি হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে,—সেটা ভালবাসাই নয়!" অর্থাৎ তুমি নাকি বলেছ যে তাকে তুমি ঘৃণা কর। যা বলে গেল তাই তোমায় বললাম। The man I love—হাঃ,—হাঃ,—হাঃ!

রেবা। তুমি হাসছ?

বিনয়। কান্নার কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিনা রেবা!

রেবা। উঃ! তুমি কি মানুষ?

বিনয়। চোখে যে একেবারে অন্ধকার দেখছ তুমি; মানুষকে মানুষ বলে চিনতেই পারছনা!

রেবা। মানুষের দুঃখকে উপলক্ষ্য করে—ব্যঙ্গ ক'রতে তোমার এত ভাল লাগে? অথচ তোমাকে আমরা আত্মীয়ের মতই দেখি!

বিনয়। কি বল্লে,—দুঃখ? তোমাদের আবার দুঃখ! আর আত্মীয়ের কথা যা বললে, তার উত্তর হচ্ছে,—তোমাদের আত্মীয়তা হচ্ছে মানুষ ধরা কল ও ছল! এই হল তোমাদের একমাত্র পরিচয়। সব জানি,—ভণ্ড সেজে তোমরা সমস্ত সমাজটার চোখে ধুলো দিচ্ছ;—কান্না তোমাদের আদিখ্যেতা আর ন্যাকামি ছাড়া কিছুই নয়! পরিচয় কি তোমাদের?

(মিঃ রায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিলেন)

মিঃ রায়। (গুরুগম্ভীর স্বরে) Chatterjee!

বিনয়। By Jove! You are here! (শ্লেষভরে) Good Morning! আমি আপনাকে দেখতেই পাইনি। কেমন আছেন?

মিঃ রায়। Quite well. কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি ?

বিনয়। কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ত' এখানে আসি না, মিঃ রায় !

মিঃ রায়। সেজন্য কি লজ্জাও হয় না, Scoundrel ? Moral leper······

বিনয়। লজ্জা ? সেটা আপনারই হওয়া উচিৎ ; ভণ্ড-সাধু কোথাকার। Moral leper,—আপনি।

মিঃ রায়। Shut up ! Shut up I say।

বিনয়। আমিও আপনাকে বলছি, আপনি চুপ করুন ; ও মুখে বেশী কথা শোভা পায়না।

(বিনয়ের কথার শেষে মিঃ রায় হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন)

মিঃ রায়। Then I will shut your mouth for ever !

(গোলমাল শুনিয়া নীলিমা রায় দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল ও পরমুহূর্ত্তে মিঃ রায়ের গুলি নীলিমার বক্ষ ভেদ করিল, নীলিমা রায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল)

বিনয়। হাঃ, —হাঃ,—হাঃ ! Good bye to all !

(পট পরিবর্ত্তন।)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা।

(ইলা অর্গানের সম্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছিল)

কেমনে বাঁধিব ঘর,
মনে হয় মোর চারিদিকে আজ শুধুই বালুর চর !
মনে মনে যারে দিনু জয়টীকা,
সেও হল আজ শুধু মরীচিকা—
জানিগো দেবতা, জানি তব লিখা, ভীষণ ভয়ঙ্কর।
ছিল মনে মোর যত হাসি গান,
শুনিতে কি তুমি পাওনি পাষাণ ;
কুসুমের মালা হয়ে গেল ম্লান, ঝরিল ধূলির পর।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। Splendid ! কিন্তু বড় করুণ তোমার গান !

ইলা। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ মানুষের জীবনে আসে না বিনয়দা ! মাঝে মাঝে দুঃখ এসেও ছোঁয়া দিয়ে যায়।

বিনয়। তোমার আবার দুঃখ কিসের ইলা ?

ইলা। কেন, আমি কি মানুষ নই বিনয়দা ? আনন্দ আর দুঃখ মানুষের জীবনেই আসে ; আমি তার ব্যতিক্রম নই, গানটা তুমি চুরি করে শুনে নিলে ত' ?

বিনয়। কি ক'রব বল ? সাড়া দিয়ে এলে মাঝপথেই হয়ত' থেমে যেত।

ইলা। মাঝপথে অনেক কিছুই ত' থেমে যায় বিনয়দা ! তাই বলে তাকে নিয়ে দুঃখ করাটা—বিলাস।

বিনয়। বিলাস হ'তে পারে—কিন্তু এড়ানো যায় না।

ইলা। খুব যায় বিনয়দা, মানুষ যদি চেষ্টা করে ;—মানুষ যেখানে যত বেশী sentimental সেখানে দুঃখও তার তত বেশী ;—দুঃখটা মানুষের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের অনুভূতি মাত্র।

(সুজয়ের প্রবেশ)

সুজয়। ভুল বললি বোন। দুঃখই হচ্ছে জীবন। দুঃখের কষ্টি পাথরে যে জীবন যাঁচাই হয়ে যায়—সে জীবন সোনার মতই মূল্যবান। অন্তরের সমস্ত বেদনা দিয়ে যে অনুভূতির জন্ম—হোকনা সে দুঃখের, তারি মাঝে খুঁজে পাবি—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা! ইলা, বোন! তোর কি হয়েছে বলত' ?

ইলা। না, না—অমন করে কথা ব'লনা দাদা! কিছুই হয়নি আমার ; তবে মাঝে মাঝে মনে হয়—আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছি দাদা।

সুজয়। জীবনের পথত' সোজা নয় বোন। দীর্ঘ আঁকা বাঁকা এই পথ চলতে কত বাধা, ব্যতিক্রম আসবে, সব মানুষেরই আসে—আবার মানুষই তাকে অতিক্রম ক'রে চলে যায়। এ দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের বোন! শুধু একমনে প্রার্থনা করিস— "More light and space, Oh God" ! "আলো দাও, বিস্তার কর হৃদয় আমার, হে ভগবান" ! আচ্ছা,—আমি চলি—কেমন !

(প্রস্থান)

বিনয়। সত্যি ইলা,—তোমার কি হয়েছে বলত' ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি যেন নিজের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ শুরু করেছ,

এ অন্তর্দাহ কিসের ইলা ? কি চাও তুমি ? কোন পথে যেতে চাও ?

ইলা। ও কথা যাক্ বিনয়দা ! I am quite jolly now.

বিনয়। No,—you are not jolly Ila !

ইলা। আমার ত' তাই মনে হচ্ছে,—অবিশ্যি মানুষের sub-concious বা অচেতন মন বলেও একটা জিনিষ আছে সেটা স্বীকার করছি ;—আচ্ছা। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখত' বিনয়দা। Please look at me !

বিনয়। Oh,—you are beautiful !

ইলা। না, না—সে কথা জিজ্ঞাসা করছি না—জিজ্ঞাসা করছি, মালিন্যের কোন চিহ্ন কি আমার চোখে মুখে ভেসে উঠছে ?

বিনয়। তোমার এ ধরণের কথাবার্ত্তা আজ আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা ইলা। কি হয়েছে তোমার ?

ইলা। Oh ! absolutely nothing ! কিন্তু তবুও কেন বুঝতে পারছ না সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছিনা ;—আর বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে আজ যখন আমি তোমার কাছে স্পষ্ট হতে চাইলাম—তখনই তুমি আমায় বুঝতে পারলে না। মানুষ যখন মানুষকে বুঝতে পারেনা তখন তার চেয়ে বড় tragedy বোধ হয় মানুষের জীবনে আর কিছু হতে পারে না।

বিনয়। ইলা !

ইলা। কি বল ? (স্বগতঃ) Oh ! lift me as a cloud and a leaf, I fall upon the thorns of life, and I bleed !

বিনয়। ইলা—

ইলা। Please don't stop! বলে যাও বিনয়দা। আজ আমি তোমার সমস্ত কথাই শুনব—আর শুধু শুনব না—যতটুকু পারি স্পষ্ট ভাবে জবাব দেবার চেষ্টা করব। কি তবুও চুপ করলে কেন? দাদাত' কথাই বন্ধ করে দিয়াছে,—দাদু ও দেখছি আমাকে আজকাল avoid করেই চলেন। আচ্ছা,—আমি কি করি বলত' বিনয়দা? তোমার কি মনে হয় তোমাদের সকলের কাছেই আমি কোন অপরাধ করেছি?

বিনয়। না,—না। সে কি কথা ইলা! You are so very sweet!

ইলা। So very sweet,—নয়? আঃ! বড় চমৎকার লাগে ঐ কথাগুলো শুনতে; কিন্তু কেউ বলে না! তুমি বলবে,—দাদা বলবে,—দাদু বলবেন হয়ত' মানে—হ্যাঁ হয়ত তোমরা সকলেই বল, কিন্তু এমন অস্পষ্ট ভাষায় বল যে হয় আমি বুঝতেই পারিনা—কিংবা হয়ত কানে পৌছায় না।

বিনয়। ইলা! তোমার এই ধরণের কথাবার্তা দয়া করে থামাও। নিজের দুর্ব্বলতাই বড় বেশী প্রকাশ হয়ে পড়েছে। Past is past. অতীতকে বর্ত্তমানের সঙ্গে বাঁধতে যাওয়া শুধু ভুলই নয়—নির্ব্বুদ্ধিতা।

ইলা। অতীত,—আমার অতীত! এ সব কি বলছ বিনয়দা? তোমার কাছে কিছুই ত' লুকান নেই।

বিনয়। গোপন নেই বলেই ত' তোমার মনের কথা জানতে পারি।

ইলা। ওহো—হো! বুঝতে পেরেছি বিনয়দা। তুমি বোধ হয় সমর বাবুকে ইঙ্গিত করছ—নয়? একদিন সামান্য একটু ভাল লেগেছিল বলে সমর বাবু চিরকালই যে আমার মনে

অমর হয়ে থাকবে,—এ ধারণাটা তোমার অন্ততঃ মনে না হলেই আমি খুসী হ'তাম। আজকালকার মেয়েদের তুমি ভাল করেই চেন।

বিনয়। কিন্তু তুমিই যে মনে করিয়ে দিচ্ছ ইলা।

ইলা। আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি? কি বলছ তুমি বিনয়দা?

বিনয়। যা সত্য—তাই বলছি ইলা। অস্বীকার কর?

ইলা। অস্বীকার না হয় নাই করলাম, কিন্তু তাই বলে যে তাকে স্বীকার করে নিয়েছি—একথা তুমি ভাবছ কেন? বিশেষতঃ সমরবাবুকে হঠাৎ যে কেন আমার ভাল লেগেছিল সে কথা ভাবলে এখন আমার লজ্জাই হয়।

বিনয়। দেখ,—কিছু মনে কর না ইলা; লজ্জাটাই তোমাদের আনন্দ!

ইলা। তাহলে আমি সে জাতেরই নই বিনয়দা। লজ্জাই হল আমাদের আনন্দ—কথাটা আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়।

বিনয়। আচ্ছা। এসব কথা যাক্। সত্য করে বলত,—এতক্ষণ তুমি যে এত বকে গেলে—তাতে তুমি কি বোঝাতে চাও?। তুমি কি বোঝাতে চাও—সমরবাবুর প্রতি তোমার সত্যই কোনও অনুরাগ নেই?

ইলা। বোঝাতে চাই—কিন্তু তোমরা হতে দিচ্ছ কৈ? দিন রাত্রি কানের কাছে হয় তুমি, দাদু কিংবা দাদা—আকারে, ইঙ্গিতে, কিংবা ভাষায় তার কথাটাই স্মরণ করিয়ে চাও।

বিনয়। (আবেগ স্বরে) কিন্তু কেন দিই জান ইলা?

ইলা। আমার মন জানবার জন্যে।

বিনয়। ঠিক ধরেছ ;—কিন্তু এতে যে কত ব্যথা পাই তা তুমি বুঝতে পারনা ইলা।

ইলা। বিনয়দা! তার নাম করলে ব্যথাই যদি পাও, তবে অকারণে দিনের মধ্যে হাজার বার সেই নাম করে ব্যথাটাকে মিথ্যে মিথ্যে বাড়াও কেন?

বিনয়। তোমায় আমি আজও চিনতে পারলাম না, ইলা।

ইলা। সত্যি যদি চিনতে চেষ্টা ক'রতে তাহলে চেনা বোধ হয় শক্ত হত না ; কিন্তু ভুল করে এগিয়ে এসেছ বলেই পদে পদে বাধা পাচ্ছ।

বিনয়। কিন্তু তোমায় আমি কত ভালবাসি তা কি তুমি বোঝনা ইলা?

ইলা। যাকে আমি আত্মীয় ও বন্ধু বলে মনে করি ; তার ভাল না বাসাটাই অস্বাভাবিক বিনয়দা।

বিয়য়। শুধু আত্মীয়,—শুধু বন্ধু হিসাবেই তুমি আমায় দেখ? এর চেয়ে বড করে দেখতে পার না ইলা?

ইলা। কেন বিনয়দা,—আত্মীয় আর বন্ধু হয়ে কি তুমি খুসী নও? তবে কি চাও? বল,—কি চাও? Here I stand before you—নাও যে হিসাবে আমায় পেলে তুমি খুসী হও সেই ভাবেই গ্রহণ কর। Here I am for you.

(ইলা সোজা হইয়া বিনয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল—বিনয়ও দাঁড়াইল—কিন্তু ইলার মুখে অপ্রত্যাশিত ঐ সব কথা শুনিয়া—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শুধু দাঁড়াইয়া রহিল ; বিনয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িল)

ইলা। কি,—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? আমার ওপর তোমার

কি দাবী সেইটে দেখিয়ে দাও বিনয়দা? পারলে না? Hopeless! You are a coward! মুখে তোমরা যতখানি বল সেটা তোমাদের সাহসের কথা নয়—সেটা হচ্ছে তোমাদের দুর্ব্বলতা। আমি জানতাম—তুমি পারবে না; আজকালকার মেয়েদের মত যদি আমি হ্যাংলা হ'তাম, আর কোনদিনও যদি কাঙ্গালপনা তোমার চোখে পড়ত, তাহলে তুমি নিজে ঝাঁপিয়ে পড়তে; আমি নিজে তা নই জেনেই—তোমার সামনে আজ এমনিভাবে দাঁড়াতে সাহস করেছিলাম।

(বিনয় অসহায়ের মত একখানি চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিল)

ইলা। কি হল বিনয়দা?

বিনয়। মাথাটা কেমন যেন করে উঠল!

ইলা। দাও,—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

(ইলার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া বিনয়ের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল)

বিনয়। ইলা! আজ আমি সত্যই পরাজিত। মিথ্যা বোধ হয় চিরকালই সত্যের কাছে এমনি ভাবে পরাজিত হয়। আমায় ক্ষমা কর, মনে কর—সে বিনয়দার আজ মৃত্যু হল। সরল মনে স্বীকার করছি—ইলা। এ পরাজয়ে আমার একটুও ক্ষোভ নেই,—লজ্জা নেই,—এ আমার Glorious defeat! যাক্, আজ যখন পরাজয় স্বীকার করলাম তখন মনের সমস্ত গ্লানি এইখানেই ধুয়ে মুছে ফেলে দিয়ে যাব। দেখি,—আবার নূতন করে মানুষ হতে পারি কিনা। আমি মানুষ হতে চাই—ইলা!

ইলা। পার্বে বিনয়দা,—পার্বে? তা যদি পার তাহলে তোমায় আমি কোথায় স্থান দেব—জান?

বিনয়। কোথায় ইলা?

ইলা। আমার বুকে! তারপর আসুক ঝঞ্ঝা, আসুক বাধা, আমি ছোট বোনটি হয়ে সমস্ত আঘাতের হাত থেকে তোমায় আড়াল করে রাখব।

বিনয়। (ইলার হাত দুটী ধরিয়া) পারবি বোন,—পারবি?

(বিনয় একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল)

ইলা। কাঁদছ কেন বিনয়দা? আজত কান্নার দিন নয়,—আজ যে হাঁসতে হবে। পরাজয়কে যারা Glorious defeat বলে মনে করে, তারা ত' মাথা নীচু করে কাঁদে না,—তারা মাথা উঁচু করে হাঁসে!

মনে পড়ে,—রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—

"যা চেয়েছ তার কিছু বেশী দিব
বেণীর সাথে মাথা!

বিনয়। (চেয়ার ছাড়িয়া) ঠিক বলেছিস বোন্! আজ প্রথম আমি তোমার সামনে মাথা উঁচু করে, সোজা হয়ে দাঁড়াব!

ইলা। বাঃ! চমৎকার! ভায়েরা যখন এমনি করে বোনদের সামনে দাঁড়ায় তখন বড় আনন্দ হয় বিনয়দা! অহঙ্কারে সমস্ত বুকটা যেন ভরে ওঠে,—আজ প্রথম আমিও তোমায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

(এই বলিয়া ইলা বিনয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই প্রবেশ করিল বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি; ইলাকে বিনয়ের পদতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি যেন স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।)

বিশ্বেশ্বর। দিদিভাই !

(বিশ্বেশ্বর মুখাজ্জির ডাকে ইলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাদুকেও প্রণাম করিল ; পরে বিনয়ও তাহার অনুসরণ করিল ; বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি যেন আরও বেশী স্তম্ভিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল)

বিশ্বেশ্বর। দিদিভাই !

ইলা। দাদু !

বিশ্বেশ্বর। একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও' দিদি আমার সামনে

ইলা। এইত,—দাঁড়িয়েছি দাদু ! চুপ করে রইলেন যে ?

(বিশ্বেশ্বর অনেকক্ষণ ইলার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রইলেন)

বিশ্বেশ্বর। (স্বগতঃ) না,—না ! মালিন্যের কোন চিহ্নই ত' ফুটে ওঠে নি ! অনাঘ্রাতা কুসুমের মত এখনও অম্লান ! কিন্তু তবুও…"আলো দাও,—উদ্ভাসিত কর দেব, অন্তর আমার !"

ইলা। কই,—আজ আমাদের আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করলেন না দাদু ?

বিশ্বেশ্বর। (সবিস্ময়ে) কি বললি দিদিভাই ? আশীর্ব্বাদ ? তোমাকে ত' অন্তরের সব কিছু উজাড় করে দিয়েছি দিদিভাই !

বিনয়। কিন্তু আমি ? আমি ত' কিছুই পাইনি দাদু—

বিশ্বেশ্বর। (স্বগতঃ) এ কী পরীক্ষায় তুমি ফেললে দয়াময় ! মনে সন্দেহ রেখে বাহ্যিক আশীর্ব্বাদই বা করি কেমন করে ; ওতে আমার দিদিভাইয়ের যে অকল্যাণ হবে,—অমর্য্যাদা হবে ! (জনান্তিকে) আমি সব মানুষেরই কল্যাণ কামনা করি বিনয় ! তোমরা হলে অমৃতস্য পুত্রাঃ !

বিনয়। না দাদু,—তা হবে না, আজ আমাকে পৃথক ভাবে আশীর্ব্বাদ করতে হবে, সেই হবে আমার জীবনের পাথেয়—সেই হবে সম্পদ !

বিশ্বেশ্বর। বিনয়কে আমি আজ কি বলে আশীর্ব্বাদ করব দিদিভাই ?

ইলা। দাদাকে যা বলে আশীর্ব্বাদ করে থাকেন দাদু !

বিশ্বেশ্বর। (উল্লসিত হইয়া) It is light—heavenly light ! আমি ভগবানের কাছে এরই জন্ম প্রার্থনা করেছিলাম দিদিভাই ! আশীর্ব্বাদ করছি বিনয়,—শুধু ইলা বোনের নয়,—দুনিয়ার সমস্ত ভাইবোনের উপযুক্ত মর্য্যাদা যেন দিতে পার তুমি !

ইলা। আর আমায় দাদু ?

বিশ্বেশ্বর আজ তুমি যে আলো আমায় দেখালে তাতে আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি—তুমি যেন অন্ধকারের মাঝে আলোর শিখার মতই বেঁচে থাক !

(প্রস্থান)

বিনয় এখন আমায় কি করতে হবে বোন ? আজ থেকে তুমি আমায় পথ দেখাবে।

ইলা। শোভাকে খুঁজে বার করতে হবে তোমায়—যে কোন উপায়েই হোক্ ! তারপর তাকে আমার বৌদির উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে ।

বিনয়। তাদের কথা কি তুমি সবই জান বোন ?

ইলা। শুধু আমি নয়,—দাদু, দাদা,—সকলেই জানে।

বিনয়। কিন্তু এত জেনেও তোমরা আমায় বাড়ীতে আসতে বারণ করনি কেন বোন ?

ইলা। কারণ দোষীও অপাংক্তেয় নয় বলে,—কোন দোষই সংশোধনের বাইরে নয় বিনয়দা ! আজ যদি দোষীকে

আমরা অপাংক্তেয় করে দূরে সরিয়ে রাখি তাহলে দোষ কমবে না—বরং বেড়েই যাবে।

বিনয়। কিন্তু নীলিমা রায় আমার জন্যই মারা গেছেন।

ইলা। ভালই হয়েছে বিনয়দা, বাঙ্গালীর ঘরের বিধবারা যত শীঘ্র মারা যায় ততই ভাল। কি কষ্ট সহ্য করেই না তাদের বেঁচে থাকতে হয়! তাছাড়া নীলিমা রায়ের মত মেয়েছেলের বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। নীলিমা রায়ের মত মেয়ে আমাদের জাতির আর সমাজের কলঙ্ক!

পট পরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—রাস্তা। সময়—সকাল।

[Flood Relief Hospital Camp এর সম্মুখের রাস্তা ; দূরে একটা নদী দেখা যাইতেছে ; পথিপার্শ্বে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসিয়া রহিম সেখ ও কৈলাস মোড়ল তাহারা উভয়েই গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় লোক। কৈলাসের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—মাথায় কাঁচা পাকা চুল, গায়ে একটি উড়ানি! রহিম সেখের বয়স বোধ হয় কিছু কম, পরণে একটি লুঙ্গি, গায়ে একটি পিরাণ, মাথায় টুপি।]

কৈলাস। ঐ নদীটাকে দেখে আজ কি মনে হয় রহিম চাচা, ঐ রাক্ষুসীই একদিন আমাদের এই গ্রামটাকে গেরাস করেছিল?

রহিম। সেদিনের কথা ভাবলে আজও বুকের মধ্যেটা ভয়ে যেন জল হয়ে যায় কৈলাস খুড়ো!

কৈলাস। [illegible] আমাদের এই গেরাম কি ছিল—আর আজ [illegible]

কি হয়েছে ! দখিন পাড়াটার আর চিহ্নই নেই ! মানুষের বদলে সেখানে রাজত্বি করছে শিয়াল কুকুরে।

রহিম। ও সব কথা আর তুলনা খুড়ো ; ও সব কথা শুনলে ইচ্ছে করে—নিজের মাথাটা পাথরে ঠুকে ভেঙ্গে ফেলি ! (ছোট্ট মেয়েটা আমার,—তুমিও ত' দেখেছ খুড়ো—সবে কথা বলতে শিখেছিল, মাঠ থেকে আসবার পর সে যখন "আব্বাজান্,—আব্বাজান্" বলে গলা জড়িয়ে ধরতো, সারাদিনের পরিশ্রমটা আর মনেই থাকত না ! তার ওপর আমার বিবিজান্ ! উঃ ! খুড়ো,—রাক্ষসী তাদের কাউকেই বাদ দিল না !)

(কাঁদিয়া ফেলিল)

কৈলাস। কাঁদিস না রহিম চাচা ! কাঁদিসনে ! আমার কথাটা একবার ভেবে দেখত !—চার চারটে জলজ্যান্ত মরদ ছেলে নদীর চরায় কাজে গিয়েছিল—কিন্তু আর তারা বাড়ী ফিরে এলনা ! (আর কাকেই বা বাদ দিই ! কোথায় গেল ছিদেম মুদী ? কোথায় গেল ফকির বাগ্দী, কোথায় গেল ঈশাক্ ভায়া ? অথচ ফকির বাগ্দী আর ঈশাক্ ভায়ার মত এত বড় জোয়ান্ বোধ হয় এ তল্লাটেই ছিল না !)

রহিম। সত্যি খুড়ো ! তাদের মত জোয়ান শুধু এ তল্লাটে কেন, খুব কম জায়গায় দেখতি পাওয়া যায় ! (একদিনের ঘটনা,—তখন বর্ষাকাল ; দেখি ফকির আর ঈশাক ভায়া চলেছে ওপারে জমীদার বাড়ী জুড়ী গান শুনতে ! আমি বললাম "ও ফকির ভায়া, এই সন্ধ্যেয় ঐ রাক্ষুসী নদীকে তোরা বিশ্বাস করিসনি !" কিন্তু ফকির ভায়া কি উত্তর

দিয়েছিল জান খুড়ো ? বলেছিল—"আমাদের মত রাক্ষসের ভার যখন ঐ নদীর ওপর পড়বে—তখন ও রাক্ষুসী ঘুমিয়ে পড়বে রহিম চাচা—ঘুমিয়ে পড়বে; শুধু তোমাদের আশীর্ব্বাদটা যেন থাকে !"

কৈলাস। হুঁ ! কিন্তু ঐ রাক্ষুসীই শেষ পর্য্যন্ত তাদের গ্রাস করে ফেলল ! শুধু তাই নয়; ঈশাক্ ভায়ার বউটা না খেতে পেয়ে ঘরে মরে পড়ে রইল—কেউ জানতেও পারেনি। পরের দিন দেখি, শেয়ালে তাকে ঘর থেকে টেনে বাইরে এনে ফেলেছে ! বাঘের স্ত্রীকে আজ শেয়ালে কুকুরে টানাটানি করছে !—কি যুগই যে পড়ল রহিম চাচা, —কি যুগই না পড়ল !

রহিম। এ কথা ছাড়ান দাও খুড়ো—ভেবে আর কি করবে ? এখন কিস্তির টাকা আর খাজনা সম্বন্ধে কি করা যায়—সেই কথাই ভাব। জমিদার বাবু ত' এখানে থাকে না,—আমাদের এ অবস্থা বলিই বা কার কাছে ?

কৈলাস। মানুষ যখন বড়মানুষ হয় তখন তারা গরীব দুঃখীর কষ্ট বুঝতে পারে না খুড়ো,—বুঝতে পারে না।

(এমন সময় জমিদারের গোমস্তা শিবরাম সেই স্থানে আসিয়া হাজির হইল; বয়স তাহার অনুমান করা শক্ত ! ৩০ হইতে ৬০ এর মধ্যে যে কোন একটা সংখ্যা হইতে পারে। হাতে একখানি আদারি খাতা,—মাথায় প্রকাণ্ড টিকি,—জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়াই শোনা যায়)

কৈলাস। এই যে, পেন্নাম হই গোমস্তা মশাই !

রহিম। ছেলাম্ চক্কোত্তি মশাই;

(উভয়েই করজোড়ে শিবরামকে প্রণাম জানাইল)

শিবরাম। এই যে কৈলাস, এই যে রহিম, বলি—ভক্তির বহরটাত' খুব দেখছি; কিন্তু শুধু শুক্‌নো ভক্তি নিয়ে ত জমিদারী চলবে না! বলি,—আদায় পত্তর যে কিছুই হচ্ছে না! তোমাদের কি রকম বলত? সোজা কথায় তোরা দিবি,—না বাঁকা রাস্তা ধরতে হবে?

রহিম। এঁজ্ঞে! মানুষে কেমন করে দেবে বলুন?

শিবরাম। হেঁঃ,—হেঁঃ,—হেঁঃ! কি কথাই শোনালি রহিম! বলি,—কিস্তির টাকা বা খাজনা মানুষে দেবেনা ত'—শিয়াল কুকুরে দিয়ে যাবে? এতদিন যেমন করে দিয়েছিস্ ঠিক তেমনি করে দিবি। (সুর করিয়া) "কথায় যদি ভিজতো চিঁড়ে, গাছের মাথায় ফলতো হীরে!" সব প্রজা যেমন দেয়,—তোরাও তেমনি দিবি।

কৈলাস। সে কথা আমরা বলছিনা গোমস্তা মশাই! বলছি—বানে ত' আমাদের যা সর্ব্বনাশ করবার তা করেছে; তার ওপর আবাদি জমিগুলোতে এবার কিছুই হল না! আর হবেই বা কোত্থেকে বলুন? রাজ্যের বালি এসে জমিগুলোকে একেবারে মরুভূমি করে দিয়েছে! বালি ফুড়ে ত' ফসল গজাবে না চক্কোত্তি মশাই!

শিবরাম। বলি, খু-উ-ব যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছিস কৈলাস? বলি ব্যাপারখানা কি? বলি,—এসব মন্তর কি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে শিখেছিস তোরা? কথায় আছে, "পিঁপ্‌ড়ের পাখা ওঠে মরিবার তরে"—তোদের দেখছি সেই পাখনাই গজিয়েছে! বলে যাচ্ছি শোন—ঐ বালি খুঁড়ে যদি

ফসল না গজায়—তাহলে তোদের জন্য এক একটি কবর গজিয়ে উঠবে,—বুঝলি ?

রহিম। কবর গুলো তৈরি করবে কে,—চক্কোত্তি মশায় ? কবর তৈরি করবার আগেই তার হাত দুটো আর মাথাটা আস্ত থাকবে না ! ভুলে যেওনা চক্কোত্তি মশায়, "সহ্যেরও একটা সীমা আছে !"

শিবরাম। কি বললি রহিম ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? গাছের সঙ্গে বেঁধে তোর আর কৈলেসের পিঠের ছালটা ছাড়িয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত আমি করছি ! তোরাই হচ্ছিস্ দলের পাণ্ডা ; আর তোদের গুরু যিনি—অর্থাৎ ইংরিজি পড়া ডাক্তার বাবুটির শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছে ; বেশীদিন আর বাছাধনকে ফটকের বাইরে থাকতে হবে না,— বুঝলি ?

কৈলাস। দেখ চক্কোত্তি মশাই, আমাদের যা বলবার তা তুমি বল, অনর্থক নিরীহ ভদ্রলোকের নামে যা নয় তাই বলনা, - ভাল হবে না বলছি !

শিবরাম। ইস্ ! মন্দটা কি হবে শুনি ? "বিষ নেই কুলো পানা চক্কর !" কি করবি,—শুনি ?

রহিম। মাথাটা তোমার গুঁড়ো করে দেব চক্কোত্তি মশাই !

শিবরাম। কি বললি ? হতভাগা, পাজী, ছুঁচো, ছোট জাত !

রহিম। জাত নিয়ে গালাগালি করোনা চক্কোত্তি মশাই,—ভাল হবে না বলছি ; বেরাহ্মণ বলে এতক্ষণ চুপ করে আছি, কিন্তু জাত নিয়ে যদি গালাগালি কর—তাহ'লে চুপ করে থাকব না।

শিবরাম। কি করবি শুনি ?

কৈলাস। দেখবে? তোমার ঐ জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব চক্কোত্তি মশাই!—

(আগাইয়া গেল, ঠিক সেই সময়েই সেখানে প্রবেশ করিল শচীন)

শচীন। আহা-হা! এসব তোমরা করছ কি?

কৈলাস। এসেছ দাদাবাবু,—এসেছ? কর্ত্তাবাবু কি এসেছেন?

(এই বলিয়া কৈলাস ও রহিম শচীনকে প্রণাম করিল)

শচীন। না,—কর্ত্তাবাবু আসেন নি; আমাকেই আসতে হল; বাবার শরীর খারাপ—তাই দার্জ্জিলিং থেকে এতটা পথ আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। শুনলাম তোমরা নাকি কিস্তির টাকা বা খাজনা কিছুই দিতে চাইছ না? তার ওপর শুনলাম—তোমরা নাকি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ?

শিবরাম। সে ত চোখের সামনেই দেখতে পেলেন হুজুর! টাকা চাইতে গেলেই মারমুখি হয়ে দাঁড়ায়; ঐ দুই ব্যাটা মিলেই সমস্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে! আর ওদের মন্ত্রণা দিচ্ছে,—এখানকার ডাক্তার!

শচীন। আচ্ছা,—তুমি চুপ কর শিবরাম! ওদের কথা আমি ওদের মুখ থেকেই শুনতে চাই। ও হে কৈলাস,—এখন বল,—টাকা তোমরা দিচ্ছ না কেন?

কৈলাস। এঁজ্ঞে, টাকা আমাদের নেই; তার ওপর ফসলও কিছু হয়নি; প্রজারা টাকা কোত্থেকে দেবে বলুন?

শিবরাম। বিশ্বাস করবেন না হুজুর! ও বেটারা নাকি সুরে কেঁদে মন গলাতে চায়!

শচীন। আঃ! তুমি চুপ কর শিবরাম! বাংলা দেশের জমিদারের ছেলের মন এত নরম নয় যে সহজেই সে গলে,—জল হয়ে যাবে।

শিবরাম। এঁজ্ঞে তাত' বটেই—তাত' বটেই !

শচীন। আচ্ছা,—তোমরা বললে টাকা তোমাদের নেই—নয় ?

রহিম। সত্যি কথাই বলেছি হুজুর !

শচীন। বিশ্বাস করলাম—সত্যি কথাই বলেছ ! কিন্তু টাকা তোমাদের কোন রকমে জোগাড় করে দিতেই হবে।

কৈলাস। কেমন করে, কোত্থেকে দেব বলুন ? আপনি গ্রামটা একবার ঘুরে দেখুন—কি অবস্থায় আমরা আছি ! মরণ হয়নি বলেই বেঁচে আছি।

শচীন। রাস্তায় আসতে আসতে যে দৃশ্য আমি দেখেছি—গ্রামে ঢুকতে সাহস হয় না মোড়ল !

রহিম। তবেই বলুন, টাকা আমরা কেমন করে দেব ?

শচীন। হুঁ: ! বুঝি সবই ! কিন্তু টাকা না হ'লে জমিদারী চলবেনা—এ সোজা কথাটা তোমরা বুঝতে পারছ না ?

শিবরাম। এঁজ্ঞে ! ওরা আজকাল সোজা কথা বোঝেও না,—বলেও না !

শচীন। তুমি চুপ কর শিবরাম। এই নিয়ে তোমায় তিনবার সাবধান করলাম ! মনে থাকে যেন ! হুঁ:,—তারপর শোন কৈলাস ! শোন রহিম ! টাকাটা না পেলে জমিদারীটা যে লাটে উঠবে !

কৈলাস। আপনাদের অভাব কি আছে দাদাবাবু ? এ বছরটা কোন রকমে রেহাই দিন ; আসছে বছর ফসল যদি হয় আমরা সব শোধ করে দেব !

শচীন। আসছে বছরের জন্য আবার "যদি" রেখে দিচ্ছ যে কৈলাস !

কৈলাস। এঁজ্ঞে,—ফসল না হলে কোত্থেকে দেব বলুন ? ফসল ছাড়া

ত' আর আমাদের কোন সম্বল নেই। ভগবান আর মানুষ দুই-ই আজ বিরূপ হ'ল!

শচীন। কিন্তু ঐ সব কথা শুনলে ত' জমিদারী চলবে না।

রহিম। তাহলে আমাদের মাথাগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যান এই টুকু-ই আমাদের শেষ সম্বল। আল্লা যখন মরণ দিল না তখন মানুষেই দিক;—মরণই আমরা চাই দাদাবাবু। টাকা দেওয়ার চেয়ে—প্রাণ দেওয়াটাই সহজ এখন।

শচীন। আহা—হা! কর কি? ওঠ! দেখ—তোমাদের মাথাগুলো গুঁড়িয়ে দিলে যদি জমিদারী চলত' তাহলে না হয় মাথাগুলো গুঁড়িয়েই দিতাম, কিন্তু জমিদারি চালাতে হ'লে চাই টাকা—বুঝলে? তাই তোমাদের মাথাগুলো আর অনর্থক গুঁড়িয়ে দিতে চাই না।

(সমরের প্রবেশ)

সমর। সেটা আপনার সুবুদ্ধির পরিচয়।

(বলিতে বলিতে সমর সেই খানে প্রবেশ করিল, পশ্চাতে নমিতা)

শচীন। কে? ও কথার অর্থ?—অযাচিত উপদেশ ত আমি চাইনি।

সমর। মনে রাখবেন—ওরাই হল জমিদারীর মাথা। ওরাই হ'ল দেশের মাথা! তাই ওদের মাথাটাই যদি গুঁড়িয়ে দেন তাহলে সারা দেশটা আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জমিদারীটাও ভেঙ্গে পড়বে। কথা গুলো যদি উপদেশ বলে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকে—তাহলে প্রতিবাদ বলে মনে করুন।

শচীন। হুঁ,—বুঝলাম! কিন্তু আপনি—?

সমর। আমি এখানকার Relief Camp Hospital-এর ডাক্তার, আর উনি হচ্ছেন নার্স, —নমিতা!

শচীন। ওঃ! নমস্কার! কিন্তু আপনারা হঠাৎ এখানে যে—?

সমর। এঁকে অর্থাৎ নমিতাকে ষ্টেশনে পৌছে দিতে যাচ্ছি।

শচীন। কেন?

সমর। কারণ এঁর চাকরী গেছে—তাই?

শচীন। চাকরী গেছে? So soon?

সমর। অমঙ্গল যত শীঘ্র বিদেয় হয় ততই ভাল,—নয় কি? (বক্রোক্তি সহকারে)

শচীন। আর আপনার?

সমর। আমার চাকরিটাও গেছে; কিন্তু নড়বার হুকুম নেই,—কারণ আমার উপর আরও দুটো চার্জ্জ আছে—চুরি ও প্রজা বিদ্রোহ! তাই বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত আমায় এইখানেই থাকতে হবে!

কৈলাস। তাহ'লে সত্যই আমাদের ছেড়ে চল্লে--দিদিঠাকরুণ?

নমিতা। কি করব বল? ওরা আমায় থাকতে দিলনা, অথচ ইচ্ছে ছিল প্রাণভরে তোমাদের সেবা করি!

রহিম। দুঃখু ক'রোনা বহিন্! ওরা বোধ হয় কাউকেই থাকতে দেবেনা; যাবার আগে তোমায় হাজার হাজার সেলাম জানাই; আল্লা যেন তোমার ভাল করেন!

কৈলাস। আমরা বড় গরীব দিদিঠাকরুণ,—তার ওপর মুখ্যু; দোষ যদি কিছু করে থাকি—ক্ষমা কর! গরীব আর মুখ্যু বলে আমাদের যেন ভুলে যেওনা!

নমিতা। তোমাদের কি ভুলতে পারি কৈলাস? তুমি, রহিম—এরা

যে আমার ভাই! ভাই যদি গরীব হয় তাহলে তোমাদের বোনটীকে গরীব বলেই জেন। আশীর্ব্বাদ করে যাই তোমাদের গ্রামে আবার যেন হাঁসি ফুটে ওঠে! আচ্ছা,—আমরা এখন যাই, —ট্রেণের সময় হয়ে এসেছে।

কৈলাস। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি দিদিঠাকরুণ! যাবার সময় চোখের জল ফেলে আজ তোমার অমঙ্গল করব না;—কিন্তু ফিরে এসে যখন বুঝতে পারব তুমি আর নেই—তখন বোধ হয় এ চোখ দুটোকে বাঁধতে পারব না।

সমর। না—না—এতে কাঁদবার কি আছে? একজন চলে যায় আর একজন আসে—এই ত' নিয়ম! চিরদিনের জন্য ত' এ দুনিয়ায় কেউ আসেনি কৈলাস!

রহিম। ডাক্তার বাবু! আপনার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না? আপনি পাথর—না দেবতা?

সমর। কিছুই নই,—আমি সামান্য মানুষ! আচ্ছা,—চল—এখন যাওয়া যাক্। (শচীনকে উদ্দেশ্য করিয়া) আচ্ছা,—নমস্কার!

শচীন। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।

সমর। না—না, কেন অনর্থক এতখানি পথ আপনি যাবেন? কষ্ট হবে আপনার।

শচীন। দেশে ত' দেখছি সকলেই কষ্ট পাচ্ছে, তার তুলনায় পথ চলাটা আমার খুব বেশী কষ্ট বলে মনে হবেনা ডাক্তার বাবু!

নমিতা। আপনার কথা শুনে সুখী হ'লাম; কিন্তু এ কষ্টের প্রতিকার

যদি করতে পারেন তাহলে আমি নিজে এসে আপনাকে আমার প্রণাম জানিয়ে যাব। ওরা বড় দুঃখী! ওদের কথা আপনি একটু মনে রাখবেন—এই আমার অনুরোধ! ওরা আজ রিক্ত,—ওরা আজ অসহায়!

শচীন। আহা,—হা! এতে অনুরোধ করবার কি আছে? আর আপনি ত' আমার প্রজা নন! আপনি কেন আমায় এমন করে অনুরোধ ক'রছেন?

নমিতা। যাদের জন্য অনুরোধ করছি—তারা আমার ভাই! তারা আমার ছেলে! তাই দুঃখী ভাইয়ের জন্য আজ আমি রাজা ভাইয়ের কাছে আমার শেষ অনুরোধ জানিয়ে চললাম,—আশা করি রাজা ভাই সে নামের মর্য্যাদা নিশ্চয় রাখবেন—এখন চলুন—

(সকলে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—শিবরাম অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল)

শিবরাম। উঃ! মাগী যেন কথার ছুঁচোবাজী! ফরফর করে সমান তালে কথা বলে গেল! ধন্য বুকের পাটা বলতে হবে!

(গজাননের প্রবেশ)

গজানন। কার আবার বুকের পাটা দেখলে খুড়ো?

শিবরাম। এস গজু! নার্স মাগীর মুখে যেন খৈ ফুটছে গজু; উকিল হলে হাকিমের মুখে চুনকালি পড়ত। যাবার আগে আচ্ছা প্যাঁচ কষে গেল গজু। ভানুমতির খেলকেও হার মানায়। রাজা ভাই! উঃ,—সে কি ডাকরে দাদা! যেন ডাইনির ডাক গজু—তাই রাজা ভাই পায়ে হেঁটে

ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌঁছাতে গেলেন ; এদিকে ঘরে বসে এক গ্লাস জল ঢেলে খাবারও ক্ষেমতা নেই ।

গজানন। কিন্তু যাই বলো খুড়ো ; হুজুরের মতিগতি বেশ বোঝা যাচ্ছে না ; সর্ব্বদাই হাঁসিখুসী ভাব দেখে মনে যে কি আছে বোঝা ভার ! মোদোমাতাল হলে—ভাবনা ছিল না খুড়ো ! কি যে হবে ভগবানই জানেন !

শিবরাম। জমিদার আর প্রজা চরিয়ে মাথার চুলগুলো পাকিয়ে ফেলেছি গজু ! একটা ছোট ছেলেকে ভয় খেতে হবে ? এখনও যার ভাল করে চোখ ফোটেনি,—সে এসেছে জমীদারী দেখতে ! কিছু ভেবোনা গজু ! আমি যখন আছি, তখন একটি চুলেও তোমাদের টান পড়বে না। চল, এখন বাড়ী ফেরা যাক ।

(প্রস্থান)

পটপরিবর্ত্তন ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মেদিনীপুরস্থ জমিদার বাটীর কক্ষ। সময়—সন্ধ্যা ।

[জমিদারের গোমস্তা—শিবরাম চক্কোত্তি একলা ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারী করিতেছিল—কোন বিষয়ে যেন বিশেষ চঞ্চল বলিয়া মনে হয় ।]

শিবরাম। উঃ,—মাগী যেন কথার তুবড়ী !—রাজাভাই ! আচ্ছা চালই চেলে গেল যাহোক্ ! এ যেন দাবাবড়ের কিস্তির চাল। এদিকে রাজাভাইয়ের যা মনের অবস্থা দেখছি,—তাতে মাত্ হয়ে বোধ হয় আর বেশী দেরী নেই ।

(এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল শচীন)

শচীন। এই যে শিবরাম—তুমি দেখছি আগেই এসে হাজির।

শিবরাম। এঁজ্ঞে.— আপনি যখন তলব করে পাঠিয়েছেন তখন কি না এসে থাকতে পারি? তা—আপনি এখন কোত্থেকে আসছেন? সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে; আপনার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে একটু ভাবনায় পড়েছিলাম। না, না. হুজুর! দিনকাল বড় খারাপ,—এসময়ে এরূপ একা বেড়ান উচিত হবে না।—প্রজাদের মতিগতির কিছুই ঠিক নেই এখন।

শচীন। তাইত' একবার সমস্ত গ্রামটা ঘুরে ফিরে দেখে এলাম শিবরাম।

শিবরাম। তাইত' দেখছি! আপনার জুতা আর পা ধুলোয় একেবারে লাল হয়ে উঠেছে; দিন —আমি মুছিয়ে দিই!

(এই বলিয়া সত্যই নিজের চাদর দিয়া পা মুছিবার জন্য শিবরাম অগ্রসর হইল)

শচীন। থাক্-শিবরাম,—থাক্! এখন আমার পা বাঁচাবার চেষ্টা না করে—মাথাটা কেমন করে রক্ষে হয় সেই কথা বল'। আমাদের বংশে কারুর মাথা হেঁট হয়নি—কিন্তু আজ যদি একজন মেয়েছেলের কাছে মাথাটা হেঁট হয়ে যায়—তাহলে লজ্জা রাখবার যে ঠাঁই থাকবেনা!

শিবরাম। আপনি কিছু ভাববেন না হুজুর! আমি সব ঠিক করে দেব আপনি শুধু ঐ মেয়েছেলেটির কথা ভেবে নরম হয়ে পড়বেন না;—একটু শক্ত হয়ে থাকুন,—দেখবেন সুড়সুড় করে খাজনা পত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

শচীন। তুমি পাগলা হয়েছ শিবরাম? নরম হ'ব আমি? তাও

আবার মেয়েছেলের কথা শুনে? আচ্ছা,—শিবরাম! ঐ যে দূরে—বাগানটার শেষে—যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে ও ঘরখানা কি জান?

শিবরাম। এঁজ্ঞে তা আর জানি না? কর্ত্তাবাবুদের আমলে কর্ত্তাবাবুরা বড় বড় বাইজী আনিয়ে ওখানে বসে আমোদ আহ্লাদ করতেন। ওর নাম 'কুঞ্জ ঘর'!

শচীন। শুধু বাইজীদের নিযে নয় শিবরাম! আশে পাশের গ্রাম থেকে অনেক ভদ্রমেয়েও ওখানে এসে চুপি চুপি রাত কাটিয়ে যেত! জমিদার বাড়ীর ঐ "কুঞ্জঘরে" একটা রাতও অন্ততঃ না থেকে গেছে এমন মেয়ের সংখ্যা এ গ্রাম আর আশে পাশের গ্রাম মিলিয়ে খুব বেশী না হলেও—সংখ্যা তাদের নেগাৎ কম ছিল না!

শিবরাম। এঁজ্ঞে সে কি আর আমি জানি না!

শচীন। (স্বগতঃ) তা ত জানবেই শিবরাম! তোমার বাবা ঐ করেই ......(জনান্তিকে) যাক্—সে কথা, সেই ঘরের ছেলে আমি, শিবরাম! যে বাড়ীর কর্ত্তারা প্রয়োজন হলে ভদ্র মেয়েদের পর্য্যন্ত পাইক পাঠিয়ে ধরে আনতো, সেই ঘরের ছেলে আমি,—আমি ভুলব একটা মেয়েছলের কথায়? (হাস্য) আমি এখনও এত নরম হয়ে যাইনি। এই বাড়ীর রীতি পদ্ধতি সবই আমার রক্তে আর অস্থিমজ্জায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমি এমন শক্ত হব—যে তেমন শক্ত হ'য়ে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কেউ কখনও জমিদারী শাসন করেনি,—বুঝলে শিবরাম? দেখিয়ে দেব,—জমিদারী শাসন কাকে বলে! বুঝেছ?

শিবরাম। এঁজ্ঞে বুঝেছি বই কি! আপনি হলেন কত বড় বংশের ছেলে। শুনেছি কর্ত্তাবাবুদের আমলে—বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত! সেই বাড়ীর ছেলে আপনি,—সামান্য কটা প্রজাকে ঠাণ্ডা করতে পারবেন না?

শচীন। তুমি ঠিক বলেছ শিবরাম। আজ তাদের এমন ঠাণ্ডা করে বাড়ী পাঠাব যে চিরদিন যেন তারা মনে রাখতে পারে! শুধু তুমি একটু শক্ত হয়ে থেক।

শিবরাম। তাহলে ওদের এখন ডেকে আনি,—প্রজারা প্রায় সকলেই এসে হাজির হয়েছে।

শচীন। এর মধ্যেই হাজির হয়েছে সব? কতক্ষণ এসেছে? বিদ্রোহী যারা—তারা হুকুম তামিল করে কেন? বলতে পার,—হুকুম তারা তামিল করে কেন?

শিবরাম। ঘণ্টা খানেকের ওপর হবে এসেছে। ভয়ে হুজুর,—ভয়ে! পুঁটিমাছের প্রাণ—ডাঙ্গার কাছেই ওদের ফড়্ফড়ানি!

শচীন। ঘণ্টা খানেকের ওপর! তাহলে আমারই দেরী হয়ে গেল—বল? আচ্ছা,—ওদের কিছু খেতে দিয়েছ শিবরাম?

শিবরাম। (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) ওদের খেতে দেব? কি বলছেন হুজুর?

শচীন। ঠিকই বলছি শিবরাম,—ঠিকই বলছি! আগে ওদের খেতে দাও—তারপর শাস্তি ত আছেই! আদরের পর অনাদর আরও নির্ম্মম হবে—বুঝলে?—তা ছাড়া পুঁটি মাছ—কতই বা খাবে শিবরাম? আগে ওদের পেটভরে, ভাল করে খেতে দাও—তারপর ওদের আমি এমন শাস্তি দেব যে তুমিও চমকে উঠবে। পেট ভরে খেতে দেবার পর

শাস্তি,—এ একটা নূতনত্ব হবে শিবরাম ! যাও—যা বললাম সেই কাজটা—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করে তবে আসবে,—আর একটা কথা গজাননকে আসতে বলেছিলাম.—সে যদি এসে থাকে তাহলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে,—বুঝলে ?

(শিবরাম সম্মতি জানাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, পরক্ষণেই প্রবেশ করিল, গজানন)

গজানন। পেন্নাম হই হুজুর!—মা তারা—ব্রহ্মময়ী ! সবই তোমার ইচ্ছা !

শচীন। গজানন ! আমি এখানে কেন এসেছি,—আর তোমাকেই বা কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা বোধ হয় তুমি জান ? অল্প কথায় জবাব দেবে ;—সময় অল্প—কাজ অনেক ! ন্যাকামি বা বেয়াদপি কোনটাই সহ্য হবে না ।

গজানন সব না জানলেও,—কিছু জানি বটে !

শচীন। তবে শোন ; বাবা এখানকার Hospital-টা start করেছিলেন ; তারপর অবিশ্যি সরকারী সাহায্যও পাওয়া গেছে। বাবার কাছে খবর গেছে যে এখানকার ডাক্তার বাবুর স্বভাব চরিত্র নাকি ভাল নয়।—তার ওপর তিনি store থেকে জিনিষপত্তর সরিয়ে Black market করেছেন,—আর আমাদের প্রজাদেরও নাকি তিনি বিদ্রোহী করে তুলেছেন। কিন্তু বাবার শরীর খারাপ,—সামান্য কারণে দার্জ্জিলিং ছেড়ে তিনি আসতে পারলেন না ; আমাকেই আসতে হ'ল ! আমি এখানকার প্রাথমিক enquiry করে S. D. O. সাহেবের কাছে আমার

report দাখিল ক'রব ;—তারপর তাঁরা বিচার করে যাকে দোষী মনে করবেন তাকে উচিত শাস্তি দেবেন। কথাগুলো কানে গেছেত ?

গজানন। তা—আমায় কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন !

শচীন। না,—করতে কিছুই হবে না ! শুধু আমি যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার সঠিক উত্তর তুমি দেবে। আমায় ফাঁকী দিতে যেওনা; —পারবে না। তোমরা কয়জনে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলে Head office এ—তাতে তোমার, গোমস্তা শিবরাম চক্রবর্ত্তীর, পাশের গ্রামে হরিধন সামন্তর আর P. W. D-র Contractor—কি যেন নাম, —সই ছিল।—দরখাস্ত খানা বাবার কাছে পাঠান হয়েছিল—সেটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি ;—দরখাস্তে যে তুমিও সই করেছিলে—এ বোধ হয় অস্বীকার করবে না ?

গজানন। এঁজ্ঞে—এঁজ্ঞে। মানে ধরুন না হুজুর……

শচীন। থাক্ ! বুঝলাম ;—এখন বলত' ডাক্তারবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কি মত ? জেলে যাবার ভয়—ডাক্তার বাবুর চেয়ে তোমাদেরই বেশী আছে—জেন। কারণ ডাক্তার বাবুর সম্বন্ধে আমি গ্রামের সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি ;—তারা ওঁকে দেবতার মতই ভক্তি করে—অবিশ্যি তোমরা ক'জন ছাড়া,—যাক্ ! এখন আমার কথার উত্তর দাও !

গজানন। আমি এঁজ্ঞে, নিজের চোখে বিশেষ কিছুই দেখিনি ;—তবে হারাধন আর ঐ P. W. D.-র Contractor নমিতাদির পিছনে ভীষণ লেগেছিল ; কিন্তু শেষে কোন রকমেই তাকে বাগে আনতে না পেরে,—শেষ পর্য্যন্ত তারা ঐ বলে

দরখাস্ত লিখে পাঠাল—আমাকে জোর করে সই করিয়ে নিল।—ধর্ম্মসাক্ষী,—আমি নির্দোষ!

শচীন। হুঁ! ষ্টোরের কি কি জিনিষ চুরি গেছে?

গজানন। এঁজ্ঞে,—২০।২২ টিন কেরোসিন তেল—আর আধমণ আন্দাজ সাবু—আর,—আর—,

শচীন। লোকের মুখে শুনলাম—সে ত' নিজেই তুমি সরিয়ে ফেলে, হারু মুদিকে বিক্রি করে এসেছিলে! হারু মুদি নিজে আমায় এ কথা বলেছে; ডেকে পাঠাব তাকে? নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছো—গজানন! মনে রেখো—

গজানন। (শচীনের পা জড়াইয়া ধরিয়া) হুজুর! আমায় রক্ষা করুন হুজুর! আমি ওদেরই পরামর্শে এই সব কাজ করেছি।

শচীন। পা ছাড়—গজানন! কয়টিন কেরোসিন তেল চুরির অপরাধে—একজন ডাক্তারকে দোষী করা যায় না—গজানন! তার ওপর আবার আধমণ সাবু!—হাঁসালে! শোন গজানন—ডাক্তারবাবুকে তোমরা এমন কিছু কাবু করতে পারনি যে সেই ভয়ে তিনি ষ্টোর থেকে চুরি করে আধমণ সাবু খেয়ে ফেলবেন! তাহলে এখন এই প্রমাণ হচ্ছে—যে তার চরিত্র সম্বন্ধে যা লিখেছিলে—সেটা নিছক মিথ্যে; আর ষ্টোর থেকে যে চুরি হয়েছে সেটা অবিশ্যি সত্যি; কিন্তু চুরিটা ডাক্তারবাবু করেননি,—করেছ তুমি নিজে, গজানন—কেমন? আর প্রজা-বিদ্রোহ সম্বন্ধে যা লিখেছিলে—সেটা যে নিছক মিথ্যে—তা আমি এখানে এসে নিজেই জানতে পেরেছি! তুমি রাত্রে এখানেই থাকবে; কারণ

কাল সকালেই S. D. O. সাহেব আসবেন ;—তুমি হ'লে আসল সাক্ষী—তাই তোমার সাক্ষ্যটা আগে দরকার—যাও,—এখন খেয়ে দেয়ে কাছারী বাড়ীতে শুয়ে পড় !

(গজানন চিন্তিত মনে কক্ষ ত্যাগ করিলে,—সেই কক্ষে প্রবেশ করিল ডাঃ সমর বন্দ্যোপাধ্যায়)

সমর। নমস্কার,—শচীন বাবু !

শচীন। আসুন। কিন্তু আপনি আমাকে শচীন বাবু বলে ডাকবেন না—কারণ বয়সে আমি অনেক ছোট !

সমর। কিন্তু সম্মানে যে—অনেক বড় ! এখানকার জমিদার পুত্র—ভাবি জমিদার—আপনি !

শচীন। আর লজ্জা দেবেন না সমরদা !

সমর। আচ্ছা,—এখন বল আমাকে কি জিজ্ঞাসা করতে চাও ?

শচীন। জিজ্ঞাসা করবার কিছু নেই।

সমর। সে কি ? Enquiry কি তোমার শেষ হয়ে গেছে ?

শচীন। হ্যাঁ—সমরদা,—Enquiry আমার শেষ হয়ে গেছে ;—প্রধান আসামীরা ধরা পড়ে গেছে ; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গজানন, আমার গোমস্তা শিবরাম, P. W. D-র Contractor এবং পাশের গ্রামের হরিধন সামন্ত ! ভালই হয়েছে—আরও অনেক কীর্ত্তি বার হয়ে—ওদের জানতে পেরেছি সমরদা ;—এ যেন "শাপে বর হয়ে উঠলো !"

সমর। তাহলে—কালই আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই শচীন,—কিন্তু তার আগে জেনে যেতে চাই,—এখানকার প্রজাদের সম্বন্ধে তুমি কি করলে ?

শচীন। আমি কি করতে পারি—তা আপনি বলে দিন সমরদা !

সমর। সেকি ! তোমার জমিদারী—তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে ! তাছাড়া এরা ত' তোমারই প্রজা !

শচীন। আমার প্রজা,—কিন্তু এরা যে আপনার ভাই,—সে কথাটা কি ভুলে যাচ্ছেন সমরদা ?

সমর। না,—ভুলে যাইনি ; কিন্তু আমি হ'চ্ছি এদের গরীব ভাই—রাজা ভাইয়ের হাতে সমস্ত বিচার ছেড়ে দিয়েছি ;—তা ছাড়া শুধু মুখের কথায় ত' এরা বাঁচবে না ;—এদের বাঁচাতে হলে,—চাই টাকা—চাই অন্ন !—সে তুমিই দিতে পারবে ভাই ! তবে এইটুকু বলতে পারি,—এদের যদি বাঁচিয়ে রাখতে পার—তাহ'লে তোমার জমিদারীটাও বেঁচে থাকবে।

শচীন। আচ্ছা,—তাহ'লে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারি সেটুকু আপনার সামনেই করে ফেলি ;—কারণ সত্যিই যদি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যান—তাহলে নমিতাদিকে অন্ততঃ বলতে পারবেন যে তাঁর রাজাভাই তাঁর সম্মান রাখতে পেরেছে—কিনা !—ওরে,—কে আছিস্ বাইরে ? একবার শিবরামকে পাঠিয়ে দে ত !

(কয়েক মিনিট পরে শিবরাম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল)

শচীন। এই যে শিবরাম ! এঁকে চিনতে পার ? ইনিই ত' আমাদের প্রজাদের বিগড়ে দিচ্ছেন—নয় ?

শিবরাম। এঁজ্ঞে ! মানে—মানে—লো—লো—লোকে ত' তাই……

শচীন। তা, তুমি এমন করছ কেন শিবরাম ? আরে ছিঃ ! তুমিও ভয় পেয়ে গেলে ? আর আমাকে বল শক্ত হ'তে !

আমার জমিদারীতে দাঁড়িয়ে,—আমারই সামনে, তুমি সামান্য একজন অপরাধীকে দেখে ভয় পেয়ে গেলে শিবরাম? আরে ছিঃ! তুমিই দেখছি জমিদারীটাকে লাটে তুলবে! আচ্ছা,—কৈলাস মোড়ল আর রহিম সেখকে ডেকে আন।—গুরুর সামনে শিষ্যদের একটু শিক্ষা দিয়ে দিই;—কি বল? আর শোন,—তুমিও এই ঘরে উপস্থিত থাকবে—বুঝলে?

(শিবরাম ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল—এবং পরমুহূর্তেই কৈলাস ও রহিমকে লইয়া সেই কক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিল)

রহিম ও কৈলাস। } পেন্নাম হই দাদাঠাকুর

(উভয়েই দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া মাটীতে উবু হইয়া বসিল)

শচীন। তোমাদের খাওয়া হয়েছে ত'?

রহিম। আজ অনেকদিন পরে পেট ভরে খেতে পেলাম দাদঠাকুর! আল্লা আপনার মঙ্গল করবেন।

কৈলাস। দাদাঠাকুর! আমি জানতাম আপনারা কেউ এলে আমাদের দুঃখু কষ্টটা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

শচীন। আচ্ছা,—ও কথা যাক্! খাজনা বা কিস্তির টাকা বলছ তোমরা দিতে পারবে না, এখন আমি কি করি বলত?—টাকা আমার চাই!

কৈলাস। দয়া করে মাপ করে দিন হুজুর! ভগবান যদি মুখ তুলে চান—তাহলে আমরা নিজে এসে শোধ দিয়ে যাব।

শচীন। আচ্ছা,—মাপই করে দিলাম তোমাদের খাজনা! শুধু তাই

নয়—যাদের ঘরে একান্তই অনটন তাদের তুমি কিংবা রহিম সঙ্গে করে আমার কাছে নিয়ে আসবে;—আমি এখান থেকে যৎটুকু পারি সাহায্য করব। নূতন ধান উঠতে এখনও একমাস দেরী—ততদিন একান্ত যারা খেতে পায়না তাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত আমি করে দেব—এইবার তোমরা খুসী হয়েছ রহিম ?

কৈলাস। শুধু খুসী হুজুর ! মনের কথা কেমন করে জানাব—তাই বুঝতে পারছিনা হুজুর ! আজ যে কিছুই আমরা বলতে পারছি না ! তবে এই কথা বলে যাই,—যদি বেঁচে থাকি, আর ভগবান যদি মুখ তুলে চান,—তাহলে এই জমিতেই সোনার ফসল ফলাব ! ভাঁড়ারের যেটুকু জায়গা আমাদের জন্যে খালি হবে—সেটা আমরা একদিন না একদিন ভরে দেবই দেব। সমস্ত শক্তি দিযে এই মরুভূমিকে আবার আমরা উর্ব্বরা করে তুলবো !

শচীন। বোকার মত কাজ করেছি বলে কি মনে হচ্ছে, শিবরাম ?

শিবরাম। আপনার জমিদারী, আপনি যা ভাল বুঝেছেন,—করেছেন—এতে আর আমাদের মতামত কি থাকতে পারে হুজুর !

শচীন। গত বছর পদ্মদীঘিটা সংস্কার করতে—কত খরচ পড়েছে শিবরাম ?

শিবরাম। আজ্ঞে,—হুজুর—খাতাটা একবার না দেখলে বলি কেমন করে !

শচীন। আমি আনা পাইয়ের হিসেব চাইছি না ; মোটামুটি কত খরচ পড়েছিল তাই বলো ?

শিবরাম। তা, আন্দাজ—হাজার দশেক পড়েছিল হুজুর !

শচীন। হুঁ!—কিন্তু জল নেই কেন?

শিবরাম। এঁজ্ঞে হুজুর! ঐ বলে কিনা,—বানে নদীর দিকের পাড়টা ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে,—সব জল বার হয়ে গেছে।

শচীন। বেনোজল ঢুকে ঘরের জল বার করে নিয়ে গেল,—আর তোমরা কিছুই করতে পারলে না শিবরাম? কিন্তু তোমার বাড়ীর পাশে ডোবাটায় ত দেখলাম,—বেশ জল রয়েছে!

শিবরাম। আজ্ঞে হুজুর! দেবতার কোপ কখন কোথায় পড়ে তার কিছু কি ঠিক আছে?

শচীন। হুঁ! দেবতা তুমি মান শিবরাম?

শিবরাম। সে কি কথা হুজুর! এখনও চন্দর সূর্য্যি উঠ্‌ছে,—দিন রাত হচ্ছে—আর দেবতা মানবো না? কিন্তু এত কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন কেন হুজুর?—আপনি কি আমায় বিশ্বাস করেন না?

শচীন। জমিদারের গোমস্তা যে ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হবে—এ আশা আমি করি না শিবরাম! কিন্তু দীঘি চুরী কেমন করে বরদাস্ত করি! ঐ টাকায় তোমার কোঠা বাড়ী উঠেছে শিবরাম,—তা আমি জানি! শুধু তাই নয়,—প্রজাদের পীড়ন করে নিজের পকেট ভর্ত্তি করেছো; তারপর—যারা এ দুর্দ্দিনে তোমাদের সেবা করতে এল,—তাদেরও রেহাই দিলে না;—মাথায় তাদের মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা তুলে দিলে। তোমায় আর গজাননকে আমি জেলে পাঠাব—দেখি,—শিক্ষা পাও কি না!

শিবরাম। হুজুর,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ! এবার ক্ষমা করুন হুজুর!

শচীন। ব্রাহ্মণ! সেই জন্যই আরও ক্ষমা কর্‍বো না তোমাদের!

এই বিংশ শতাব্দীতে জন্মগত অধিকার নিয়ে কেউ বড় হয়ে থাকবে না ;—নিজের কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করতেই হবে। যাও ভাই কৈলাস! যাও ভাই রহিম! এবার আর তোমাদের ওপর কেউ জুলুম করবে না।

(কৈলাস ও রহিম বাহির হইয়া গেল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইলাদের বাটীর কক্ষ। কাল—সকাল।

(সুজয় ও বিনয় বসিয়া কথা কহিতেছিল)

সুজয়। হুঁ! সবই বিশ্বাস করছি বিনয়দা,—যে চেষ্টার তুমি ত্রুটী ক'রছো না! শুনেছিলাম ডাঃ ঘোষ ওদের বাড়ার Family Physician ছিলেন—তাঁর কাছেও কি কোন খোঁজ পেলে না?

বিনয়। না সুজয়! ওদের সঙ্গে পরিচয় ছিল, এমন যত লোক আমার অন্ততঃ জানা আছে তাদের সকলের কাছেই আমি গিয়েছি—কিন্তু কোন খোঁজই পাইনি।

সুজয়। সত্যি বিনয়দা! মানুষ যখন মানুষকে পেয়েও হারায় তখন তার চেয়েও বড় tragedy বোধ হয় মানুষের জীবনে আর কিছু হ'তে পারে না!

বিনয়। অথচ কি সরল মনেই শোভা আমায় বিশ্বাস করেছিল! নিজের অত বড় সর্ব্বনাশের পরও সে আমার নাম পর্য্যন্ত কাউকে বলেনি। হাসপাতালে গিয়ে তাকে আমি মুখের কথায় অনেক সান্ত্বনা দিতাম;—আমার সে কথা শুনে সে তার জলভরা দুটো চোখ তুলে বলত,—"হ্যাঁ,— আশীর্ব্বাদ তুমি কর—কিন্তু বেঁচে থাকার নয়—যেন মরণ এসে যত শীঘ্র পারে আমায় এ পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়।" তখন কিন্তু সে কথা শুনে আমার

একটুও দুঃখ হ'ত না—বরঞ্চ হাঁসিই পেত'—আর মনে মনে তখন আমি প্রার্থনা করতাম—মরণই যেন তার হয়! আর সেই আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই, আজ চাইছি—সে যেন বেঁচে থাকে,—যতদিন না আমার খোঁজার শেষ হয়! এমন কেন হ'ল বলত' সুজয়?

সুজয়। কিছু মনে ক'রনা বিনয়দা,—এতদিন তুমি যত আঘাত যত-জনকে দিয়েছ—সেইগুলোই প্রতিঘাত হয়ে আজ তোমার কাছেই ফিরে এসেছে!

বিনয়। তাই হয়ত' হবে! কিন্তু বুঝতে পারিনা—এর শেষ কি ভাবে হবে!

সুজয়। যাক্,—ভেবে আর কি হবে বল! যতদূর সাধ্য আমরা সকলেই চেষ্টা ক'রে দেখব;—আর সমস্ত কাগজেই ত' বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে! Let us hope for the best.

বিনয়। ওটা—মিথ্যেই দেওয়া হয়েছে সুজয়! কারণ আমার ওপর তাদের ধারণা এমন নয় যে তারা স্বপ্নেও ভাববে সেই-ই আমি,—যে তাদের অত বড় সর্ব্বনাশ করেছে—সে—ই আবার শোভার খোঁজ করবে?

সুজয়। না, —না, এ কি ব'লছ বিনয়দা? Out of curiosityতেও মানুষ বিজ্ঞাপন গুলো দেখে!

বিনয়। Curiosity!—হয়ত' সব মানুষেরই curiosity থাকে, —হয়ত' ওদেরও ছিল;—কিন্তু এ ঘটনার পর তাদের আর দুনিয়ায় কোন কিছুর ওপর curiosity নেই—আর থাকতেও পারে না!

সুজয়। তোমার বিষয়ে না থাক,—কিন্তু বিজ্ঞাপনে আমাদের নাম দেখলে—?

বিনয়। তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ সুজয়! একটা Familyতে একটা murder—তার ওপর একটা scandal! তারা কোন মুখ নিয়ে পরিচিতের সামনে এসে দাঁড়াবে,—বল?

সুজয়। কিন্তু murderটা ত' accident বলে proof হ'য়ে গেছে!

বিনয়। Accident বলে proof হওয়াতে এইটুকুই লাভ হয়েছে যে ঘটনাটা আর বেশী দূর এগোতে পারেনি—কিন্তু মানুষের মন কি ওতে বিশ্বাস ক'রেছে বলে মনে কর?

সুজয়। কিন্তু হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ায়,—তাঁরা আরও অনেক কিছু ভাববার অবকাশ দিয়ে গেছেন!

বিনয়। এর কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে—সে বাড়ীতে থাকলে আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব—নানান্ ছদ্মবেশে এসে শুধু মৌখিক সান্ত্বনা দেবার ছলে—দিনের পর দিন শুধু ব্যঙ্গ করেই যাবে!—তাদের জীবন আরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ত! আমিই তাদের জীবনকে এমন দুর্ব্বহ করে দিয়েছি!

(এমন সময় প্রঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন)

বিশ্বেশ্বর। Hallo! You are all here young men! Has Columbus discovered America?

বিনয়। Not yet,—দাদু! (মস্তক নত করিয়া)

বিশ্বেশ্বর। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা বিনয়! মিসেস্ রায় কেমন দেখতে ছিলেন বলত'?

বিনয়। একটু বেশী লম্বা—আর একটু রোগা ধরণের ছিলেন। রংটা—ফর্সাই ছিল, মুখ—চোখ—এক কথায় মানানসই।

বিশ্বেশ্বর। সবই মিলে যাচ্ছে বিনয়,—শুধু আমি যাকে জানতাম সে ত' রোগা ছিল না, স্বাস্থ্য তার ভালই ছিল! অবিশ্যি পাঞ্জাবের জল হাওয়ার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের জল হাওয়ার তফাৎও অনেক!—Moreover it is ~~true~~ too late—she is no more in this world! ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম তখন নীলিমা রায় আর ইহ জগতে নেই—আর মিঃ রায়ও অজ্ঞাতবাস সুরু করেছেন! আচ্ছা, মিঃ রায় কেমন দেখতে বলত'?

বিনয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে French-cut দাড়ী, খুব বেশী চুরুট খান—আর ঠিক সেই পরিমাণে মদও খান।

বিশ্বেশ্বর। না,—আমি যাকে জানতাম তার সঙ্গে একটুও মিলল' না; He was a clean-shaved gentleman; আর মদ খাওয়া ত' দূরের কথা—তিনি সিগারেট্ পর্য্যন্ত খেতেন না!

(ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই কক্ষে লাঠির উপর ভর দিয়া প্রবেশ করিলেন মিঃ রায়—রুক্ষ চুল, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে—আর হাবভাব যেন অনেকটা পাগলের মত)

মিঃ রায়। হাঃ,—হাঃ,—হাঃ। এখন কিন্তু সে সবই খায়—শুধু চুরুট নয়—মদও খায়—খুনও করে! হাঃ,—হাঃ,—হাঃ! (হঠাৎ সম্মুখে বিশ্বেশ্বর বাবুকে দেখিয়া সবিস্ময়ে;)—তুমি!

বিশ্বেশ্বর। (সবিস্ময়ে) তুমি!

বিনয় ও সুজয়। (ততোধিক সবিস্ময়ে) আপনি ?

মিঃ রায়। (বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া) Yes ! এখন বল,—তোমার কি বলবার আছে ?

বিশ্বেশ্বর। আমিও তোমায় ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করছি ? তোমার কি বলবার আছে,—বল ?

মিঃ রায়। বিশ্বেশ্বর ! তোমায় আমি সব কথাই বলব ! কিন্তু তার আগে আমি একবার ওর সঙ্গে চরম বোঝা-পড়া করে নিতে চাই, একবার ঐ ছোকরা আমার হাত থেকে পালিয়ে এসে মনে করেছিল—সে আমার হাত থেকে রক্ষে পাবে ;—অনেকদিন পরে তাকে এই বাড়ীতে ঢুকতে দেখে, —আমি তার পিছনে পিছনে এসেছি !

বিশ্বেশ্বর। তুমিও একবার পালিয়ে এসে মনে করেছিলে যে—তুমিও আমার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে গেছে ; কিন্তু নিয়তি যখন আর একবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিল—তখন তোমার সঙ্গেও আমার যতক্ষণ একটা চরম বোঝাপড়া না হচ্ছে—ততক্ষণ I won't allow you to proceed any further

মিঃ রায়। (অসহায়ভাবে) আমি বুঝতে পারছিনা বিশ্বেশ্বর,—ওর হয়ে কেন তুমি আজ এত কথা বলছ ! ওকি তোমার কোন নিকট আত্মীয় হয় ?

বিশ্বেশ্বর। না। ওর পক্ষ নিয়ে আমি আজ কোন কথা বলছিনা ! যাদের পক্ষ নিয়ে আজ আমি কথা বলছি,—তাদের একজন

আজ বেঁচে নেই, আর দুজনকে,—তুমি লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে বেড়াচ্ছ !

মিঃ রায়। (বিনয়কে দেখাইয়া) কিন্তু সে ত' ওরই জন্য ! তুমি জান না বিশ্বেশ্বর,—ও কি ক'রেছে ? কি ক'রেছে !

বিশ্বেশ্বর। ও কি করেছে—তা আমি জানি, কিন্তু তুমিও কি করেছ—সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

মিঃ রায়। বিশ্বেশ্বর !

বিশ্বেশ্বর। রায় !

মিঃ রায়। এই ত',—তোমার সামনে সোজা হয়ে,—বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছি, বন্ধু ! আমার মুখ দেখে কি বুঝতে পারছ না—আমি নির্দ্দোষ ? তুমি পণ্ডিত, দার্শনিক ও কবি ! তুমি সকলেরই মনের কথা বুঝতে পার, তবে আমায় তুমি চিনতে পারছ'না কেন,—বন্ধু ?

বিশ্বেশ্বর। না,—না, তুমি যেন আমায় সব ভুলিযে দিতে চাইছ ! দেখ, বন্ধু ! আজ আমি আমার পাণ্ডিত্য, দর্শন, কাব্য সব কিছুই দূরে সরিয়ে দিয়ে—তোমার সামনে সাধারণ মানুষ হিসাবেই দাঁড়িয়েছি,—কৈফিয়ৎ নিতে ! আজ আমি নির্ম্মম ! কৈফিয়ৎ চাই ? প্রয়োজন হলে—আমিও তোমায় চরম শাস্তি দেব আজ !

মিঃ রায়। কৈফিয়ৎ নয়,—বন্ধু ! আমার মুখের কথার আজ আর কোন মূল্যই নেই ! যে কোন কৈফিয়ৎ আমি দিইনা কেন—সেটা যে মিথ্যে নয় ;—তাই বা প্রমাণিত হবে কেমন করে বন্ধু ? তার চেয়ে—এই নাও—(পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়া)—দোষী বলে

এখনও যদি তোমার সন্দেহ থাকে—তাহলে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর বুকখানা এই মুহূর্তেই তুমি ভেঙ্গে—চুরমার করে দাও !

(দুই পা পিছাইয়া আসিয়া মিঃ রায় ঠিক প্রঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জির সামনা-সামনি আসিয়া দাঁড়াইল)

মিঃ রায়। Now I am ready. One, two, three (সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ হইল—কিন্তু সেটি একটি blank fire)

মিঃ রায়। হাঃ,—হাঃ,—হাঃ। তুমি আমায় ভয় দেখাতে চাও বিশ্বেশ্বর ? মৃত্যু আমার অনেকদিন আগেই হ'য়েছে—তাই মরণকে এখন আমার একটুও ভয় নেই ! চেয়ে দেখ,—I am still steady and straight at the very spot, I stood ! এক চুলও নড়িনি—not even an inch ! হাঃ,—হাঃ, —হাঃ ! ওতে আরও গুলি ভরা আছে বিশ্বেশ্বর ! I give you a second chance.

(প্রঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি দৌড়াইয়া আসিয়া মিঃ রায়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল—ইলা)

ইলা। একি ! সমস্ত ঘরটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে ;—আর তোমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কি দেখছ দাদা ?

বিশ্বেশ্বর। ভয় খাসনা দিদিভাই ! মিঃ রায় আমার পুরান বন্ধু—অনেকদিন পরে তাকে দেখে আমি অভ্যর্থনা জানালাম। এই নাও বন্ধু ! (পিস্তলটা মিঃ রায়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া) আজ তুমি আমায় যে কৈফিয়ৎ দিলে—তার চেয়ে বড় কৈফিয়ৎ আমি আশাও করিনি !

মিঃ রায়। কিন্তু—আমার কৈফিয়ৎ এখনও আমি পাইনি বিশ্বেশ্বর ! (বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া) Now look here, young

man,—একজনের বুক যেমন করে তুমি ভেঙ্গে দিয়ে এসেছ, —তোমার বুকখানা ঠিক তেমনি করেই আজ গুঁড়িয়ে,—চুরমার করে দিয়ে—তবে এখান থেকে যাব! Be ready—One, two,—

(মিঃ রায় পিস্তলটি বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল, ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই ইলা উহাদের মাঝখানে গিয়া সোজাভাবে বিনয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল)

মিঃ রায়। ইলা!—Please,—for heaven's sake—,মা আমার—

ইলা। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না মিঃ রায়! বিনয়দার বুকখানা ভেঙ্গে দিলে শোভাদির ভাঙ্গাবুক জোড়া লাগা ত' দূরের কথা,—যে প্রাণটুকু আজও ধুক্ ধুক্ করছে সেটুকুও বোধ হয়—এ খবর শোনবার পর চিরদিনের মত থেমে যাবে! এখনও হয়ত' ফিরে পাবার আশা আছে;—সেটাকে আপনি নির্ম্মূল করে দেবেন না! পায়ে পড়ি—আমার অনুরোধ!

মিঃ রায়। ফিরে পাবার আশা! কিন্তু শুধু আশায় কি মানুষ বাঁচে? যেখানে কোন ভরসাই নেই,—সেখানে আশা করাটা—বাতুলতা, মা!

ইলা। আমি আপনাকে সেই ভরসাই আজ দিচ্ছি, মিঃ রায়! এই বিনয়দা—আজই আপনার সঙ্গে গিয়ে শোভাদিকে নিয়ে আসবে! বিনয়দা আজ অনুতপ্ত—পলে পলে সে আজ জ্বালা সইছে!

মিঃ রায়। একি সত্য? বিনয়! শোভাকে তুমি নিজের ক'রে নেবে?

বিনয়। চলুন,—এখনি আমি যাব। তার আগে আমায় ক্ষমা করুন!

আমি সকলের কাছেই সমান অপরাধী ;—নিজের জীবন নিজের কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে ;—মাঝে মাঝে মনে হয় আত্মহত্যা করে সব শেষ করে দিই !

মিঃ রায়। আত্মহত্যা করা পাপ, —বিনয় ! আর একটা পাপ করে পাপের বোঝা বাড়িওনা ! সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি—ভগবান যেন তোমায় শান্তি দেন ! আর একটা কথা—তোমায় এখনই আমি নিয়ে যাব না। একটু সময় আমায় দাও,—একটু সময় ! এতদিন তুমি আমার বাড়ীতে গিয়েছ unwanted and undesirable guest হিসাবে ;—কোন অভ্যর্থনা আমি কোন দিনও করিনি ; কিন্তু আজ তুমি যাবে আমার পরম সম্মানীয় অতিথি হিসাবে ;—তোমাকে অভ্যর্থনা করবার মত সামান্য আয়োজনটুকু করতে আমায় আর একটু সময় দাও ! যাবার আগে তোমায় আমি ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ করে,—এই কথাটুকু জানিয়ে যাচ্ছি—যে শোভাকে যদি সত্যই আমি মেয়ের মত মানুষ করে থাকি—তাহলে সে তোমায় নিশ্চয়ই সুখী করবে ! আর ইলা মা ! আজ তুমি আমায় কত বড় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলে,—জান ? না,—না—you know every thing, —you are all angel to me ! দেবদূতে কি পৃথিবী ছেয়ে ফেলল ?

(বলিতে বলিতে মিঃ রায় সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল—সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ধীরে ধীরে কক্ষটী অন্ধকার হইয়া আসিল).

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেদিনীপুরস্থ জমিদার বাটী। কাল—সকাল।

সমর। রেবা তোমায় তাড়িয়ে দিলে শচীন ?

শচীন। শুধু তাই নয়, —অপমান করে তাড়িয়ে দিলে সমরদা !

সমর। এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছ ?

শচীন। কিছুই বুঝতে পারিনি। She was so abrupt in her decision—যে বোঝাপড়া করবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পেলাম না !

সমর। মিঃ রায় কি বললেন ?

শচীন। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ;—থাকলে অবিশ্যি কি যে বলতেন,—জানিনা। তবে তিনি আমায় স্নেহের চোখে দেখতেন এ কথা আজ আমি অস্বীকার করব না। আচ্ছা ! আপনি কি মিঃ রায়কে চেনেন, সমরদা ?

সমর। নাম শুনেছি। মৌখিক আলাপ পরিচয় করবার মত সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

শচীন। আশ্চর্য লোক ছিলেন, সমরদা !—যখনই দেখেছি—তখনই মনে হয়েছে—তিনি যেন কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন ! বাড়ীর সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই ছিল না ! যখনই গিয়েছি, দেখেছি—নিজের ঘরটীতে বসে কোন বই পড়ছেন কিংবা জানালার ধারে বাইরের পানে চেয়ে চুপটি করে বসে আছেন ! He was so very lonely !

সমর। তোমার কথা শুনে তাঁকে একটু অদ্ভুত ধরণের মনে হচ্ছে শচীন !

শচীন। শুধু কি তাই, সমরদা ! আমি তাঁকে একটা দিনও হাঁসতে

পর্য্যন্ত দেখিনি,—he was so very grave and so very sad !

সমর। যাক্,—এখন আর এসব কথা ভেবে কি হবে ? কিন্তু রেবার সম্বন্ধে তুমি যা বললে,—সেইটাই এখন আমায় বড় বেশী ভাবিয়ে তুলেছে। অথচ তুমি বলছ যে তোমার দিক থেকে কোন দোষই ছিলনা,—নয় ?

শচীন। অন্ততঃ আমার মন তাই বলে !

সমর। হুঁ ! আচ্ছা,—তুমি তাহলে এখন কি করতে চাও শচীন ? কলকাতায় আর তুমি যাবে না তাহলে ?

শচীন। উপস্থিত তাই স্থির করছি ;—পরে অবিশ্যি কি দাঁড়াবে বলতে পারি না। তবে এখানে থেকে,—এই সুযোগে গ্রামের আর গ্রামবাসীদের যদি উপকার করে যেতে পারি,—তাহলেও মনে একটা সান্ত্বনা পাব।

সমর দেশের কাজে তোমাকে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি আর অনেক বিপদের সামনে দাঁড়াতে হবে শচীন,—সে কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ ! বাবাকে জানিয়েছ ?

শচীন। যা আমি পেতে চাই,—তাকে উচিত মূল্য দিয়েই পেতে হবে,—এ কথা আমি জানি, সমরদা !

সমর। তাহলে আমায় আর মিছে কেন ধরে রাখছ' শচীন ? দেখতে দেখতে সাত আট দিন হয়ে গেল ! অথচ তুমি আমায় যেতে দিচ্ছ না !

শচীন। আপনাকে ধরে রাখবার মত শৃঙ্খল এখনও তৈরী হয়নি, সমরদা ! আপনি যে এখানে আছেন,—সেটা আমার মুখ চেয়ে নয়, —আছেন দেশের ও দেশবাসীর মুখ চেয়ে !

সমর। তাহলে কি তুমি বলতে চাও—আমি তোমায় ভালবাসি না ?

শচীন। না। কোন একজন নির্দ্দিষ্ট লোককে পৃথকভাবে আপনি ভালবাসেন না—ভালবাসতে পারেন না ;—সে ধাতু দিয়ে আপনি তৈরী হন নি !' আপনি ভালবাসেন এই দেশের সকলকে—সেই সকলের মধ্যে হয়ত' আমিও একজন !—A matal without an alloy !

সমর। না,—না—তুমি আমায় বড্ড বেশী বাড়িয়ে দেখছ ! A metal without on alloy—আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কারই হয়নি !

শচীন। আবিষ্কার হয়নি বলেই যে অস্তিত্বও নেই—এ কথা জোর গলায় কে বলতে পারে, সমরদা ?

সমর। না,—জোর গলায় সে কথা আমিও বলছিনা শচীন ! তবে আমি সে ধাতু নই। দেখ শচীন ! আমাকে তোমরা বুঝতে পারনি ;—আমি তোমাদেরই মত দোষ, গুণ আর অভিমানে ভরা মানুষ ! আমার মধ্যেও ভালবাসা আছে, আমারও ভাসবাসা পেতে বা ভালবাসতে ইচ্ছে হয় ;—কিন্তু আমার সে ভালবাসায়—কাঙালপনা নেই ; তাই সে ভালবাসা যদি আমার ভাগ্যে,—আমার নাগালের বাইরেও থেকে যায়—তাহলে সে আমায় পঙ্গু করে দিতে পারবে না ! কারণ যাকে আমি পেতে চাই—তাকে আমি যে কোনও দিন যে হারাতে পারি,—এই সাহসটুকু নিয়েই তাকে আমি পেতে চাই !

শচীন। আপনাকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না, সমরদা !

সমর। পারতে,—যদি আমায় শুধু মাটির মানুষ বলেই তোমরা ভাবতে ; কিন্তু তোমরা ভাব আমি যেন মস্ত ত্যাগী

মহাপুরুষ! প্রয়োজন হলে ত্যাগ করবার সাহস আমার আছে শচীন,--কিন্তু বিনা প্রয়োজনে, অকারণে ত্যাগ স্বীকার করে আত্মনিপীড়ন করা আমার ধর্ম্ম নয়!

শচীন। আপনি কি কাউকে ভাল বাসেন—সমরদা?

সমর। এ কথার সঠিক উত্তর এখনও আমি নিজের কাছেই পাইনি শচীন,—তাই নিজস্ব মতটুকু তোমায় আমি জানাতে পারলাম না!

শচীন। আচ্ছা, সমরদা!—কেউ যদি আপনাকে ভালবাসে, তাহ'লে আপনি ঘর বাঁধবেন ত'?

সমর। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা তোমারই সাজে ভাই,—আমায় কিন্তু মানায় না! মাথার ওপর আকাশ আর পায়ের নীচে মাটী—এই হোল আমার সম্বল, শচীন! এই সম্বল নিয়ে ঘর বাঁধবার কল্পনাও করা যায় না ভাই!

শচীন। কিন্তু আপনার প্রচুর সম্ভাবনা আছে—আপনি ডাক্তার, সমরদা!

সমর। হুঁঃ,—কিন্তু ভাই, আমি সে দরের বা দলের নই—যারা গরীবকে পেষণ করে ইমারত খাড়া করে বা মোটর হাঁকিয়ে বেড়ায়;—আমি সে দলের নই শচীন,—যাদের false certificate এর বদলে পকেট ভর্ত্তি করতে হাত কাঁপেনা! আমি সে দলের নই—যারা নিরীহ অশিক্ষিত লোকেদের গালভরা রোগের নাম করে, দুর্মূল্য ওষুধের prescription লিখে দেয়;—ভেবেও দেখেনা—তাদের সামর্থ কতটুকু! শুধু তাই নয়—শচীন! নিজের স্বার্থের জন্য সমব্যবসায়ীকেও এরা অন্যের কাছে খেলো করে দেয়। ওরা পারে বলেই—

ওরা ইস্তাহার খাড়া করে,—গাড়ী হাঁকায়। একথা যদি বলতে যাই—তাহ'লে inferiority complex বা perverted বলে আমায় তাড়িয়ে দেবে, —fraud হয়েছে বলেই লোকে আজকাল ফ্রয়েড নিয়ে এত মাতামাতি সুরু করেছে,—Shaw এর মত—it is not a profession but a conspiracy —নিছক মিথ্যে নয়! সমস্ত profession আজ চক্রান্তে দাঁড়িয়েছে—শুধু আমাদেরটাই নয়!—শিক্ষার উদ্দেশ্য, মনের উদারতা,—কিন্তু কই? প্রতিদিন আমরা আরও নীচে নেমে যাচ্ছি!

শচীন। আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি, সমরদা! কিন্তু জীবনে,—ভালবাসা কি বাঁধাধরা নিয়ম মেনে আসে,—না অবস্থা বিচার করে আসে? সে যখন আসে তখন বন্যার জলের মতই আসে।

সমর। কিন্তু, ঘর বাঁধাটা অবস্থার ওপর নির্ভর করে; বন্যার জলের মত যে ভালবাসা একদিন আসে,—তার স্রোত হঠাৎ একদিন থেমে যায়! লাভ শুধু এই হয়—যে আলগা মাটি পেলে তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে যায়; অনেক বাঁধা ঘরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়!

শচীন। কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার করে,—পাঁজী পুঁথী দেখে,—সুযোগ আর লাভ ক্ষতি ভেবে,—সুবিধা মত ভালবাসতে যাওয়া মানে,—ভালবাসাকে মুদিখানার দোকান তৈরী করা, সমরদা!

সমর। কসাই খানার চেয়ে মুদিখানার দোকান অনেক ভাল শচীন! ভালবাসার নামে যে উদ্দামতা বা অনাচার আজকাল চলেছে—সেটা ভালবাসা নয়, —That is a reaction of body

to certain sentiments ! যার সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ নেই ;— দেহটাই বড় সেখানে !

শচীন। আমার কিন্তু কি মনে হয় জানেন, সমরদা ? আপনি যদি ভালবেসে—ছোট্ট একটি সংসার রচনা করেন, তাহলে আপনাদের মত সুখী বোধ হয় আর কেউ হবেনা !—ছোট্ট একটি সংসার,—তার চতুষ্পার্শ্বে থাকবে একটী কল্যানী নারীর স্পর্শ,—তার স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায় আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে !

সমর। চুপ্ কর শচীন,—যে কথাগুলো তুমি বলছ—ওগুলো যে তোমার মনের স্বপ্ন ভাই !

শচীন। অস্বীকার আমি করছিনা সমরদা ! কিন্তু আমার জীবনে যে স্বপ্ন সফল হ'লনা—সে স্বপ্নটা যদি আপনার জীবনে সফল হয়—তাহলে আমার আর কোন দুঃখ, কোন ক্ষোভই থাকবে না ! রাখবেন সমরদা,—আমার এই অনুরোধ ?

সমর। (অভিভূতের ন্যায়)—একি বলছ,—শচীন ? না, না—নমিতাও ঠিক এই ধরণের কথা বলত'—আবার তুমিও ঠিক সেই ধরণের কথা বলছ ! তাইত'—নমিতা আর তোমাকে আমি ভালবাসতে পারি না,—ভক্তি ক'রতে পারি ! তোমরা যেন এক একটি ঘুর্ণি—একটি প্রহেলিকা !

শচীন। কিন্তু আপনি যে ঝঞ্ঝা সমরদা !

সমর। তাহ'লে তোমরা হ'চ্ছ প্রলয় !—না,—না, আমায় তোমরা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ;—আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই শচীন,—আমায় অব্যাহতি দাও !

(অগ্রসর হইল)

শচীন। (পথরোধ করিয়া) যাবার আগে আমায় একটি কথা শুধু বলে যান সমরদা,—আপনি ভাবী কালের যে স্বপ্ন দেখছেন,—তার রূপটা কি? চেষ্টা করে দেখব—আমি যদি তাকে গড়ে তুলতে পারি!—নমিতাদিকে আমি কথা দিয়েছি,—সমরদা!

সমর। নমিতাকেই সে কথা তুমি জিজ্ঞাসা ক'রো শচীন; আজ থেকে তোমাকে বলার দিন আমার ফুরিয়ে গেল!

(দ্রুত বেগে প্রস্থান,—সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল কৈলাস মোড়ল—মাথা ফাটিয়া তার রক্ত বাহির হইতেছে,—সর্ব্বাঙ্গে তাহার রক্তের দাগ)

কৈলাস। দাদা ঠাকুর! দাদা ঠাকুর!

শচীন। এ কি! কে তোমায় মারল কৈলাস? এমন করে কে তোমায় মারল?

কৈলাস। রহিম চাচা,—দাদা ঠাকুর!

শচীন। রহিম? কারণ?

কৈলাস। কারণ—যে জমিগুলো আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের মধ্যে বিলি করেছেন, সে গুলোর মধ্যে ভাল জমিগুলো নাকি হিঁদুদের ভাগেই পড়েছে। এই কথা নিয়ে ক'দিন থেকে আকারে ইঙ্গিতে নানান কথা চলছিল;—আজ সকালে মাঠে এসে সেই-ই কথা তুলল'; আমি প্রতিবাদ করলাম—হঠাৎ দেখি ও একটা লাঠি তুলে আমার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে!

শচীন। ও লাঠি তোমার মাথায় পড়েনি কৈলাস,—ও লাঠি—আমারই মাথায় পড়েছে! এত বড় স্পর্দ্ধা! ও কি মনে করেছে আমি মরে গেছি? বুঝিয়ে দেব—জমিদারী যদি রাখতেই হয়

তাহলে রহিমের মত দু-দশটার মাথা এখনও আমি ধূলোয় লুটিয়ে দিতে পারি !

(সমরের প্রবেশ)

সমর। না,—তা তুমি পারনা,—অন্ততঃ যতক্ষণ আমি এখানে আছি।

শচীন। আপনি বুঝতে পারছেন না, সমরদা ! যে ধারণা আমার মনে স্বপ্নেও বাসা বাঁধেনি—ওরা সেই ধারণাকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে এখানেও হিন্দু মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় ? আর অভিযোগই যদি ছিল—তাহলে সোজা আমায় এসে বলতে পারতো ? কিন্তু তা না করে—সে আমারই একজন নিরীহ প্রজার মাথা ফাটিয়ে দিল। আমিও তার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই,—বিচার করবার মালিক—আমি,—সে নয় ! এত বড় স্পর্দ্ধা ! সহ্যেরও একটা সীমা আছে, সমরদা !

সমর। হিংসাকে জয় করতে হলে অহিংস হতে হয় শচীন ! অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দিয়ে হয় না। আমার ও একদিন ঐ মত ছিল ;—এখন বুঝতে পেরেছি সে পথ—ভুল পথ। অহিংসাই এখন আমাদের মূলমন্ত্র ভাই ! ভাল করে কান পেতে শোন শচীন,—বিরাট একটা ঝড়ের আভাষ শুনতে পাবে—এ সময়ে আত্মবিস্মিত হওয়া উচিৎ নয় ! শক্তি পরীক্ষার দিন আমাদের এগিয়ে আসছে—তাই বলছি,—শক্তির অপচয় কর না ! হ্যাঁ,—রহিমকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি—সে আসছে।

শচীন। রহিম যদি না আসে সমরদা ?

সমর। এতক্ষণ তাকে কাপুরুষ বলেই ভাবছিলাম—যদি না আসে তাহলে ভাব্‌ব' সে শুধু কাপুরুষ নয়—অমানুষ !

কৈলাস। কিন্তু রহিমের পক্ষ নিয়ে তুমি এত কেন ব'লছ, ডাক্তার বাবু?

সময়! রহিম যে আমার ভাই হয় কৈলাস!

(রহিমের প্রবেশ)

রহিম। ভাই?

সমর। হ্যাঁ,—ভাই!

কৈলাস। আর আমি কি তোমার কেউ নয়? কেউ নই?

সমর। অভিমান করিস না কৈলাস! তুই আমার দেশ,—যে দেশ যুগের পর যুগ শুধু সহ্যই করে আসছে;—তুই আমার "সর্ব্বংসহা" সেই দেশ কৈলাস! দেশ শুধু হিন্দুর নয়—শুধু মুসলমানের নয়;—সে হিন্দু আর মুসলমান দুজনেরই! রহিম হ'চ্ছে সেই দেশের ছেলে। তুই যদি সত্যই আমার দেশ হ'স্ তা'হলে সহ্যই করতে হবে। দেশত' কারুরই ওপর বিরূপ হয়না! আজ আমি চলে যাচ্ছি,—যাবার আগে শুধু একবার দেখে যেতে চাই কৈলাস—তুই ওকে ক্ষমা করেছিস। আর একটা কথা মনে রাখিস, "হিন্দুস্থানে এখন শুধু দুটো জাত আছে—সে হচ্ছে ধনী আর গরীব; আর কোন জাত নেই।"

কৈলাস। আর আমার কোন রাগ নেই! শুধু ক্ষমাই নয়,—রহিম চাচাকে আজ থেকে আমি বুকে করেই রাখব!

(কৈলাস রহিমকে বুকে জড়াইয়া ধরিল)

সমর। চমৎকার! এইবার এস ত' কৈলাস আমার কাছে;—যাবার আগে তোমার কপালটা আমি নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে যাই।

(সমর নিজের রুমাল দিয়া কৈলাসের রক্তাক্ত কপাল মুছাইয়া দিল)

সমর। আজ আমার জয়যাত্রা শচীন! এমনি করেই যুগে যুগে আমরা যেন দেশের দুঃখ আর কষ্ট মুছিয়ে দিতে পারি। এমনি করেই যেন সব বিদ্বেষ ধুয়ে, মুছে যায়!

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ইলাদের বাটী। কাল—সকাল।

(প্রঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি ও মিঃ রায় বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দুজনের মুখেই চুরুট, তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হয় অনেকদিন পর দুইজন দুইজনকে পাইয়া খুসী হইয়াছেন)

বিশ্বেশ্বর। জান রায়! শোভা নাতবৌকে পেয়ে আমার কিন্তু ভয়ানক উপকার হয়েছে;—ইলা যখন আমার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে, তখন আমি শোভা গিন্নীর মনোরঞ্জন করি,—আবার শোভা যখন বিরূপ হয়ে ওঠে তখন ইলার মনোরঞ্জন করি।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। ইস্! তাইত' তাড়িয়ে দেবার জন্যেই উঠে পড়ে লেগেছেন দাদু,—শুধু তাই নয়—পঁচিশ হাজার টাকার বিদায় দিয়ে!—মনোরঞ্জন,—না ছাই!

মিঃ রায়। তাই নাকি বিশ্বেশ্বর? এ যদি হয়—তাহলে এটা ত' সত্যিই তোমার ভালবাসার প্রমাণ দিচ্ছে না!

ইলা। শোভা বৌদি এসে দিনরাত্রি এখন ঐ পরামর্শই দিচ্ছে দাদুর কানে,—জানেন মিঃ রায়?

মিঃ রায়। ওঃ! তাই নাকি! তাহলে ত' দেখছি রীতিমত jealousy—মানে—রীতিমত অন্যায়! No, No—it is bad—আমি বলছি—অন্যায়!

বিশ্বেশ্বর। অবিশ্যি এত বড় অন্যায়টা আমারও করবার ইচ্ছে ছিল না রায়,—কিন্তু কি করব গৃহ বিবাদটা এমন ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌ছে—যে মান রাখতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি সুরু হয়েছে। দু কাপ চা—না হয় এক সঙ্গে খেতে পারি—কিন্তু দুটো জামা এক সঙ্গে কি করে পরি বলত' ? তাও যদি একটা শার্ট আর অন্যটা কোট হয়—তাহলে ও না হয় সম্ভব হত',—কিন্তু ওরা আমার ওপর দিয়ে সবকিছু অসম্ভব করিয়ে নিতে চায়!—নাত বৌ যদি আনে গরদের পাঞ্জাবি,—ইলা আনবে খদ্দরের! লাভ এই হয়—জামা আর গায়ে ওঠে না,—শুধু গায়েই বসে থাকতে হয়!

মিঃ রায়। না, না—এও ত' ভাল কথা নয়! বুড়ো মানুষ—ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে হে বিশ্বেশ্বর!

বিশ্বেশ্বর। সে কথাটা ওদের মনেই থাকে না। দুজনে ঝগড়া করে নিজেরাই শুধু গরম হয়ে ওঠে।

মিঃ রায়। তবে ওদেরই আগে ঠাণ্ডা করা উচিত, বিশ্বেশ্বর!

বিশ্বেশ্বর। আর সেই ব্যবস্থাই ত' করেছি, একেবারে বিলেত ফেরত I. C. S.—নব্য ছোকরা! বুঝলে রায়—হাঃ,—হাঃ,—হাঃ! ওরাই পারবে এদের ঠাণ্ডা করতে! এখন—শুধু মুখের কথা রায়! সেদিন দেখতে এসেছিল,—বুঝলে রায়,—দিদি-ভাইয়ের সে কি গান,—একেবারে গদ গদভাবে!—কি গানটা দিদিভাই—সেই যে—

"তুমি হঠাৎ কখন এলে
এক নিমিষেই হৃদয় খানি জয় করিয়া নিলে!"

বুঝলে রায়?—মানেগুলো বুঝলে? আর কেমন দেখছে ছিল বলত' দিদিভাই?

ইলা। বলব? যখন ঘরে এসে ঢুকলেন—তখন মনে হ'ল খুব ভাল দর্জ্জির তৈরী একখানা Evening dress যেন হঠাৎ Show-case থেকে বার হয়ে এসেছে!

বিশ্বেশ্বর। হাঃ,—হাঃ! শুনছ' রায়? সদ্য বিলেত ফেরেত I. C. S. কিনা,—dress সম্বন্ধে particular ত' হবেই! আর মুখখানা,—দিদিভাই?

ইলা। Three-fourth দেখতেই পাইনি দাদু!—প্রথমতঃ মাথার টুপিটা কপালটার এত নীচে এসে পড়েছিল যে কপালটার one-third টুপির মধ্যেই ছিল—গালের দু পাশে লম্বা লম্বা দুটো জুলপী—গাল দুটোকে প্রায় ঢেকেই রেখেছিল—তার ওপর ছিল মোটা ফ্রেমের ওপর দুটো প্রকাণ্ড glass fit-করা একখানা চশমা, অতএব মুখখানার one—fourth যা নজরে পড়েছিল—তা দিয়ে সৌন্দর্য্যের বিচার করা চলে না।—

বিশ্বেশ্বর। One-fourth দেখেই ঐ গান, দিদিভাই,—full দেখলে ত' একেবারে fool হ'য়েই থাকতিস!

ইলা। Fool আমি সত্যিই হয়ে গেছি দাদু! যখন শুনলাম খুব বড় লোকের ছেলে—অথচ দাবী তাঁদের মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা!

বিশ্বেশ্বর। আহা—হা,—ওটা হচ্ছে ওদের বংশমর্য্যাদার জন্যে, দিদিভাই!

ইলা। ওঃ! তাহলে বুঝতে হবে বংশমর্য্যাদায় আমরা ওদের চেয়ে অনেক ছোট—তাই পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের জাতে উঠতে হবে—নয়, —দাদু?

বিশ্বেশ্বর। আহা,—তা নয়! একটা নিয়মও ত' আছে!

ইলা। সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম হয় কিন্তু এ নিয়মের দেখছি,— ব্যতিক্রম আর হ'ল না!—

(প্রস্থান)

বিশ্বেশ্বর। কিছু বুঝলে,—রায় ?

মিঃ রায়। আমায় বলছ' বিশ্বেশ্বর ?

বিশ্বেশ্বর। এতক্ষণ তুমি কি ঘুমিয়েছিল,—রায় ? বেশ লোক যাহোক !

মিঃ রায়। না, না—ঠিক তা নয়,—এদের কিছুই যেন বুঝতে পারি না।

বিশ্বেশ্বর। হু! তাই ত' রায়—এদের নিয়ে কি করি বলত' ? সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্, বিদ্বান, তার ওপর অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে; সবে মাত্র I. C. S. পাশ করে এসেছে, তবুও যে কেন এদের পছন্দ হয় না—তা বুঝতে পারি না !

মিঃ রায়। এখন নিজের ভাবনাটা ছাড়ান দাও বিশ্বেশ্বর। ইলার মনের ইচ্ছেটা কি—সেইটাই এখন প্রথম জানা দরকার।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু স্পষ্ট করে ওরা কি কিছু বলে ছাই; তা যদি বলত' তাহলে সেই চেষ্টাই করতাম। কিছু বলে না বলেই হাতড়ে বেড়াতে হয়।

মিঃ রায়। Wait করেই দেখনা,—তাড়াতাড়ি করে হঠাৎ কোন কাজ করতে নেই।

বিশ্বেশ্বর। না, না—তাড়াতাড়ি নয়—মানে অমন ছেলে যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় রায়;—এই আর কি।

মিঃ রায়। পঁচিশ হাজারের গন্ধ যখন দিয়ে রেখেছ তখন খুব শীঘ্র যে হাত ছাড়া হবে—এ আমায় মনে হয় না।

বিশ্বেশ্বর। কি জানি—কি যে হবে! জান রায়,—এ যুগের ছেলে মেয়েকে কিছুতেই যেন চিনে উঠতে পারছিনা; এক এক

সময় মনে হয় ওরা যেন খুবই চেনা—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় ওরা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মিঃ রায়। ঠিক বলেছ বিশ্বেশ্বর। আমরা এখন যে বাড়ীতে আছি সেই বাড়ীর নিচের তলায় একজন নার্স—নমিতা গাঙ্গুলী—এসেছেন। চমৎকার মেয়েটি! একদিন জিজ্ঞাসা করলাম,—"হ্যাঁ মা, তোমার আত্মীয়স্বজন কিংবা স্বামী, কেউ কি নেই?" কি উত্তর দিলে জান,—বিশ্বেশ্বর? বল্লে—"আত্মীয়স্বজন কিংবা স্বামী কি নরনারীর পরিচয়ের এক মাত্র মাপকাঠি?" আজ চার পাঁচ দিন এক যুবকও এসে উপস্থিত হয়েছে—নাম সমর বন্দ্যোপাধ্যায়—না কি ডাক্তার! রেবাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তুজনেই না কি তু'জনকে ভালবাসে। আচ্ছা আমি এখন উঠি।

(প্রস্থান)

বিশ্বেশ্বর। নমিতা গাঙ্গুলী,—সমর বন্দ্যোপাধ্যায়! ভালবাসে ওরা তুজনে!…তাইত!

(এমন সময় অন্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, সমর)

সমর। সুজয়,—সুজয়!

বিশ্বেশ্বর। কে আপনি?

সমর। আমি,—মানে সমর,—সুজয়ের বন্ধু।—নমস্কার।

বিশ্বেশ্বর। Are you that "Samar, the great"?

সমর। না, না—আপনি "সমর the great" কা'কে mean করছেন জানি না। আমি হচ্ছি শুধু সমর—মানে ordinary সমর—সুজয়ের বন্ধু! কিন্তু আপনি?

বিশ্বেশ্বর। আহা—হা! ভয় পেয়োনা, take your seat gentleman.

I am not your rival, Sir! আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।

সমর। (উপবেশন করিয়া) কিন্তু আপনাকে ত' চিনতে পারলাম না

বিশ্বেশ্বর। আমি হচ্ছি,—poor দাদু of Sujoy and Ila!

সমর। ওঃ! আপনিই দাদু? আপনি পাঞ্জাব থেকে কবে এলেন? সুজয়ের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

(পদধূলি গ্রহণ)

বিশ্বেশ্বর। তা প্রায় পাঁচ ছয় মাস হয়ে গেল।

সমর। আমিও প্রায় ছ'মাস বাইরে ছিলাম—তাই আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।

বিশ্বেশ্বর। তা—তুমি কবে ফিরলে?

সমর। আজ চার পাঁচ দিন হ'ল ফিরেছি।

বিশ্বেশ্বর। তা—চার পাঁচ দিন হ'ল ফিরেছ—আর আজ দেখা করতে এলে বন্ধুর সঙ্গে? So late!

সমর। মানে—কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে পারিনি; তাছাড়া এ বাড়ীতে আমি খুব বেশী আসিনি।

বিশ্বেশ্বর। I see!—কিন্তু সুজয়ের আর আর অনেক বন্ধু-বান্ধব ত' এখানে আসে।

সমর। তারা বাইরে সুজয়ের দেখা পায়না বলেই—তাদের বাড়ীতে আসতে হয়; আমি কিন্তু বাইরে তার এত দেখা পেতাম যে বাড়ীতে আসবার প্রয়োজনই হ'ত না!—এই দেখুন বাড়ীতে এসে দেখছি,—সে নেই!

বিশ্বেশ্বর। সে এখুনি নিশ্চয় আসবে। বিশেষ কাজ না থাকলে একটু বসে যেতে পার! At least to see your friend!

সমর। নিশ্চয়!—কিন্তু এদিককার খবর বলুন; আশা করি সকলে আপনারা ভালই আছেন! Mr. Chatterjee-র সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

বিশ্বেশ্বর। Chatterjee? Which Chatterjee you mean? তুমি কি বিনয়ের কথা বলছ?

সমর। হ্যাঁ! Mr. Binoy Chatterjee.

বিশ্বেশ্বর। I see!—বিনয়! He is no longer Mr. Binoy Chatterjee—he is simply Binoy to me now-a-days!—সে এখন এত বিনয়ী হয়ে পড়েছে যে আমাদের কাছে সে এখন শুধু—বিনয়!

সমর। আপনার সঙ্গে এইটুকু আলাপেই বুঝতে পারলাম, আপনার কাছে যে একবার আসবে—তার বিনয়ী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ই নেই।

বিশ্বেশ্বর। বিনয় যে বিনয়ী হয়েছে সেটা অবিশ্যি আমার গুণে হয়নি—হ'য়েছে ইলার জন্য!

সমর। ইলা,—মানে ইলা দেবীর জন্য?

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ,—হ্যাঁ!—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

সমর। না,—না—মানে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

বিশ্বেশ্বর। তা বিনয়কে ডেকে দেবো নাকি? অবিশ্যি ঘরের কপাটটা যদি খোলা পাই!

সমর। আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।

বিশ্বেশ্বর। ঠিক, ঠিক! তোমাকে ত' বলাই হয়নি। বিনয় is enjoying a long Honey-moon — মানে "মধুযামিনী!" উপস্থিত আমার বাড়ীটাই বিনয়ের পক্ষে

তীর্থের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাই সে এইখানেই থাকে !

সমর। Honey-moon—মধুযামিনী—তীর্থ !

বিশ্বেশ্বর। হুঁ ! হুঁ ! একটা কথাও মিথ্যে বলছিনা—জিজ্ঞাসা ক'রো !

সমর। ওঃ,—তাহলে বিনয়বাবুর বিয়ে হয়ে গেছে ! So soon ?

বিশ্বেশ্বর। তা একটু তাড়াতাড়িই হয়ে গেল বটে ! কারণ ইলারই ছিল সব চেয়ে বেশী তাড়া—তাই ঘটনাটা একটু তাড়াতাড়ি ঘটে গেল।

সমর। ওঃ,—(স্বগত)—ইলা দেবীরই ছিল বেশী তাড়াতাড়ি !

বিশ্বেশ্বর। কি,—তুমি যেন বড় বেশী মুষড়ে পড়লে, সমর ?

সমর। না, না—মানে মাথাটা একটু ধরেছে ! জানেন দাদু, I am so very glad to hear this news. আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি খুব খুসী হয়েছি ! My heartiest congratulation······

বিশ্বেশ্বর। আহা-হা—আমাকে নয় ; ও সব ইলারই প্রাপ্য ! She has changed Binoy altogether ! বিনয় এখন এত বিনয়ী,—যে বিনয় ব'লে আর তাকে চেনাই যায়না !—All credit goes to Ila. —এসব ইলারই কৃতিত্ব !

সমর। তাহ'লে বলতে হবে অসাধ্য সাধন করেছেন—নয় কি ?

বিশ্বেশ্বর। Sure !—আচ্ছা তোমার ইলার সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল ?

সমর। এমন কিছু অসাধারণ বলে আমার মনে হয়নি।

বিশ্বেশ্বর। তবেই দেখ সমর ! যাকে আমরা অসাধারণ বলে মনেই করিনা—তারাই সময় সময় অসাধারণ কাজ করে ফেলে ! হাঃ,—হাঃ,—হাঃ !

সমর। আচ্ছা,—আমি তাহলে এখন উঠি!

বিশ্বেশ্বর। তা ইলার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?

সমর। না,—তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে কি হবে?

বিশ্বেশ্বর। তার সঙ্গে দেখা করে "আর কি হবে" মানে ত' বুঝতে পারলাম না!

সমর। না,—না,—মানে ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই কি না—সেইজন্য ও কথা বললাম। তা ছাড়া উনি হয়ত' ব্যস্তই আছেন। আচ্ছা আমি চলি,—নমস্কার।—দয়া করে সুজয়কে বলে দেবেন আমায় একবার সুবিধামত ফোন করতে।

বিশ্বেশ্বর নিশ্চয়,—নিশ্চয়! তোমার ফোন নম্বরটা দিয়ে যাও।

সমর। Telephone guideএ পাবেন—Namita Ganguly-র নামে phone আছে—উপস্থিত আমি সেইখানেই উঠেছি। আচ্ছা,—নমস্কার! (প্রস্থান)

বিশ্বেশ্বর। Namita Ganguly! তাইত'!—এ যে দেখছি উল্টে আমাকেই ভাবনায় ফেলে গেল!—তাই ত'!—Namita Ganguly! তবে কি রায়ের কথাটাই ঠিক!

(অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন—এমন সময় সুজয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)

সুজয়। এই যে দাদু,—আপনি একা? Hopeless!—এরা সব গেল কোথা? শোভা বৌদি, ইলা—

বিশ্বেশ্বর। শোভা বৌদি হয়ত' বিনয়ের কাছে বসে বসে শোভাবর্দ্ধন করছে—আর ইলা যে কোথায়,—ইলাই জানে;—কারণ অনেকক্ষণ তাকে দেখিনি।

সুজয়। মানে? বিনয়দা ত' সকাল বেলায়ই বার হয়ে গেছেন, হুঁ,—বুঝতে পেরেছি, ওরা দুজনে ওপর তলায় আড্ডা জমিয়েছে! Hopeless!

বিশ্বেশ্বর। যাক্—ওসব কথা! I can give you a good news সুজয়! একটা ভাল খবর আছে।

সুজয়। কি? শোভা বৌদির সঙ্গে বিনয়দার নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে—তাই তিনি আজ সকালবেলাতেই বাড়ী থেকে বার হয়ে গেছেন,—এইত'? যত সব Hopeless!—আচ্ছা,—দাদু!—ওরা দিনের মধ্যে হাজার বার ঝগড়া আর হাজার বার ভাবই বা করে কেমন করে,—বলুন ত'?

বিশ্বেশ্বর। আগে বিয়ে কর তখন বুঝবে!—আমি কিন্তু ওসব কথা বলছি না।—তোমার বন্ধু সমর এসেছিল।

সুজয়। সমর!—সমর এসেছিল? তা সে চ'লে গেল কেন?

বিশ্বেশ্বর। অনেকক্ষণ বসেছিল—কিন্তু তোমাদের দেখাই নেই,—তাই সে চ'লে গেল।

সুজয়। কিন্তু ইলা ত' ছিল!

বিশ্বেশ্বর। ছিল,—কিন্তু দেখা দেয়নি।

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। কাকে,—দাদু?

সুজয়। কাকে দাদু? এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলে নাকি? যত সব—Hopeless! আরে সমর এসেছিল,—দেখা না পেয়ে ফিরে গেল!

বিশ্বেশ্বর। যাবার সময় বলে গেল,—সুজয় বাড়ী ফিরে এলে তাকে যেন একবার phone করে।

সুজয়। ফোন নম্বরটা ?

বিশ্বেশ্বর। কি—ব'লে গেল !—ওহো ! Namita Ganguly-র নামে phone আছে—Telephone guide-এ পাওয়া যাবে—সেইখানেই সে আছে।

(প্রস্থান)

ইলা। কে ? Namita Ganguly।

(সুজয় টেবিলের কাছে গিয়া ব্যস্তভাবে Telephone guide খুঁজিতে লাগিল—কিন্তু সেখানে Telephone guideটি খুঁজিয়া পাইল না)

সুজয়। এ-ই ইলা !—Telephone guide-টা কোথায় গেল ?

ইলা। আমি জানি না !

সুজয়। মানে ?

ইলা। আমি জানি না। জ্বালাতন ! বাংলা কথাও কি বুঝতে পার না ?

সুজয়। হুঁ ! যতসব— hopeless !—রামু,— রামু !— না— সে ব্যাটাও সময় বুঝে সরে পড়েছে ;—যত সব,—না—আমাকেই খুঁজে বার করতে হবে ! দেখি—ওপরের ঘরে আছে কি না—

(সুজয়ের প্রস্থান—সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। এই যে ইলা !—চুপ করে বসে আছ ? সত্যি বড় বেশী দেরী হয়ে গেল আজ (হাত ঘড়িটা দেখিয়া) উঃ ! প্রায় আড়াইটা বাজে !—সত্যি, আমার জন্যে তোমাদেরও বোধহয় খাওয়া হয়নি ! ভাল কথা ইলা,—চৌরঙ্গীর মোড়ে হঠাৎ আজ সমর বাবুর সঙ্গে দেখা। সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলা, পরিচয় করিয়ে দিলেন,—নাম নমিতা গাঙ্গুলী,—

যিনি মেদিনীপুরে ছিলেন,—তিনিই।—মেয়েটিকে বড় ভাল লাগল, ইলা !

ইলা। নমিতা গাঙ্গুলী! খুব ভাল লাগলো,—নয়? তোমাদের কি ভাল লাগে না,—বলতে পার? রাস্তায় বেরুলে তোমাদের সব কিছু ভাল লাগে—আর ঘরে ফিরলেই ভাল লাগাটা কর্পূরের মত উবে যায়।

বিনয়। হাঁ! আর বললেন যে সকালে আমাদের এখানে তিনি এসেছিলেন—কিন্তু কারুর সঙ্গেই নাকি দেখা হয়নি!—

ইলা। আর কি বললেন?

বিনয়। আর আমি যে বিয়ে করে সংসারী হয়েছি তার জন্যে আমায় আর তোমাকে congratulation জানালেন!

ইলা। তাই নাকি? মনটা দেখছি সম্প্রতি অমরবাবুর আরও দরাজ হয়ে উঠেছে! আর কি বললেন?

বিনয়। না,—আর বিশেষ কোন কথা হয়নি; কারণ তাদেরও তাড়াতাড়ি ছিল,—কোথায় যেন engagement আছে। আচ্ছা,—আমি ওপরে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

ইলা। নমিতা গাঙ্গুলী! এখন দেখছি—মাঝে মাঝে তুমিও সত্যি কথা বলতে, বিনয়দা!

(সুজয়ের Telephone guide নিয়ে প্রবেশ)

সুজয়। এই দেখ,—পেয়েছি, ইলা! B. B. 4414, হারান মানিক first bye lane, off Ultadanga Main Road No. 201/1/A, —আরে—এ যে শোভাদের বাড়ীর ঠিকানা! হয়—একই বাড়ী কিংবা পরের বাড়ীটাই হবে। কিন্তু কি

গালভরা নাম দেখেছিস ইলা? হারান মাণিক first bye lane! উঃ! দেখে, দেখে,—আচ্ছা জায়গায় বাড়ী নিয়েছে! যেমন স্থান তেমনি গাল ভরা নাম!

ইলা। গাল ভরা নাম ত' হবেই দাদা! ওখানে হারান মাণিক পাওয়া যায়, দেখলে না,—বিনয়দাও শোভাকে ঐখানেই খুঁজে পেয়েছিল!

সুজয়। যাক্—এখন তা'হলে ফোন করা যাক্—কি বলিস?

ইলা। তোমার ইচ্ছা হয়—কর; আমার মত চাইছ কেন? দিন দিন তুমি যে কি হ'চ্ছ, দাদা! তোমার বন্ধুকে তুমি ফোন কর—না কর আমার কি? তোমার বন্ধুব জন্যে আমার একটুও মাথা ব্যাথা নেই,—বুঝলে?

সুজয়। আচ্ছা—ইলা! সমরের নামটা শুনলে তুই আজকাল এমন রেগে উঠিস্ কেন বলত'?

ইলা। তোমার বন্ধুব নামটা মোটেই রোমঞ্চকর নয়,—যে গদ গদ ভাষায় কথা বলবো।

সুজয়। হুঁ!—যতসব—

(এই বলিয়া 'সুজয়' টেলিফোনের কাছে আগাইয়া গেল)

ইলা। মিথ্যে একটা call কেন নষ্ট করবে দাদা—তাকে তুমি পাবে না!

সুজয়। না,—পাবো না! তুই যেন হাত গুন্‌তে জানিস! আচ্ছা, ইলা! আমার বন্ধুর জন্যে তোর যদি মাথা ব্যথা না থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত বকছিস কেন? নিজের কাজে যা।

ইলা। বিশ্বাস না হয়—ক'রেই দেখ!

সুজয়। (রিসিভার তুলিয়া) Hullo! Hullo! B. B. 4414—yes please—কে? B. B. 4414 থেকে বলছেন? আমি ডাঃ সমর বন্দোপাধ্যায়কে চাই—হ্যাঁ,—হ্যাঁ,—নেই? বাইরে গেছেন? নমস্কার!

(সুজয় রিসিভারটি রাখিয়া দিল)

ইলা। (হাসিয়া)—হ'ল ত'? তোমার টেলিফোনের আশায় বসে থাকার চেয়ে সমরবাবুর আরও অনেক কাজ আছে দাদা! সেটা যেন আজ থেকে আর ভুলে যেওনা।

(প্রস্থান)

সুজয়। যতসব—Hopeless!

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। কাল—সকাল।

(নমিতার কক্ষ—নমিতা ও রেবা বসিয়া কথা বলিতেছিল)

নমিতা। তাইত! রেবা! কি ছেলেমানুষীই না করেছ তুমি! না জেনেই—এতবড় কাণ্ড ক'রে বসে আছ?

রেবা। কি করব নমিতাদি! তখন অন্য কোন উপায় আমার মাথায় এল না;—আর যা করেছি সেটা তার ভাল হবে জেনেই করেছিলাম।

নমিতা। আচ্ছা রেবা, তুমি তাকে সত্যই ভালবাস নয়?

রেবা। এ কথার উত্তর মুখে আমি কেমন করে জানাব, নমিতাদি?

আচ্ছা নমিতাদি, এখন বলত' কেমন করে আমি বেঁচে থাকব? জীবনটা যখন এমনি ধারাই নষ্ট হয়ে গেল তখন আমিও তোমার মত সেবার কাজ নিতে চাই, ইচ্ছে করে— তোমার মত অপরের কষ্টে আমি তাঁদের সেবা করি!

নমিতা। পাগ্‌লি কোথাকার! মানুষের সেবা খুব বড় জিনিষ, রেবা— সে আমি জানি। কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের মত মেয়েদের বাইরের কাজে যে কত বিপদ—সে যে না করেছে সে ছাড়া জানে না। আমাদের দেশে মেয়েরা অনেক দুঃখ,— অনেক লাঞ্ছনা আর অভাবে না পড়লে—কেউ কোনদিন ঐ কাজকে বরণ করে নেযনা।

রেবা। কিন্তু তুমি?

নমিতা। আমি? হ্যাঁ,—আমিও অনেক লাঞ্ছনা আর দুঃখ কষ্ট ভোগ করে এই পথ বেছে নিয়েছিলাম।

রেবা। তোমার লাঞ্ছনা,—তোমার আবার দুঃখ কষ্ট, নমিতাদি?

নমিতা। কেন রেবা? আমিও তোমাদের মত মানুষ! তার ওপর আবার গরীব বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে ছিলুম;—তাই লাঞ্ছনা আর দুর্দ্দশার হাত থেকে আমিও রেহাই পাইনি। শুধু তাই নয় রেবা—সে লাঞ্ছনা, অপমান আমার সহ্যের সীমা এতখানি অতিক্রম করেছিল—যে এমনি ধারা পথে নামা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায়ই ছিল না।

রেবা। এ কি বলছ তুমি, নমিতাদি? তুমি কি তাহলে সমরদাদাকে ভালবাসনা?

নমিতা। একটুও নয় রেবা! ওঁকে শুধু দেবতার মতই ভক্তি করি,—ছোট বোনের মত স্নেহ করি। ওঁকে আমি দেবতার মত ভক্তি করি

বলে—বিনিময়ে আশীর্ব্বাদ ছাড়া আর কিছুই পেতে চাই না ; আর এ দুনিয়ায় এখন আমি কাউকেই ভালবাসি না, রেবা ! মানুষ এখন আমার চোখে হেয়, ঘৃণ্য, কিংবা দেবতা আর ভাইয়ের মত পবিত্র ! এ ছাড়া তৃতীয় কোন সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে আমার নেই !

রেবা। তোমার এত দুঃখ কেন, নমিতাদি !

নমিতা। হয়ত' পরাধীন দেশের মেয়ে হ'য়ে জন্মেছিলাম বলে ! যে দেশে পুরুষেরা শুধু বিচারকের আসন দখল করে আছে—সেখানে আমাদের ভাগ্যে এমনি ধারা বিচারই একমাত্র প্রাপ্য, রেবা !—এদেশের সমস্ত পুরুষের মনে বদ্ধ ধারণা যে তারা আমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে বলেই জন্মেছে ;—প্রভুত্বের নেশা তাদের অস্থিমজ্জায় এমনভাবে বাসা বেঁধে আছে যে সামান্য অপরাধে আমরা ক্ষমা পর্য্যন্ত পাই না !

রেবা। এর জন্য প্রতিবাদ করা উচিত নমিতাদি !

নমিতা। প্রতিবাদ করলে যে প্রতিকার পাওয়া যাবে—এর নিশ্চয়তা কি রেবা ? আর প্রতিকার হচ্ছে না বলে—দলে দলে আমার মত মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছে ! এমনি ধারা যদি আরও কিছু দিন যায়—তাহ'লে বাঙ্গালীর ঘর বলে আর কিছুই থাকবে না।

রেবা। কিন্তু তোমায় কে অপমান করলে নমিতাদি ! তোমার মত মেয়েকে কেউ কি অপমান করতে পারে ! আমি ত ধারণায় আনতে পারি না।

নমিতা। তুমি যতখানি অসাধারণ বলে আমায় মনে করছ রেবা তার কণামাত্র আমি নই।—আর যে আমায় অপমান

করেছে,—তার কাছে আমি সাধারণ মানুষ হিসাবেই দাঁড়িয়েছিলাম ; কিন্তু তিনি তাতে খুসী হতে পারেন নি ! তাঁর চোখ দুটোকে স্বপ্ন পরীর রূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাই আমার মত মাটির মানুষের শত অনুনয়ও—করুণা জাগাতে পারেনি ! সামান্য সেবা করবার অধিকারটুকুও তিনি আমায় দিলেন না !

রেবা। কে তিনি, নমিতাদি ?

নমিতা। আমার স্বামী !

রেবা। স্বামী ! এ কি বলছো নমিতাদি ?

নমিতা। হ্যাঁ,—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে, রেবা ? বাঙ্গলা দেশের এত বড় মেয়ে হলাম, আমার একটি স্বামীও কি থাকতে নেই ?

রেবা। না,—না,—তা বলছি না ; কিন্তু তোমায় দেখে ত' মনে হয় না।

নমিতা। হ্যাঁ—বাইরে আমি সধবার কোন চিহ্নই রাখিনি ;—এমন কি সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলেছি !—কিন্তু কেন মুছে ফেলেছি জানিস রেবা ?—মুছে ফেলেছি এই জন্যে—পাছে ঐটুকু উপলক্ষ্য করে লোকে আমার স্বামীকে অকর্ম্মণ্য বা অপদার্থ বলে অনুকম্পা করে। হাজার হলেও হিন্দু মেয়ের স্বামী তিনি ! স্বামীর ঘর ছেড়ে আসতে পারি—কিন্তু তাঁকে অস্বীকার ক'রব কেমন করে ? তাঁর অপমান সইব কেমন করে ? তাই সব অপমান নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি !

রেবা। নমিতাদি ! তোমার মত মেয়ের—কি দোষ থাকতে পারে যার জন্যে তিনি ঘরে স্থান পর্য্যন্ত দিলেন না ?

নমিতা। বলেছি ত' রেবা,—স্বপ্ন পরীর রূপ নিয়ে তার সামনে আমি দাঁড়াতে পারিনি;—তার ওপর ছিলাম মধ্যবিত্ত গরীব বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে,—আর গায়ে আমার কলোজ্ঞ গন্ধও ছিল না,—তাই!

রেবা। তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?

নমিতা। হ্যাঁ,—এবং সুস্থই আছেন।

রেবা। তবে তুমি তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা কর, নমিতাদি!

নমিতা। এ পথ বেছে নেবার আগে তাঁর কাছে আমি আমার শেষ ভিক্ষা জানিয়েছিলাম—কিন্তু তিনি আমায় তা দেননি,—তাই আর কোন দিনও ভিখারীর মত তার সামনে আমি যাবনা! তার ওপর জান, রেবা,—আমার গরীব বাবা আমার এই দুর্দ্দশা দেখে বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না;—সে কথা আমার বুকে শেলের মত বিঁধে আছে!

রেবা। তোমাকে আর কি বলব' নমিতাদি;—আমাদের সে বাড়ী ছেড়ে যখন এ বাড়ীতে উঠে আসি তখন আমি ভাবতে পারিনি তুমি হঠাৎ এখানে এসে পড়বে—দেবতার আশীর্ব্বাদের মত!

নমিতা। আমিও ভাবতে পারিনি রেবা, এখানে এসে তোমার মত একটি লক্ষ্মী মেয়ের দেখা পাব!—

রেবা। আহা! লক্ষ্মী না,—ছাই!—তোমাকে শুধু বিরক্তই করি, বসে বসে শুধু গল্পই করি—তোমাকে কোনও কাজ করতে দিই না!

নমিতা। না, রে পাগলী! শেষ জীবনের এখন আমার এইটুকুই ইচ্ছে যে ঘরের মধ্যে থেকে তোদের এই সব আবদার আমি

সহ্য করি ! তোর ছেলে মেয়ে, তোর সমরদার ছেলে মেয়ে হলে—আমি যেন বুকে করে মানুষ করতে' পারি !—বাইরের কাজে জীবন আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে রেবা !—তাই, ভাই—বোনের সংসারে এখন আমি ঐ আসনটুকুই চাই,—দিবি না,—রেবা ?

রেবা। না,—না, এ কি বলছ' নমিতাদি ? কিন্তু আমার ছেলে মেয়ে ?

নমিতা। হ্যাঁ,—রে হ্যাঁ !—আজ না হয় দুদিন পরে ত হবেই—শচীনকে আসবার জন্য লিখে দিয়েছি ?

রেবা। লিখে দিয়েছ,—আসবার জন্যে ? তিনি কোথায়,—কেমন করে জানলে নমিতাদি ?

নমিতা। হাত গুনতে জানি রেবা ! বিশ্বাস করলি না ত' ? আচ্ছা দেখ্ তোর দাদা হাওড়া ষ্টেশনে গেছে তাকে আনবার জন্যে—এক্ষুনি হয়ত' এসে পড়বে !

রেবা। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, নমিতাদি। কিন্তু যদি না আসে ? যদি অভিমান করে এ মুখ আর দেখতে না চায় ?

নমিতা। ভয় হচ্ছে বুঝি ? আমার কথা যেমন তুই অমান্য করতে পারিস না—শচীনও ঠিক তেমনি আমার কথা অমান্য করতে পারে না ;—সে নিশ্চয় আসবে। ও কিরে—অমন করছিস কেন ?

রেবা। কি জানি, নমিতাদি, মাথাটা যেন কেমন করে উঠল,—আমি আসছি,—নমিতাদি।

(রেবা উঠিয়া ঘরের বাহির হইতে যাইবে এমন সময় সমর শচীনকে লইয়া প্রবেশ করিল)

সমর। আরে,—যাবে কোথায়? এই দেখ—কাকে সঙ্গে করে এনেছি!

শচীন। তুমি? রেবা!

সমর। আহা-হা! কোন ভদ্র মহিলাকে কি এমনি করে নাম ধরেই ডাকতে হয়, বন্ধু? না,—পাড়াগাঁয়ে থেকে দেখছি বুদ্ধিটি তোমার নেহাত অভদ্র হয়ে পড়েছে!—Darling বলতে যদি কোন বাধা থাকে—তাহলে দেবী বলেই না হয় সম্বোধন কর!

রেবা। সমরদা!

সমর। ও কি রে পাগলী! চোখে জল কেন? শচীনকে পাড়াগাঁয়ে বলেছি বলে? না, ভাই শচীন,—তুমি রেবাকে নাম ধরেই ডাক—আমি আর কোন আপত্তি করব না। আচ্ছা, — আমি মিঃ রায়কে খবর দিয়ে আসি যে—রেবার অচিন বন্ধু শচীনভায়া সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

(প্রস্থান)

শচীন। (নমিতার পদধূলি লইয়া)—নমিতাদি!—আপনার কাছে ঋণের বোঝা যে আমায় দিন দিন বেড়েই চলেছে!

নমিতা। বেশ,—রেবাকে গ্রহণ করে সে ঋণ তুমি শোধ করে দাও ভাই!—

শচীন। আপনি কি মানুষ,—নমিতাদি?

নমিতা। হ্যাঁ ভাই—তোমাদের মত মাটির মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই; এই রেবা,—তুই যে একেবারে চুপ করে রইলিরে,—এদিকে আয়! কি,—তবুও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে

রইলি ? এবার দেখছি শচীনের সামনেই কালকের মত তোর কান দুটো—আয় বলছি !

(রেবা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল)

এই নে,—এইবার ভাল করে—এ দুষ্টু ছেলেটিকে ধরে রাখ্—দেখিস্, আবার যেন পালায় না !

(রেবা ও শচীনের হাত এক করিয়া দিয়া নমিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

শচীন। রেবা !

রেবা। (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) বলো ?

শচীন। তোমায় কিন্তু ভয়ানক শাস্তি দেব, রেবা !

রেবা। সে শাস্তি আমি মাথায় পেতে নেব। কিন্তু বল,—তুমি আমায় ক্ষমা করেছ ?

শচীন। না,—না,—ষ্টেশন থেকে আসতে আসতে আমি সব শুনেছি। সে কথা শুনে তোমার মনের মহত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না, রেবা ! কিন্তু তুমি যে এই বাড়ীতেই আছ—এ আমি ধারণা করতে পারিনি।

রেবা। কিন্তু তবু আমি একবার শুনতে চাই যে তুমি আমায় ক্ষমা করেছ ! মাটির মানুষ আমরা—জেনে,—না জেনে কত অপরাধই করি,—শুধু একটিবার বল,—তুমি আমায় ক্ষমা করেছ !

শচীন। কিন্তু তার আগে বল,—আমি কে ?

রেবা। The man I love !

শচীন। ব্যস্ ! এইবার তোমার সব দোষ ক্ষমা করলাম !—জান রেবা,—এই নমিতাদিকে প্রথম আমি দেখি আমাদের

পল্লীগ্রামে ;—সেইদিন ক্ষণিকের পরিচয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আমরা সামান্য মাটির মানুষ হলেও এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারি !

রেবা। সত্যি,—নমিতাদির মত মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে খুব অল্পই হয় ! মনে হয় স্বর্গ থেকে ভুলে যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছে, তাঁর ঋণ জীবনে শোধ করা যায় না !

শচীন। সত্যি, রেবা—নমিতাদিকে দেবতা বলে দূরে রাখতেও ভয় হয়—আবার সামান্য মানুষ বলতেও সঙ্কোচ আসে।

(কথার শেষে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল সমর—পশ্চাতে মিঃ রায় ও নমিতা)

সমর। আরে ! এই যে দুটীতে দিব্যি ভাব জমিয়ে ফেলেছ—দেখছি ! নাঃ,—লোক ত' তোমরা সুবিধার নও !

মিঃ রায়। এই যে শচীন ! তোমায় যে আবার আমি ফিরে পাব—এ আশা ছিল না। ভগবান বোধ হয় আমার মনের কথা শুনেছিলেন—তাই ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত নমিতা এই বাড়ীতে এসে ছিল। মাটির মানুষ আমরা—অথচ সেই মানুষকেই আমরা চিনতে না পেরে দূরে সরিয়ে রাখি ! সত্যিই যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তাহলে—it is on the Earth,—আর কোন খানে নয় ! আর সে স্বর্গ তৈরি করে—আমাদের মত মাটির মানুষেই !

শচীন। আপনারা সকলে আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন—যেন ভূ-স্বর্গের আদর্শ হতে কোনও দিনও বিচ্যুত না হই !

(রেবা ও শচীন সকলকে প্রণাম করিল)

মিঃ রায়। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ,—আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি,—

তোমাদের সংসার যেন স্বর্গের মত পবিত্র আর শান্তিময় হয়ে ওঠে !

নমিতা। আর আমি প্রার্থনা করি, তোমাদের ভালবাসার আদর্শ যেন—সারা বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে !

সমর। আর আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের পবিত্র ভালবাসা যেন সমস্ত মানবজাতিকে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে বেঁধে নিতে পারে !

মিঃ রায়। কিন্তু আমার যে একটা অনুরোধ আছে, নমিতা !

নমিতা। বলুন।

মিঃ রায়। সমরকে তুমি গ্রহণ কর !

নমিতা। তা হয় না,—মিঃ রায়।

সমর। হয় না ?

নমিতা। না। যা হয় না,—তার কারণ জিজ্ঞাসা ক'রনা সমরদা ! আমি তোমায় দেবতার মত ভক্তি করি—ছোট বোনের মত স্নেহ কর ; এইটুকু অধিকার আজ তুমি আমায় দাও !

মিঃ রায়। না জেনে তোমায় যে অনুরোধ আমি করেছি—সেটা আমি ফিরিয়ে নিলাম, নমিতা ! আমায় ক্ষমা কর !

সমর। আমিও তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, নমিতা ; এক মুহূর্ত্তের সামান্য এই দুর্ব্বলতা তুমি কি ক্ষমা করতে পারবে না নমিতা ?

নমিতা। এ কি বলছ সমরদা ? তোমায় ক্ষমা করব আমি ? তোমায় যে আমি দেবতার মত ভক্তি ক'রি !

সমর। এর বিনিময়ে আমি কি দিতে পারি,—নমিতা ?

নমিতা। একটুখানি আশ্রয় সমরদা ! তোমাদের সেবা করতে চাই

শুধু! তোমাদের ছেলে মেয়ে হ'লে আমি শুধু তাদের বুকে করে, নিজের হাতে,—নিজের মনের মত মানুষ করে তুলতে চাই! শুধু এইটুকু,—সমরদা! দেবেনা? আমি বড় ক্লান্ত,—তাই ঘরে থাকতে চাই!

(সেই সময় সুজয় হঠাৎ সেই কক্ষে ঝড়ের মত প্রবেশ করিল)

সুজয়। সমর! আরে,—এ কি ব্যাপার? নমিতাদি, তুমি কাঁদছ কেন?

নমিতা। না,—কাঁদিনি ত'!

সুজয়। না,—কাঁদনি! চোখ তোমার জলে ভর্ত্তি অথচ বলছ,—কাঁদনি! Hopeless,—সমরদা বুঝি ব'কেছে? যত সব—

নমিতা। না,—সমরদা কি আমায় বকতে পারে? সমরদা যে আমার ভাই!

সুজয়। ভাই?

সমর। হ্যাঁ,—ভাই সুজয়; আমি নমিতার ভাই!

সুজয়। কিন্তু আমি যে মনে করেছিলাম……

সমর। ভুল মনে করেছিলে, সুজয়! শুধু তুমি নয়,—মিঃ রায়, আমি, ইলা—এমন কি এই বাড়ীর সব ভাড়াটে, যা কিছু মনে করেছিলাম—সেগুলো সবই ভুল, সুজয়—সবই ভুল! এখন একটি মাত্র অনুরোধ,—দেবে আমার বোনকে তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয়? সামান্য একটুখানি আশ্রয়,—নিয়ে যাও, সুজয়—এদের সবাইকে আজ সঙ্গে করে তুমি নিয়ে যাও; আজ তোমাদের বাড়ীতে হোক্ মাটির মানুষের মিলনোৎসব! যাও,—দেরী কর না ভাই!

সুজয়। আর তুমি?

সমর। আঃ! আর দেরী করনা ভাই,—কথা বাড়িও না! এই দেখ, শচীনও আজ এসে পড়েছে—রেবাকে নিয়ে যাবে বলে। যাও,—দাদু, মিঃ রায়, তুমি, ইলা, নমিতা, Mr. Chatterjee, সকলে মিলে রেবার জয়-যাত্রার আয়োজন কর'গে! মিলনোৎসবের পরেই জয়-যাত্রা—মাটির মানুষ এবার বিশ্বজয়ী হয়ে ঘরে ফিরবে!

সজয়। কিন্তু তোমাকেও যেতে হবে।

সমর। নিশ্চয় যাব! কিন্তু তোমরা আগে যাও,—আমি যাব পরে! আমি আজ তোমাদের অনেক পিছনে পড়ে গেছি, সুজয়—তুমি বুঝবে না!—লক্ষ্মিটী,—যাও নমিতা! সামান্য দুর্ব্বলতা আমায় আজ পেয়ে বসেছিল! তোমরা চল,—আমি আসছি!

(সমর এক রকম জোর করিয়া সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—যাইবার আগে নমিতা, রেবা ও শচীন একে একে সমরের পদধূলি গ্রহণ করিল—সমর স্থাণুর মত শুধু দাঁড়াইয়া রহিল—ধীরে ধীরে মঞ্চটি অন্ধকার হইয়া আসিল)

পট পরিবর্ত্তন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কক্ষ। সকাল—১০।৩০ মিঃ।

(ইলা ও প্রঃ বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জি বসিয়াছিলেন)

বিশ্বেশ্বর আচ্ছা, দিদিভাই!—সুজয় রোজই সমরের কাছে যায়,—কিন্তু সমর কেন সেদিনের পর আর একবারও এল না বলতে পারিস?

ইলা। তাহ'লে বুঝতে হবে দাদু, আপনার আকর্ষণের চেয়ে নমিতা গাঙ্গুলীর আকর্ষণটা অনেক বেশী!

বিশ্বেশ্বর। আ-হা তা ত' হবেই,—দিদিভাই! দেহ, মন সবই পঙ্গু—আকর্ষণ করব' কি দিয়ে বল?

ইলা। তার ওপর নমিতা গাঙ্গুলী,—শুনেছি তরুণী—আর সুন্দরী!

বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ,—সুজয়ও তাই বলছিল; কিন্তু তাই বলে,—তার সম্বন্ধে মন্দ ধারনাই বা করি কেমন করে?

ইলা। আ-হা মন্দ কি ছাই আমিও বলছি দাদু? খুব ভাল বলেই—বোধ হয় সমর বাবুর মত বীর পুরুষকে ধরে রাখতে পেরেছেন।

বিশ্বেশ্বর। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানিস, দিদিভাই! আমাদের সকলেরই—কোথায় যেন একটা মস্ত ভুল থেকে যাচ্ছে! আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারছি না।

ইলা। দুনিয়ার এত লোকের মাঝে সমরবাবু আর শ্রীমতী নমিতা গাঙ্গুলীকে চিনতে যদি ভুলই হয়ে থাকে—তাহলে উভয় পক্ষের কারুরই কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, দাদু!

বিশ্বেশ্বর। তাহ'লে লাভের আশাটা মনে মনে ছিল বল! কিন্তু সেটা লাভ না l-o-v-e? হাঃ,—হাঃ,—হাঃ! তা দেখ দিদিভাই, আমরা যদি একবার সেখানে গিয়ে দেখা করে আসি—কেমন হয় বলত?

ইলা। খুব আনন্দের হবে না দাদু! অনাহূতের মত তাঁদের মাঝে গিয়ে পড়লে,—অনর্থক তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা হবে।

বিশ্বেশ্বর। তা, ওদের সময়টা এখন কি খুবই মূল্যবান হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়?

ইলা। হওয়াই ত' উচিত! আর সময় যদি মূল্যবান নাই হ'য়ে ওঠে—দুজনে দুজনের কাছে এখন তারা নিশ্চয় মূল্যবান হয়ে উঠেছে।

বিশ্বেশ্বর। আমরা কি সে মূল্য কেড়ে নিতে যাচ্ছি, দিদিভাই?

ইলা। আমরা যাচ্ছি না ঠিক; কিন্তু তারা ত' সে কথা মনে করতে পারে! আর দরকার কি,—সে কথা ভাববার অবকাশ দিয়ে? তা ছাড়া—সমরবাবু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এত দুর্দ্দমনীয় হয়ে ওঠেনি যে—আমাকেই তার দুয়ারে গিয়া ধর্ণা দিতে হবে। আপনারা কি মনে করেন—সমরবাবুর চিন্তায় আমার ঘুম হচ্ছে না?

বিশ্বেশ্বর। হুঁ! সুজয় বোধ হয় সকালে উঠে সেইখানেই গেছে।

ইলা। হ্যাঁ! কারণ দাদার মতে—সমরবাবুই পুরুষের মধ্যে একমাত্র আদর্শবাদী পুরুষ। আর এখন মেয়েদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে শ্রীমতী নমিতা গাঙ্গুলী!

(এমন সময়ে সেই কক্ষে সুজয়, রেবা, শচীন,নমিতা ও মিঃ রায় প্রবেশ করিলেন)

সুজয়। আরে, সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যেই নমিতাদিকে আজ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি! কথাটা সত্যি, কি না, আজ প্রমাণ হয়ে যাবে।

ইলা। কাকে এনেছ,—নমিতা?

সুজয়। হ্যাঁ শুধু নমিতাদি নয়; রেবা আর শচীনকেও ধরে এনেছি!

বিশ্বেশ্বর। আরে, তোমরা যে দল বেঁধে আমার বাড়ীতে এসেছ! ব্যাপারখানা কি? তোমাদের ত' আমি নিমন্ত্রণ করিনি!

নমিতা। আমরা অনাহূতের দল, দাদু,—নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করি না!

(নমিতা বিশ্বেশ্বর মুখার্জ্জিকে প্রণাম করিল)

বিশ্বেশ্বর। কি চাও মা?

নমিতা। ভয় হচ্ছে,—দাদু? এ বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে যাব বলে এসেছি—তবে চুরী করে নয়!

বিশ্বেশ্বর। তবে কি ডাকাতি করতে চাও, —নমিতা?

নমিতা। এখন এ ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না দাদু।

বিশ্বেশ্বর। যাক্! তোমার উদ্দেশ্যটা শুনলাম; কিন্তু রেবা, মা আমার! তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ,—শুনি?

রেবা। (পদধূলি গ্রহণ করিয়া) আমি আপনার আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি দাদু! ইলাদি!

(প্রণাম করিয়া)

তোমাদের সকলের কাছেই আজ আমি আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছি।

ইলা। এর মানে কি রেবা?

সুজয়। Hopeless! বুঝতে পারলি না? আরে,—It is that Sachin,—মানে রেবার শচীন,—আজ এসেছে ওকে নিয়ে যাবে বলে—মানে, বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে।

ইলা। আরে,—তাই নাকি? তা বলতে হয়! রেবার শচীন ছাড়া যে আর কোন শচীন ভূ-ভারতে নেই—তাই বা হঠাৎ বোকার মত মনে করি কেমন করে বল? শচীন, আশীর্ব্বাদ করছি,—রেবাকে নিয়ে তুমি সুখী হও ভাই!

বিশ্বেশ্বর। তারপর রায়! তোমার উদ্দেশ্যটা আমি পরে শুনব, কিন্তু আমার ইলা দিদিভাই যে আজ একা পড়ে রইলো, রায়!

নমিতা। না,—কেউ আজ পড়ে থাকবে না।

ইলা। ধন্যবাদ, নমিতা দেবী! এইটুকু সমবেদনা জানাবার জন্যই কি কষ্ট স্বীকার করে—আমাদের বাড়ী আজ এসেছেন? বাঙ্গলা দেশের মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি—তখন আমিও পড়ে থাকবনা—এ কথাটা আমিও জানি! কত গরীব, কত কুৎসিত মেয়েও বাঙ্গলা দেশে বিকিয়ে যাচ্ছে,—আমি কি তাদের চেয়েও নিকৃষ্ট?

নমিতা। ভুল বুঝে—আমার ওপর অবিচার করবেন না, ইলা দেবী!

ইলা। বিচার করবার আমি কে নমিতা দেবী? আপনি কি ক্ষমা চাওয়ার ছলে—নিজের সৌভাগ্যটা আমায় জানিয়ে দিতে এসেছেন? তা যদি এসে থাকেন—তাহ'লে শুনে যান, আপনার ওপর আমার একটুও বিদ্বেষ নেই; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আপনাকে সুখী করেন।

নমিতা। শুধু ভগবানের কাছে নয়,—আপনাদের সকলের কাছে আজ আমি সেই আশীর্ব্বাদ চাই! যে আলো আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছে,—তাকে যেন আমি যথার্থ রূপ দিতে পারি; নইলে নিজেকে ঘরে বেঁধে রাখবার কোন সার্থকতাই আমি পাবনা।

ইলা। এতক্ষণে আপনার উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল! কিন্তু এইটুকু বলতে এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছিলেন কেন? রেবাকে আমি আগেই আশীর্ব্বাদ জানিয়েছি;—আপনাকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি,—আপনার স্বপ্ন যেন সার্থক হয়! আজ আপনাদের বিজয়োৎসব! এ উৎসবে আমি কি করলে আপনি সবচেয়ে খুসী হ'ন বলুন,—আমি তাই করব।

বিশ্বেশ্বর। তুই কি পারবি দিদিভাই? পারবি?

ইলা। দাদু! এটুকুও যদি না পারি, তাহলে জানব এতদিন আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ পাইনি—পেয়েছি অভিসম্পাত! আপনি যদি সত্যই আমায় আশীর্ব্বাদ করে থাকেন,—যদি আমি আপনার শিক্ষা ও দীক্ষাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকি—তাহলে আজ তার অমর্য্যাদা করবনা। বলুন, নমিতাদেবী,—কি চান আপনি? কি পেলে খুসী হন?

নমিতা। সবচেয়ে খুসী হই—আপনি যদি সমরদাকে বিয়ে করেন; তা যদি করেন তাহলে সত্যই আজ আমার বিজয়োৎসব!

ইলা। (সবিস্ময়ে) সে কি? সমরবাবু কি আপনার দাদা হন? এ আপনি কি বলছেন, নমিতা দেবী?

নমিতা। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আমি সত্যিই তার ছোটবোন। সমরদাকে আমি শুধু স্নেহই করিনা,—দেবতার মত ভক্তি করি। আচ্ছা,—ও কথা থাক! এ বাড়ীতে ঢোকবার আগে—এক ভদ্রলোক এই বাড়ীর সামনে মস্তবড় এক মোটরে এসে নামলেন,—তিনি কে ইলা দেবী?

বিশ্বেশ্বর। মিঃ অলক গাঙ্গুলী, I. C. S.—ওরই সঙ্গে ইলার বিয়ের কথা হ'চ্ছিল; কিন্তু অলক এখনও আসছে না কেন? বাইরে দাঁড়িয়ে করছে কি? দেখত' মা ইলা?

নমিতা। (ব্যাকুল কণ্ঠে) আপনার পায়ে পড়ি দাদু,—পায়ে পড়ি! ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ইলার সর্ব্বনাশ করবেন না!

বিশ্বেশ্বর। কেন মা? তুমি ওকে চেন?

নমিতা। খুব চিনি দাদু! ভাল করেই চিনি! তিনি একবার বিয়ে

করে একটি গরীব মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছেন ; তাকে তিনি গরীব আর মূর্খ জেনে বাড়ীতে স্থান পর্য্যন্ত দেননি ; আশ্বাস দিয়ে চূড়ান্ত সর্ব্বনাশ করেছিলেন ;—তারপর আর একটি বড়মানুষের মেয়েকে বিয়ে করবার আশ্বাস দিয়ে তিনি বিলাত যান—তাঁরই বাপের টাকায় ;—কিন্তু সেখানে গিয়েও বছরের পর বছর ঘুরে যেতে লাগল তবু তার ফিরে আসবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না ;—পরে শোনা গেল সেখানেও তিনি এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রেমে পড়েছেন! সে কথা শোনার পর সেই মেয়েটীও আর বেশী দিন বেঁচে ছিল না।

বিশ্বেশ্বর। এ কি সত্যি কথা মা ?

নমিতা। মিথ্যে বলবার মত কোনও কারণ ত ঘটেনি—যে মিথ্যে কথা বলব দাদু !

মিঃ রায়। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে মা ?

নমিতা। আমি! বলবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ইলার মুখ চেয়ে আমি এ লজ্জার কথা আজ জানাচ্ছি দাদু! আমি হচ্ছি তার সেই গরীব মূর্খ স্ত্রী—যাকে তিনি গৃহে থাকবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত দেননি।

ইলা। আপনিই তার স্ত্রী,—নমিতাদি!

নমিতা। হ্যাঁ ভাই! এ লজ্জার কথা ঢাকবার জন্যেই আজ আমি সধবার কোন চিহ্ন রাখিনি। শুধু নামের শেষে তাঁর পদবীটুকু রেখে দিয়েছি।

ইলা। নমিতাদি,—আজ আপনি কত বড় সর্ব্বনাশ থেকে আমায় বাঁচালেন—তা অন্তর্য্যামীই জানেন। অথচ আপনার বিরুদ্ধে

মনে মনে কত কথাই না ভেবে রেখেছিলাম! আমায় আপনি ক্ষমা করুন!

নমিতা। ছিঃ! আমার পায়ে হাত দেবেন না;—আপনি আমার বৌদি হবেন! এখন থেকে আমাকেই প্রণাম করতে হবে। উঠুন!

বিশ্বেশ্বর। তোমার কাছে আমি আজীবন ঋণী হয়ে রইলাম, মা। বল,—কি করে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারি?

নমিতা। ইলার সঙ্গে সমরদার বিয়ে দিয়ে দিন,—তাহলেই আমার ঋণ শোধ হয়ে যাবে। তারপর দয়া করে যদি আমায় একটুখানি আশ্রয় এইখানে দেন—তাহলে আমি আজীবন আপনাদের সেবা করে,—শোভা, রেবা আর ইলা বৌদির ছেলেমেয়ে বুকে করে মানুষ করে তুলব। দেবেন, দাদু,—এইটুকু ভিক্ষা—আমি বড় ক্লান্ত—আজ আমি ভিখারীর মত এসেছি! আজ আমায় ফিরিয়ে দেবেন না!

বিশ্বেশ্বর। নিজেকে নিঃস্ব করে দিয়ে আজ তুমি এমন করে ভিক্ষা চাইচ' মা? বেশ—আজ থেকে এ বাড়ীতে তুমি আমার "মা অন্নপূর্ণার" মত থাকবে। ওঁ তমসা মা জ্যোতির্গময়!

(এমন সময়ে সমর সেই কক্ষে প্রবেশ করিল)

সমর। এই যে! নমস্কার দাদু! এক সাহেবী পোষাকপরা ভদ্রলোক এই চিঠিখানা বাড়ী ঢোকবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললেন—যেন আপনাকেই দিই;—সময় অল্প বলে তিনি আসতে পারলেন না।

নমিতা। জানি, তিনি এখানে আসতে আর সাহস করবেন না।

বিশ্বেশ্বর। (চিঠি পড়িতে লাগিলেন)—"বিশেষ কাজে আজই

ক'লকাতার বাইরে যাচ্ছি—কবে ফিরব স্থির কিছু নেই, অতএব ইলার বিবাহ অন্যত্র স্থির করিবেন

ইতি—অলক গাঙ্গুলী"

এ কথা আমার জানা ছিল, দাদু! আমায় যখন উনি দেখেছেন—তখন এখানে আর তিনি আসবেন না।

ব্যাপার কি? (কুমারীর বেশ দেখিয়া) ও কি! ইলাদেবীর কি তবে বিয়ে হয়নি? কিন্তু আপনি যে বললেন দাদু, বিনয়বাবুর সঙ্গে······

হাঃ,—হা,—হাঃ! তুমি ভুল বুঝেছিলে সমর; বিনয়ের সঙ্গে শোভার বিয়ে হয়েছে—মানে রেবার বোন!

শোভা? রেবার বোন? কই, নমিতা! শোভার সম্বন্ধে ত' কোনও কথাই তুমি আমায় বলনি; তুমি ত শুধু রেবার সম্বন্ধেই কথা বলছিলে।

প্রয়োজন হয়নি বলে বলিনি। এখন শুনলে ত?

কিন্তু বিনয়দাকে দেখছি না যে!

সে আর শোভা morning walk-এ বেরিয়েছে।

এই দুপুরে morning walk! বলেন কি—দাদু!

আমি আর কি বলব ভাই; Eden garden-এ এখন বোধ হয় ভোরই হয়নি।

ভোর হয়নি! hopeless! বিয়ে করে মানুষগুলো ক্ষেপে যায় নাকি!

তাইত' দেখছি সুজয়!

দেখছ আর কি! তোমারও ক্ষেপে যেতে বেশী দেরী নেই! ঐ যে রাগী মেয়ে মানুষটী দেখছ—

(ইলাকে লক্ষ্য করিয়া)

উনি এখন তোমার কাঁধে ভর করতে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা কথা সমর,—"হারান মাণিক পেলেই কি যত মাণিক লুকিয়ে ছিল"!

বিশ্বেশ্বর। এদিকে আয় ত' দিদিভাই; এই নাও সমর,—আজ থেকে দিদিভাই,—তোমারই!

(নমিতা নিঃশব্দে সমর ও ইলাকে প্রণাম করিল)

মিঃ রায়। It is heaven! এই হল স্বর্গ,—বিশ্বেশ্বর! আর এ স্বর্গ মাটির মানুষেই রচনা করে! আমরা চিনতে পারি না বলে তাদের দূরে সরিয়ে রাখি! কেউ কাঁদে না। দিন যায়, মাস যায়—শতাব্দীও যায়,—তবু তোমার বাণী, "সবার ওপর মানুষ সত্য" আজও অমর হয়ে আছে;—তোমায় প্রণাম করি।

(উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলেন—সর্বোপরি সকলেই উহা অনুসরণ করিল)

যবনিকা পতন।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	স্থলে	হবে
২	১ম	কি Splendid	কী
৪	১৯শ	obsolete	absolute
৬	১৫শ	frinds	friends
"	শেষ	ডুব দিয়ে দিয়ে	ডুব দিয়ে
১৭	১ম প্যারা	মিসেস্ রায়ের ভাইঝি	বোনঝি
৩৭	১২শ	তিন কাপ চা লইয়া ভৃত্য ও ইলা ঘরে ঢুকিল	তিন কাপ চা লইয়া ভৃত্য ঘরে ঢুকিল ও ইলা সকলের কাছে আগাইয়া দিল
৭১	২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য	কাল—সন্ধ্যা	কাল—সকাল
৮৪	১৮শ	১৪।১৫ বছর	৪।৫ বছর
৯৭	১৫শ	বেণীর সাথে মাথা	বেণীর সঙ্গে মাথা
১২৯	৬ষ্ঠ	True	too late
১৩৫	৬ষ্ঠ	matal	metal
"	৮ম	without on alloy	without an alloy
১৩৬ ও ১৩৭	১৭শ ও ১ম	ইরামত	ইমারত